হইতে পারে, এবং তাহাদিগের এরূপ অটল অনম্য ঔদাস্যমূলক বাধাদান শক্তি আছে যে, য়ুরোপের কোন শ্রেণীর সেরূপ শক্তি নাই, এবং সেই শক্তিই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ভূস্বামীগণের যথেচ্ছাচারের বিষম বাধাদান করিত। দাসগণ যখন দেখিত যে, প্রভু অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তখনই তাহারা অবিলম্বে আত্মরক্ষার নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করিত। যে সকল পশু তাহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইত না, সেইগুলিকে এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কয়েকটী অস্থাবর দ্রব্য ব্যতীত অপর সমস্ত অস্থাবর দ্রব্য তাহারা সর্ব্বপ্রথমে অতি গোপনে বিক্রয় করিত; এবং তদ্দ্বারা যে সামান্য টাকা সঞ্চিত হইত, তাহা হয় বাটীর মধ্যে বা বাটীর নিকটে একস্থানে গোপনে লুকাইয়া রাখিত। কৃষকেরা এরূপে সতর্ক হইবার পর ভূস্বামী, তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন বা দণ্ডদান করিলেও প্রায়ই সেই গুপ্তধন বাহির করিয়া লইতে সক্ষম হইতেন না। এরূপ অবস্থায় অনেক কৃষকই ধৈর্য্যের সহিত নিতান্ত পৈশাচিক দণ্ড সহ্য করিত, এবং তাহার পুত্রকে সে সময়ে সেনাদলে প্রেরণ করিলেও সে বলিত যে, আমার এমত টাকা নাই যে, তাহা দিয়া আপনাকে বা পুত্রকে মুক্ত করিতে পারি। কোন দর্শক উক্ত স্থানে হয়ত সেই কৃষককে পরামর্শ দিতেন যে, যে সঞ্চিত টাকাগুলি আছে, তাহা জমীদারকে দিয়া কঠোর দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি সংগ্রহ কর, কিন্তু কৃষক অন্য এক কারণে তাহা করিতে চাহিত না। তাহারা উপযুক্ত কারণেই বেশ জানিত যে, সেই টাকাগুলি দিলে, এই দুর্দ্দিন রহিত হইবে বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার অত্যাচার ভুগিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাকে পুনরায় এইমত অবস্থায় পড়িতে হইবে, এবং সঞ্চিত টাকাগুলি বৃথা গেল, এই আর একটী ক্ষোভ বাড়িবে। "সম্ভাবনার" উপর ইহাদিগের যে অটল বিশ্বাস ছিল, সেই "সম্ভাবনা" এই স্থলে তাহাদিগের বিশেষ সহায়তা করিত। তাহারা ভাবিত, সম্ভবতঃ ভূস্বামী যখন দেখিবেন যে, অত্যচার-উৎপীড়নের দ্বারা আশাপূর্ণ হইল না, তখন ক্ষান্ত হইবেন, অথবা সম্ভবতঃ এমনও হইতে পারে যে, কোন একটা ঘটনায় অত্যাচারী স্থানান্তরিত হইবেন।

যাহা হউক, ইহা কিন্তু প্রায়ই ঘটিত যে, কোন ভূস্বামী যখন স্বীয় দাসদিগের উপর নিতান্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন, তখন কতকগুলা কৃষক ধৈর্য্য হারাইয়া পলায়ন করিত। জমীদারির চারিদিকই খোলা থাকায়, সর্ব্বত্র সমভাবে তীব্র দৃষ্টি রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত, সুতরাং তখন পলায়নই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় ছিল, এবং পলায়ন-সংবাদ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই পলাতক পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরে পলাইয়া যাইতে পারিত। তবে প্রভু, অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিবামাত্রই সমগ্র দাস কৃষক পলায়ন করিত না কেন? অনেকগুলি কারণেই কৃষকেরা পলায়ন অপেক্ষা কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইত। প্রথমতঃ সকলেরই স্ত্রী এবং পরিবার ছিল, সুতরাং তাহাদিগের সকলকে লইয়া পলায়নের সুবিধা হইত না, অগত্যা এস্থলে পলায়ন করা জীবনের জন্য নিতান্ত কষ্টকর নির্ব্বাসনদণ্ডস্বরূপ বোধ হইত।

এতদ্ব্যতীত পলাতক দাসের জীবন কোন রকমেই সুখকর হইত না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাহার পুলিশের হস্তে ধরা পড়িবার, কারাগারে আবদ্ধ হইবার বা স্বীয় প্রভুর নিকট পুনঃপ্রেরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই পলায়নের ফল এতই কষ্টকর হইত যে, প্রায়ই অনেক পলাতক দাস কয়েক মাস বা কয়েক বর্ষ পরে স্বেচ্ছাক্রমে পূর্ব্ব বাসস্থানে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

পলাতক এবং ছাড়পত্রহীন ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে দুই প্রকার লোক ছিল। প্রথম—সবল যুবক কৃষকেরা প্রভুদিগের অত্যাচারে বাসগ্রাম হইতে বা নূতন সৈন্য-সংগ্রহস্থান হইতে পলাইয়া আসিত। সেরূপ পলাতকগণ প্রায়ই নূতন বাসস্থানের জন্য চেষ্টিত হইত। সাধারণতঃ দক্ষিণাঞ্চলের যেখানে শ্রমজীবীর বিশেষ অভাব ছিল, এবং যেখানকার ভূস্বামীগণ, ছাড়পত্র আছে কি না, তাহা না দেখিয়া, যে কোন আগন্তুক কৃষককে সাদরে গ্রহণ করিতেন, তাহারা তথায় গমন করিত। দ্বিতীয়—যাহারা নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ—বিধবা, এবং মৃতপত্নিক ছিল, তাহাদিগের কোনপ্রকার সাংসারিক বন্ধন না থাকায়, অন্যপক্ষে তাহারা অথর্ব্ব ও অলস হওয়ায়, কোনপ্রকার কাজকর্ম্ম করিতে পারিত না। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থযাত্রীর মূর্ত্তি ধরিত। তীর্থযাত্রীরূপে তাহারা সর্ব্বত্রই আহার পাইত এবং এমত অর্থও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইত যে, তদ্দ্বারা পুলিশের লোকেরা যাহাতে তাহাদিগকে না ধরে, তজ্জন্য তাহাদিগকে উৎকোচ দিতে পারিত। রুষীয়ায় এপ্রকার উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বেশ সুবিধা ছিল এবং এখনও বর্ত্তমান। রুষীয়ায় বহুসংখ্যক মঠ আছে, এবং সেখানে যে কোন আগন্তুক অনায়াসে তিনদিন বাস করিতে পারে। তাহারা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে, তথায় তাহার কোন সংবাদ লওয়া হয় না এবং যাহারা সেই সকল মঠের কোন শ্রমসাধ্য কাজ করে, তাহারা আরও কিছুদিন থাকিতে পায়। ইহার পর নগরের বণিকেরা ভিক্ষাদানকে আত্মার মুক্তিলাভের নিতান্ত উত্তম উপায় জ্ঞান করেন। এবং সর্ব্বশেষে গ্রামসমূহে তীর্থযাত্রীরা গমন করিলে, নিশ্চয়ই তাহারা সাদরে গৃহীত হয় ও আহার পায়, এবং যতদিন না তাহারা চুরি করে, বা তীর্থযাত্রীর পক্ষে অকর্ত্তব্য কোন কাজ করে, ততদিন তথায় থাকিতে পারে। যাহারা কেবলমাত্র সামান্য আহারে তুষ্ট হইত, এবং পর্য্যটক-জীবনের কষ্ট সম্ভোগ করিতে সম্মত হইত, তাহাদিগের পক্ষে উক্ত উপায়ই যথেষ্ট হইত। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক উচ্চাকাঙ্খাযুক্ত এবং অধিক চতুর ছিল, তাহারা প্রাচীন রিচুয়ালিষ্ট এবং সেকটেরিয়ান নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট বুদ্ধি খাটাইয়া, অধিক সফলতা লাভ করিত।

অগ্নিপ্রদান এবং হত্যাসাধনই কৃষকদিগের আত্মরক্ষার শেষ উপায় ছিল। অগ্নিপ্রদান কতদূর চলিত ছিল, তাহার কোন একটা বিশ্বস্ত তালিকা পাওয়া যায় না। হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে আমি একটী প্রয়োজনীয় তালিকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি বলিতে পারি যে, অগ্নিপ্রদান বা হত্যার সংখ্যা নিতান্ত অধিক হইত না। রুষীয় কৃষকগণ নিতান্ত ধৈর্য্যশীল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ কষ্টসহিষ্ণু থাকায়, এবং সমধিকসংখ্যক ভূস্বামী বাস্তবিক নিতান্ত নিষ্ঠুর পিশাচের মত ছিলে না বলিয়াই তাহা তত অধিক ঘটিত না। কোনস্থলে সেরূপ ঘটনা হইলে, রাজপক্ষ হইতে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং অপরাধীদিগকে অতীব কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইত, কিন্তু তাহারা যে নিগৃহীত হইয়া সেরূপ কাণ্ড করিত, সে দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হইত না। অন্যপক্ষে (যেস্থলে কেবল ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাদান জন্য কোন কৃষক, প্রভুর বাটীতে অগ্নিপ্রদান বা প্রভুকে হত্যা করিত না, সেস্থল ব্যতীত) কৃষকেরা সেই "হতভাগ্য" অপরাধী কৃষকগণের প্রতি গোপনে সহানুভূতি প্রদর্শন করিত এবং যাহারা মীরের মঙ্গলকামনায় উক্ত কার্য্যের জন্য প্রাণদান করিত, তাহারা বহুকাল ধরিয়া, তাহাদিগের নাম স্মরণ করিত।

দাসদিগের কথা বলিতে গিয়া, আমি এ পর্য্যন্ত কেবল মীরের বা গ্রাম্যমণ্ডলীর সভ্যগণের অর্থাৎ কেবল কৃষক দাসগণের কথাই বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ইহারা ব্যতীত ভোরোভুই অর্থাৎ সাংসারিক দাস নামে যে আর একশ্রেণীর দাস ছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

দাস বলিলে, সহজ কথায় যেমন বুঝায়, ভোরোভুইগণ সেরূপ ছিল না, তাহারা সাংসারিক ক্রীতদাস ছিল। যাহা হউক, এই "সাংসারিক ক্রীতদাস" কথাটা যখন রুষীয়দিগের কর্ণে শুনিতে বড়ই মন্দ লাগে, তখন এ নামে ইহাদিগকে অভিহিত না করাই আমাদিগের পক্ষে ভাল। আমরা ইহাদিগকে "ভৃত্য" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "ভৃত্য" বলিলে, যাহাদিগকে বুঝায়, ইহারা সেরূপ ছিল না। ইহারা কোনপ্রকার বেতন পাইত না, এক প্রভুকে ছাড়িয়া, অন্য প্রভুর নিকট যাইতে পারিত না, ইহাদিগের কোনপ্রকার আইনসঙ্গত স্বত্বও ছিল না, এবং চলিত বিধি ভঙ্গ না করিয়া, প্রভুগণ, ইহাদিগকে দণ্ড দিতে, ভাড়া দিতে অথবা বিক্রয় করিতে পারিতেন।

প্রভুদিগের সংসারের কাজ করিবার জন্য যত দরকার হইত, তাহার সহিত তুলনায় এই "ভৃত্য" অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রাখা হইত, এবং সেই জন্যই ইহারা নিতান্ত অলস হইয়া যাইত; * কিন্তু কৃষকেরা এই শ্রেণীভুক্ত হইলে, আপনাদিগকে নিতান্ত হতভাগ্য জ্ঞান করিত, কারণ এইসূত্রে মণ্ডলীর জমির উপর তাহাদিগের যে স্বত্বাধিকার ছিল, তাহা এবং তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, ভূস্বামীগণ প্রায়ই সবল লোকদিগকে সংসারিক দাসপদে নিযুক্ত করি-

---

* যে সকল ভূস্বামী বাদ্যকরসম্প্রদায় বা বহুল শিকারী কুকুর প্রভৃতি রাখিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা কয়েক শত পরিমিত সাংসারিক দাস নিযুক্ত করিতেন।

তেন না। স্বাভাবিক বৃদ্ধির আইনসঙ্গত বা বেআইনী উপায়ে এই শ্রেণীর সংখ্যা সমান রাখা হইত; এবং কোন কৃষক স্বীয় অনাথ পুত্রকন্যাকে রাখিয়া মরিলে, এবং তাহার কোন আত্মীয় না থাকিলে, অথবা কেহ তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে না চাহিলে, তাহাদিগকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হইত। এই শ্রেণীকে খিদমদগার, পরিচারিকা, পাচক, শকটচালক, আস্তাবলের ভৃত্য, এবং মালীরূপে এবং অনেক বুড়াবুড়ীকে অনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত ও যাহাদিগের পুত্রকন্যা ছিল, তাহারা সাধারণ সাংসারিক ভৃত্য ও কৃষকদিগের মধ্যস্থ কোন পদে নিযুক্ত থাকিত। একপক্ষে তাহারা প্রভুর নিকট হইতে খোরাকির জন্য মাসিক এবং পোষাকের জন্য বার্ষিক বৃত্তি পাইত এবং তাহারা প্রভুর বাটীর খুব নিকটেই বাস করিতে বাধ্য হইত, কিন্তু অন্যপক্ষে তাহাদিগের প্রত্যেকে এক একটী স্বতন্ত্রবাটী বা ঘর, এক খণ্ড কপীসাকের বাগান, এবং শণ প্রস্তুতের জন্য একখণ্ড সামান্য জমি পাইত। অবিবাহিতগণ সাধারণ সাংসারিক ভৃত্যদিগের মত থাকিত।

ভূস্বামীদিগের অধিকারভুক্ত সমস্ত দাসের মধ্যে শেষ সংখ্যাগ্রহণের তালিকামত সংসারিক দাসের সংখ্যা শতকরা ৬·৭৯ * ছিল, এবং তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, কারণ উক্ত সংখ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে যে সংখ্যা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে মোট সংখ্যা শতকরা ৪·৭৯ ছিল, এমত দেখা যায়। এই তথ্যটী আরও প্রকাশ করিতেছে যে, উক্ত সময়ে দাস কৃষকের সংখ্যা ২০৫৭৬২২৯ হইতে কমিয়া ২০১৫৮২৩১ জন হয়।

আমি যে বিষয়টী বর্ণনা করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে সামান্যরূপে বর্ণনা না করিয়া, অতিরিক্তভাবেই বর্ণিত করিতে সক্ষম হইয়াছি, সুতরাং এইস্থলে এই সুদীর্ঘ অধ্যায়টী সমাপ্ত করিতে চাই। আমি এই দাসত্বপ্রথার একএকটা বিভৎসকাণ্ডের উল্লেখ না করিয়া, ইহার আদিম এবং সাধারণ অবস্থাই বিবৃত করিলাম। ইহার বিভৎসকাণ্ডসম্বন্ধীয় এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি যে, তদ্দ্বারা অনেকগুলি হৃদয়োত্তেজক নবন্যাস লিখিত হইতে পারে, কিন্তু আমি সেগুলি উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম, কারণ আমার বিশ্বাস যে, কোন দেশের ফৌজদারী অপরাধগুলির দ্বারা সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা জানা যায় না। মনে

---

* যে সময়ে মুক্তিদান করা হয়, সে সময়ের সমস্ত ভূস্বামীর অধীনস্থ

দাসসংখ্যা	২১৬২৫৬০৯
কৃষক দাসসংখ্যা	২০১৫৮২৩১
সাংসারিক দাসসংখ্যা	১৪৬৭৩৭৮

ট্রইনিস্কির "ক্রিপোসনই নাসেলেনি ভি রোসী", ৫৭ পৃষ্ঠা। পূর্ব্বে যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এই তালিকার মিল না হইবার কতক কারণ এই যে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পর জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং অন্য কতক কারণ এই যে, তালিকাগ্রহণ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের ভ্রম হইয়াছে।

করুন, একজন গ্রন্থকার, স্ত্রী-স্বামীত্যাগের আদালতের ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের পারিবারিক জীবনের বর্ণনা করিলে কেমন হয়! সেরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করা অবশ্যই সকললোকের চক্ষেই অবিশ্বাস্য এবং বিসদৃশ বোধ হইবে, এবং কোন গ্রন্থকার রুষীয়ার দাসত্বপ্রথা বর্ণনার জন্য যদি কেবলমাত্র উক্ত নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক অত্যাচার-উৎপীড়নের উল্লেখ করেন, (সেরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন অবশ্যই হইত বটে, কিন্তু সাধারণ্যে নহে) তাহা হইলে, তাঁহার সেই বর্ণনা তদপেক্ষা অধিক অন্যায় হইবে না। আমার অনুমান যে, অধিকাংশ বিদেশীয়ই দাসত্বপ্রথা সম্ভূত অত্যাচার-উৎপীড়ন অতিরঞ্জিতরূপে বিশ্বাস করিতে চাহেন, সুতরাং এস্থলে উক্ত প্রকার বিভৎসকাণ্ডের উল্লেখ করিলে, আমি কেবলমাত্র তাঁহাদিগের সেই শোচনীয় ধারণার সহায়তা করিব মাত্র। বর্ত্তমানে তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, আমি দাসত্বপ্রথার দোষ সংগোপন জন্য বা সেই প্রকার গুরুতর কুফলগুলিকে সাধুভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ভূস্বামীগণের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের কথা এস্থলে প্রকাশ করিলাম না, কেহ যেন এমত মনে না করেন। এমত কোন লোকশ্রেণী নাই, যাঁহারা অপপ্রয়োগ না করিয়া, সেরূপ অসীম যথেচ্ছ ক্ষমতা চালনা করিতে পারেন, * এবং এমত কোন লোকশ্রেণীও নাই, যাহারা সেই অসীম যথেচ্ছ ক্ষমতার শারীরিক, নৈতিক এবং আর্থিক বিষময় ফলভোগ না করিয়া, তদধীনে দীর্ঘকাল বাস করিতে পারে। কিন্তু ইহাও অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে যে, সেই দাসত্বপ্রথার দ্বারা যে, কেবল দাস কৃষকদিগেরই অমঙ্গল হয়, এমত নহে, ভূস্বামীগণেরও অলক্ষ্যে অশুভ সাধিত হইত। রুষীয়ার গ্রামবাসী ভূস্বামীগণের মধ্যে যে নৈতিক অবনতি এবং শিক্ষাজ্ঞানগত ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইত, তাহা দাসত্বপ্রথার দ্বারা সৃষ্ট না হইলেও দাসত্বপ্রথা তাহা অব্যাহতভাবে রক্ষা করিবার সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। এককথায় দাসত্বপ্রথাই নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতির প্রধান অবরোধক ছিল, সুতরাং পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবর্ণিত নৈতিক চৈতন্যপ্রাপ্তির সময়ে এই দাসত্বপ্রথার যে তিরোধান প্রশ্ন সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হয়, তাহা অবশ্যই স্বাভাবিক বলিতে হইবে।

---

* যে সকল ভূস্বামীকে পদচ্যুত করা হইত অর্থাৎ যে সকল ভূস্বামী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিতেন বলিয়া, তাঁহাদিগের জমীদারী কিউরেটার নামক রাজপুরুষগণের তত্বাবধানে রক্ষা করা হইত, ১৮৫৯ সালে সেরূপ জমীদারীর সংখ্যা ২১৫টী ছিল। মিঃ এন, এ, মিলুটীন যে, রাজকার্য্যালয়ের হস্তলিখিত কাগজপত্র আমাকে প্রদর্শন করেন, তদ্দৃষ্টে উক্ত তালিকা আমি জ্ঞাত হই।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

দাসদিগকে মুক্তিদান।

প্রশ্ন উপস্থিত করণ—প্রধান সমিতি—লিথুয়ানীয়া প্রদেশের উচ্চবংশীয়গণ—উচ্চবংশীয়গণের নিকট জারের ইঙ্গিতে মত প্রকাশ—মুদ্রাযন্ত্রসমূহের আগ্রহ-উদ্যম—ভূস্বামীগণ—রাজনৈতিক আকাঙ্খা সকল—অবাধা প্রাপ্তি—রাজপক্ষ—সাধারণ মতবাদ—যোত্রহীন নিঃস্বজনমণ্ডলী সৃষ্টির ভয়—প্রাদেশিক সমিতিনিচয়—ব্যবস্থাকরণ জন্য তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতি নিয়োগ—প্রশ্নের পরিপক্কতা—প্রদেশীয় প্রতিনিধিগণ—অসন্তোষ এবং প্রতিবাদ—রাজকীয় মন্তব্য—আইনের মূলনীতিসূত্র—দাসদিগের ভ্রান্ত আশা এবং আশাহীনতা—শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত মধ্যস্থগণ—একটা বিশেষ ঘটনা—মুক্তিদান—কে মুক্তিদান করিল?

রুষীয় সাম্রাজ্যের সাধারণ শাসনকার্য্যের বা যে কোন বিষয়ের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, কেবল স্বেচ্ছাচারী সম্রাট নিজেই সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, রুষীয় রাজনীতির ইহাই মূলনীতিসূত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জন্যই দাসদিগকে মুক্তিদান নিমিত্ত যে, রাজ্যের সর্ব্বত্র ইচ্ছা দৃষ্ট হইতে থাকে, সম্রাট নিজে যতদিন না এসম্বন্ধে স্বীয় অভিমতি ব্যক্ত করেন, ততদিন কেহই প্রকাশ্যরূপে এসম্বন্ধে মতবাদ জ্ঞাপন করিতে পারেন না। শিক্ষিতশ্রেণী কোন একটা শুভ লক্ষণের জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, এবং তাঁহারা শীঘ্রই সেই লক্ষণ দেখিতে পান। পাশ্চাত্য রাজগণের সহিত সন্ধিবন্ধন সমাধার পর সম্রাট সেই শান্তিসূচক সংবাদ প্রচার জন্য যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন, তাহার কিছু দিন পরে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে মস্কাউনগরীতে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মার্স্যাল অর্থাৎ নেতাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সম্রাট বলেন যে, "যে একটা ভ্রান্ত গুজব চলিত হইয়াছে, তন্নিবারণ জন্য আমি আপনাদিগের সমক্ষে ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, বর্ত্তমানে দাসত্বপ্রথাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিবার আমার ইচ্ছা নাই; ইহাও আপনারা নিশ্চিন্ত জানেন যে, যেভাবে এক্ষণে দাসদিগকে রক্ষা করা হইতেছে, তাহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় নিশ্চয়ই রাখা যাইতে পারে না। দাসত্বপ্রণালী, আপনার বলে নিম্ন হইতে যতদিন না তিরোহিত হয়, ততদিন অপেক্ষা না করিয়া, ইহাকে উপর হইতেই উঠাইয়া দেওয়া ভাল। মহাশয়গণ, কিরূপে এই প্রথা রহিত করা যাইতে পারে, আপনাদিগকে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য এবং উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর বিবেচনার জন্য আমার এই কথাগুলি তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।"

উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মনের ভাবটা কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য এবং

তাঁহারা যাহাতে স্বেচ্ছাক্রমে এ সম্বন্ধে কোন একটা প্রস্তাব উপস্থিত করেন, সেরূপ চেষ্টার নিমিত্ত এই কথাগুলি বলা হয়, এমত প্রকাশ। যদি বাস্তবিকই সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল এমত বোধ হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য প্রার্থনীয় ফল প্রসব করে না। মস্কাউর উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হৃদয়ে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিবার আগ্রহ আদৌ ছিল না, এবং যাঁহারা বাস্তবিক দাসত্বপ্রথা উঠাইবার পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা ভাবেন যে, সম্রাট যেভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা নিতান্ত অস্ফুট এবং তিনি যে বাস্তবিক এই প্রথা উঠাইয়া দিতে অভিলাষী, তাঁহার উক্তির দ্বারা তাহা ততটা প্রকাশ পাইল না। উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা দেশ মধ্যে যে উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাহা শীঘ্রই লোপ পাইয়া যায়, এবং বহুদিন যাবৎ এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করায়, অনেকে ভাবে যে, এ প্রশ্নটী বুঝি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিদ রাখা হইল। সে সময়ে প্রকাশ পায় যে, "সম্রাটের ইচ্ছা ছিল যে, এই প্রশ্ন তুলেন, কিন্তু ভূস্বামীগণ এ বিষয়ে বিরাগ এবং বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিতে থাকায়, সম্রাট ভীত হইয়া, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন।"

বাস্তবিক সম্রাট ভরসাহীন হইয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার "মস্কাউবাসী বিশ্বস্ত উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তগণ" (তিনি নিজে আপনাকে যে মস্কাউর উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর একজন সভ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন), অবিলম্বে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, এবং প্রাচীন রাজধানীই (মস্কাউ) সর্ব্বাগ্রে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিয়া গৌরবার্জ্জন করিবে। মস্কাউ যদি সেরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশ তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তিনি এই সময়ে জানিতে পারিলেন যে, যে মূলনীতিসূত্রানুসারে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে, সেই মূলনীতিসূত্র তাঁহাকেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, সুতরাং সম্রাট সেই উদ্দেশ্যে এক গুপ্ত সমিতি নিয়োগ পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণকে সেই সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত করেন।

পরে সেই সমিতি "কৃষকদিগের বিষয় সম্বন্ধীয় প্রধান সমিতি" নামে অভিহিত হয়। সেই সমিতি ছয়মাস কাল এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক সকল বিষয়ের আলোচনা করেন। দাসদিগকে মুক্তিদান করিবার লক্ষণটা রুষীয়ায় অবশ্যই তখন নূতন বলিয়া দৃষ্ট হয় নাই। ২য়া ক্যাথারাইনের শাসন সময় হইতে দাসদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন জন্য রাজপক্ষ বরাবরই চেষ্টা করিয়া আইসেন, এবং একাধিকবার সমস্ত দাসসাধারণকে মুক্তিদানের কল্পনাও উপস্থিত করা হয়। যদিও সেই চেষ্টার দ্বারা অতি সামান্যমাত্র প্রত্যক্ষ ফল দর্শে, কিন্তু তদ্দ্বারা এই মুক্তিদান প্রশ্নটী পরিপক্ক করিবার এবং এতৎসম্বন্ধীয় যে কতকগুলি মূলনীতিসূত্ররূপ ভিত্তির উপর সমস্ত ভবিষ্য প্রস্তাব নির্ভর করিবে, সেই মূলনীতিসূত্রও সৃষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সেই মূলনীতিসূত্রগুলির মধ্যে প্রধান সূত্র ধার্য্য হয় যে, যাহাতে কৃষকদিগকে ভূস্বত্ব হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হইবে, এবং তাহাদিগকে আপন ইচ্ছাক্রমে যথেচ্ছ

থাইতে দেওয়া হইবে, তাহাদিগের স্বাধীনতাদানমূলক এমত কোন প্রস্তাবেই সম্রাট সম্মতি দিবেন না; কারণ সেরূপ করিলে, রাজপক্ষের করসংগ্রহের বিষম বাধা এবং কৃষকসাধারণের মধ্যে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হইবে। সেই মূলসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাও যোগ করিয়া দেওয়া হয়; কৃষকসাধারণে যাহাতে যথেচ্ছ উঠিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য যদি কঠোর বিধি প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে কৃষকদিগের বাস জন্য গ্রামের অতি নিকটেই তাহাদিগকে ভূমিদান করা দরকার, নতুবা তাহারা পুনরায় নিশ্চয়ই ভূস্বামীদিগের ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়িবে, এবং সেইসূত্রে এক নূতনপ্রকার অতি জঘন্য দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু কৃষকদিগকে যে ভূমিদান করিতে হইবে, জমীদারদিগের নিকট হইতেই সেই ভূমি লইয়া দিতে হইবে; কিন্তু অনেকে সেই প্রস্তাবটী পবিত্র স্বত্বাধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য করেন। কেবল এই জমিদান প্রশ্নের গোলযোগের জন্যই ইতিপূর্ব্বে সম্রাট নিকোলাস দাসত্বপ্রথা নিবারণ নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। উক্ত সমিতির মধ্যে যে সকল সভ্য নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বড় বড় জমীদার ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা এই প্রশ্নকে অতি গুরুতর জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

যাহাতে সমিতির কার্য্য নিরাপদে শীঘ্র শীঘ্র সমাধা হয়, সেই উদ্দেশ্যে গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনকে উক্ত সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিশেষরূপে আগ্রহ এবং শ্রম করিলেও উক্ত সমিতি প্রার্থনীয়মত উদ্যম-উৎসাহ প্রকাশ করেন না, সুতরাং তখন একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন জন্য আজ্ঞা দেওয়া হয় এবং শীঘ্রই তাহা করিবার শুভ সুযোগ ঘটে।

লিথুয়ানীয়া প্রদেশের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীগণ জাতিতে পোল ছিলেন, তাঁহাদিগের অধীনস্থ কৃষকগণের নিতান্ত শোচনীয় দশা দর্শনে সম্রাট নিকোলাসের শাসনকালে এক বিধির দ্বারা দাসাধ্যক্ষদিগের স্বেচ্ছাচারক্ষমতা হ্রাস, সেই বিধির মধ্যে প্রভু এবং দাসদিগের দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট এবং নিয়মিত করিয়া দেওয়া হয়। সেই বিধিতে সকলে মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, সুতরাং জমীদারগণ এই সময়ে প্রস্তাব করেন যে, সেই বিধি সংস্কার করা হউক। ভূস্বামীগণ, দাসদিগকে মুক্তিদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, রাজপক্ষ কতকটা বলপূর্ব্বক এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, জমীদারদিগের সেই প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপক সম্রাটের এক আদেশপত্র প্রচার করেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এতৎসম্বন্ধীয় একটা নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সমিতি স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। * সম্রা-

---

* এই প্রসিদ্ধ আদেশপত্রখানি "নাজিমফের প্রতি আদেশপত্র" নামে বিদিত। কথোপকথনকালে আমি যতদূর ভদ্রতা এবং সভ্যতা প্রকাশ সম্ভব, ততদূর ভদ্রতা করিয়া একাধিকবার জেনেরল নাজিমফের নিকট হইতে এই সময়ের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

শাসন থাকিলেও শিক্ষিতশ্রেণীর অনেকেই ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক গ্রন্থ এবং সংবাদপত্র সমূহ পাঠ করিতে সক্ষম হইতেন, এবং সেই সূত্রেই তাঁহারা বিধিতন্ত্রশাসনের অসীম প্রশংসা করিতে শিক্ষিত হয়েন। তাঁহারা ভাবেন যে, বিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালীর দ্বারা সমগ্র রাজনৈতিক কুফলগুলি বিদূরিত হইবে, এবং সহস্রবর্ষব্যাপী রাজনৈতিক শুভদিনের সৃষ্টি হইবে। এবং সেই বিধিতন্ত্রশাসনপ্রণালী যেমন সচরাচর হইয়া থাকে—বিবাদমান রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকের স্বার্থ সম্বন্ধে যেমন একটা রফা করিয়া, সৃষ্টি করা হয়, সেরূপ করা হইবে, রাজনৈতিক বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশেষ চিন্তার সহিত নূতন শাসনপ্রণালী সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং তাহা এরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে যে, জাতির সকল শ্রেণীই আপন ইচ্ছায় সাধারণের মঙ্গলসাধন জন্য লিপ্ত হইবেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুখময় যুগের সূচনাস্বরূপ এই দাসদিগের মুক্তিদানকেই প্রথমে ধরা হয়। উচ্চবংশীয় জমীদারগণ, দাসদিগের উপর তাঁহাদিগের যে ক্ষমতা আছে, তাহা আপন ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিবেন এবং পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাজ্যের বিধিতন্ত্রশাসনপ্রণালী পাইবেন, এমত অনুমিত হয়।

যাহা হউক, সে সময়ে প্রাচীনতন্ত্রের এমত অনেক উচ্চবংশীয় জমীদারও ছিলেন, যাঁহারা এই সকল নূতন আকাঙ্খা এবং নূতন কল্পনার প্রতি আদৌ সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। এই মুক্তিদান প্রশ্নোত্থাপন করায়, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অন্য একপ্রকার চিন্তার উদয় হয়। জমীদারী ভিন্ন তাঁহাদিগের আয়ের আর কোন উপায় ছিল না, এবং দাস শ্রমজীবীদিগের সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তির কাজ চলিতে পারে, তাঁহারা এমত ধারণাও করিতে পারিতেন না। কঠোর তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও কৃষকেরা যখন এত অসতর্ক এবং অলস, তখন প্রভুদিগের অধীনে না থাকিলে তাহারা কি না করিবে? কৃষিকার্য্যের আয় এখনই যখন এত কম হইয়াছে, বেতন ব্যতীত যখন কেহ কাজ করিতে চাহিবে না, তখন এই আয় কতই না কমিয়া যাইবে? কেবল ইহাই শেষ কুফল নহে, কারণ সম্রাটের আদেশপত্রে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, এইসূত্রে ভূমিসম্বন্ধীয় প্রশ্নও উঠিবে, এবং মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদিগকে প্রত্যেক জমীদারির সমধিকাংশ অন্ততঃ কিছুকালের জন্য প্রদান করা হইবে।

যে সকল ভূস্বামী, দাসত্বপ্রশ্নটী উপোরোক্ত প্রকার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মুক্তিদানটা নিশ্চয়ই প্রার্থনীয় বোধ হয় না, কিন্তু উপরোক্ত প্রকার বিপদভীতি উপস্থিত হইলে, ইংরাজ ভূস্বামীগণের মনোভাব যেরূপ হয়, তাঁহাদিগের মনোভাবও ঠিক সেইমত হইয়াছিল, আমরা যেন এমত মনে না করি। ইংলণ্ডে কোন পৈত্রিক ভূসম্পত্তির মূল্য বাজারে যত হয়, পরিবারের পক্ষে তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বিবেচিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ভূসম্পত্তি অবিভাজ্য বিবেচিত হয়, এবং সেই ভূসম্পত্তির কোন অংশ আচ্ছিন্ন হইলে, তাহা পারিবারিক অতীব দুর্ভাগ্য বিবে-

চিত হয়। রুষীয়ায় ভূসম্পত্তিকে সেরূপ কোন সম-পবিত্রমূলক জ্ঞান করা হয় না, এবং যে কোন সময়েই সেই ভূসম্পত্তি খণ্ড বিখণ্ড করিতে পারা যায়, এবং সে জন্য পারিবারিক কোন দুর্ণামও ঘটে না। বাস্তবিক রুষীয়ার সাধারণ বিধি এই যে, যদি কোন ভূস্বামী কেবল একটীমাত্র ভূসম্পত্তি এবং কতিপয় পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ভূসম্পত্তিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া, সকল উত্তরাধিকারীকেই দেওয়া হয়। এমন কি আর্থিক ক্ষতি-সম্ভাবনা-ভীতির দ্বারা ইংরাজেরা যতটা ভীত হন, রুষীয়গণ সে বিষয়েও তত ভীত হন না। যাঁহারা আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র কিছুমাত্র রাখেন না, এবং কাল কি হইবে, ইহা যাঁহারা ভাবেন না, তাঁহারা ভাল বিষয়েই হউক আর মন্দ বিষয়েই হউক, যাঁহারা আয় বুঝিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে তত আপত্তি করেন না।

যাহা হউক, রুষীয় ভূস্বামীগণের চরিত্রের এরূপ বিচিত্রতা থাকিলেও উক্ত প্রশ্নসম্বন্ধে অসন্তোষ এবং ভয় যে, বাহুল্যরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি রুষীয়গণও তাঁহাদিগের জমি এবং আয়ের একাংশ ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহে না। যাহা হউক, কোনপ্রকার আপত্তি ও প্রতিবাদ উপস্থিত করা হয় না। যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিবাদ দ্বারা স্বার্থপর এবং অদেশহিতৈষীরূপে গণ্য হইতে লজ্জিত হয়েন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, সম্রাট মনে করিলেই মুক্তিদান করিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদিগের আপত্তির ফলস্বরূপ সম্রাট তাঁহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, অথচ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোন সুবিধা পাওয়া যাইবে না। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, নিম্নেও বিপদ বিরাজমান, সুতরাং নিষ্ফল বাধাদান করা, বারুদগুদামে দেশলাই লইয়া খেলাকরার সমান হইবে। দাসেরা পূর্ব্বেই আশা করিয়া আছে, এবং তাহারা শীঘ্রই জানিবে যে, জার তাহাদিগকে মুক্তিদান করিতে অভিলাষী, সুতরাং তাহারা যদি সন্দেহ করে যে, ভূস্বামীগণ, জারের সেই সদয় ইচ্ছা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে, তাহারা সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দিবে। অনেক ভীতু লোকের মনেই ইতিপূর্ব্ব হইতে দাস কৃষকদিগের দ্বারা হত্যাকাণ্ডের ভয় দেয়া দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সকল শ্রেণীর ভূস্বামীই বলিতে থাকেন যে, যদিই এই কার্য্যসাধন করা হয়, তাহা হইলে শাসনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা না হইয়া, ভূস্বামীগণের দ্বারাই হওয়া কর্ত্তব্য। যদি উচ্চবংশীয় জমীদারদিগের দ্বারা এই মুক্তিদান-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, ভূস্বামীদিগের স্বার্থের প্রতি রীতিমত দৃষ্টিদান করা হইবে, কিন্তু যদি ইহা শাসনবিভাগের দ্বারা ভূস্বামীগণের অভিমতি এবং সাহায়তা না লইয়া সাধিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বার্থের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হইবে না, এবং সেই সূত্রে অনিবার্য্য অর্থগ্রাস এবং উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যায় কার্য্য হইতে থাকিবে। এই মতানুসারে নানাপ্রদেশের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর কর্ম্মচারী ও সমাজগুলি ক্রমান্বয়ে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে, উপস্থিত

প্রশ্নটী বিবেচনার জন্য সমিতি নিয়োগ করিবার অনুমতি দেওয়া হউক এবং তদনুসারে যে যে প্রদেশে দাসত্বপ্রথা চলিত ছিল, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সেই সেই প্রদেশেই উক্ত সমিতি স্থাপন করা হয়।

এইরূপে উক্ত প্রশ্নটীর শেষ মীমাংসার ভার প্রকাশ্যরূপে উচ্চবংশীয় সম্রান্তশ্রেণীর হস্তে অর্পণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিধি প্রস্তুত জন্য নহে, কেবলমাত্র পরামর্শদান জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হয়। কিরূপ প্রণালীতে মুক্তিদান করা হইবে, রাজপক্ষ যে কেবল তাহার মূলনীতিসূত্রগুলি ধার্য্য করিয়া দেন, এবং বিধি প্রণয়ন কার্য্যের উপর অবিশ্রান্ত শক্তি চালনা করিতে থাকেন এমত নহে, সমিতিসমূহ যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, সম্রাট তাহা পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, স্বহস্তে এমত ক্ষমতাও রক্ষা করিয়াছিলেন।

উক্ত মূলনীতিসূত্রানুসারে স্থির করা হয় যে, দাসদিগকে ক্রমশঃ মুক্তিদান করা হইবে, সুতরাং তাহারা কিছুকালের জন্য ভূমির সহিত পূর্ব্ব সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ এবং ভূস্বামীদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। সেই পরিবর্ত্তন সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবার পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে তাহারা নগদ টাকাদান বা শারীরিক শ্রম করিয়া, আপনাদিগের বসতিবাটী ও জমি ভূস্বামীর নিকট হইতে একবারে প্রাপ্ত হইবে, এবং যাহাতে পরিবারপ্রতিপালন, রাজকরদান এবং জমিদারের দায়িত্বপালন করিতে পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত এক এক খণ্ড জমিতে তাহারা অস্থায়ী স্বত্ব পাইবে। তাহারা বাটী ও বাগানের জন্য যে টাকা দিবে বা শ্রম করিবে, তাহার উপর এই জমির বিনিময়ে বার্ষিক খাজানাস্বরূপ নগদ টাকা, উৎপন্ন দ্রব্য দিবে বা শারীরিক শ্রম করিবে। উক্ত পরিবর্ত্তন সময় অতীত হইলে পর কি করা হইবে, রাজপক্ষ এ সময়ে তাহা একটা পরিষ্কার কিছুই স্থির করেন না। হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, ততদিনে ভূস্বামীগণ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগণ নিজেই একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবে, এবং তখন কেবলমাত্র একটা আইন করিয়া দিলেই চলিবে। সম্পূর্ণরূপে সমস্ত সংস্কার করা, একেবারে সকল জল বাহির করিয়া দিবার মত। কেবল আশু প্রত্যক্ষ অভাবগুলি মোচন জন্যই উক্তপ্রকার মূলনীতিসূত্র ধার্য্য হয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই যে সেই মূলনীতিসূত্র সম্পূর্ণ অন্যবিধ মূর্ত্তি ধারণ করে, সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিদান করিলেই আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি।

দাসত্ব-প্রশ্ন সমালোচিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কারসম্বন্ধীয় উচ্চাকাঙ্খাগুলি নিতান্ত অস্ফুট ছিল, সুতরাং সেই সূত্রে সংস্কারাকাঙ্খী সকল লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্যমত বিরাজ করিত। শিক্ষিতশ্রেণী ভাবেন যে, রুষীয়ার পক্ষে অবিলম্বেই পাশ্চাত্য প্রদেশের সমস্ত উদারনীতি অবলম্বন এবং উদার অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণ করা কর্ত্তব্য, কারণ সেইগুলির অভাবেই রুষীয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ আসিয়া দেখা দেয়। যে সময়ে সমগ্র সাময়িক এবং সংবাদপত্র সমস্বরে বলিতে থাকে যে, উদারতামূলক

যে কোন নীতি এবং অনুষ্ঠান অবলম্বন করাই রুষীয়ার অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সময়ে কয়েকজন এরূপ মতবাদ ব্যক্ত করিয়া সকলকে সতর্ক করিতে থাকেন যে, যে সকল নীতি বা অনুষ্ঠান "উদার" নামে বিদিত, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অতি প্রাচীন এবং অসার। রুষীয়ার পক্ষে অন্ধের ন্যায় অন্যান্য সকল জাতির অনুকরণ করা উচিৎ নহে, বরং অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লাভ করা বিহিত এবং অন্যান্য জাতি যে যে ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়াছে, রুষীয়া যাহাতে সেই সেই ভ্রান্তিকূপে পতিত না হয়, এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উক্ত নবীন শিক্ষকদিগের মতানুসারে উক্ত ভ্রান্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভ্রান্তি এই যে, আত্যন্তিক ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে—অন্য কথায় প্রাচীনতন্ত্রের বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্‌গণ যাহাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বাধাদান না করাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, সেই নীতিসূত্রই প্রবলরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। সে সময়ে বলা হয় যে, পাশ্চাত্যে এক্ষণে সেই ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রতিহত প্রতিযোগিতা ভয়ানক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই নীতিসূত্র দ্বারাই দুর্ব্বলদিগের নিগ্রহভোগ, ধনীদিগের অত্যাচার, এবং কয়েকজনের উপকারার্থ লোকসাধারণের নির্ধনতা এবং ক্ষুধার্ত্ত ভয়াল নিঃস্ব জনমণ্ডলীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে! ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীল লোকগণ ইহা ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছেন। সেই প্রাচীন দেশ সমস্তই যখন সেই অশুভগুলি একেবারে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন রুষীয়ার পক্ষেও তাহাদিগের মত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। রুষীয়া এখনও সবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে মাত্র, সুতরাং প্রার্থনীয় প্রদেশে গমনের প্রত্যক্ষ সহজ পথ যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন স্বেচ্ছাক্রমে বহুকাল ধরিয়া মরুভূমিতে ঘূরিয়া বেড়ান রুষীয়ার পক্ষে নিতান্ত পাগলামী ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইবে।

উক্ত নূতন মতবাদ এই সময়ে কিরূপ প্রাবল্য বিস্তার করিয়াছিল, পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে আমি যাহা বর্ণনা করিরাছি, তাহা পুনরায় বিবর্ণিত করিতে হইলেও আমি এস্থলে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন জ্ঞান করিতেছি। রুষীয়গণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নগুলি একপ্রকার বিচিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহা আমি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তাহারা কেবলমাত্র গ্রন্থ পাঠ দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকায়, স্বভাবতই গ্রন্থ মধ্যে লিখিত তথ্যগুলি সমধিক গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে, আমরা কিন্তু সেগুলি অতিরঞ্জিতরূপে দেখিয়া থাকি। যখন কোন একটা প্রয়োজনীয় বা সামান্য প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা দার্শনিক মূলনীতিসূত্রসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করে, এবং নিকটে যে ক্ষুদ্র জিনিসটী থাকে, তৎপ্রতি কম মনোযোগ দান করিয়া, ভবিষ্যের দূরবর্ত্তী প্রান্তে যে বড় জিনিস দেখিতে পায়, সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দেয়। এবং যখন তাহারা কোন রাজনৈতিক সংস্কার কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখন সে বিষয়ের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্তের পরীক্ষা করিয়া দেখে। সংস্কারকালে কোনপ্রকার পরম্পরাচলিত কুসংস্কার দ্বারা অথবা পরম্পরা

চালত কোনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রণালীর দ্বারা তাহারা চালিত হয় না, সুতরাং তাহারা রাজনৈতিক দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত অবলম্বনেই সংস্কার সাধন করিতে থাকে।

উক্ত কথাগুলি মনে রাখিয়া, এক্ষণে দেখা যাউক, এই মুক্তিদানপ্রশ্নটী তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে গৃহীত হয়। নিঃস্ব জনমণ্ডলীকে একটা বিভীষণ রাক্ষসরূপে জ্ঞান করা হইত এবং সেই রাক্ষসটা পাশ্চাত্য য়ুরোপের সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে উদ্যত এবং প্রবল বাধাদান না করিলে, সেই রাক্ষসটা যে কোন মুহূর্ত্তে সীমান্ত পার হইয়া রুষীয়ায় আসিয়া পড়িবে, সাধারণের এমত ধারণা এবং পাঠক সাধারণের এরূপ ভীতি বর্দ্ধিত হয়। প্রজাসাধারণের মধ্যে যাঁহারা অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহারা সেই নিঃস্ব জনমণ্ডলীরূপ রাক্ষসটা যাহাতে রুষীয়ায় প্রবেশ করিতে না পারে, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদিগকে ভূমিদান এবং গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ সমিতিকে সযত্নে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করাই তাহার একমাত্র নিবারক উৎকৃষ্ট বাধা বলিয়া গণ্য করেন। সে সময়ে বলা হয়, “রুষীয়ার পক্ষে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ন্যায় সেই শোচনীয় অশুভাক্রান্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কি চিরদিনের জন্য সেই অশুভের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা বিহিত, এক্ষণে তাহা সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপস্থিত। এই সিদ্ধান্তের উপরই দেশের ভবিষ্যভাগ্য নির্ভর করিতেছে। যদি কৃষকদিগকে ভূমিদান না করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়, অথবা যে গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যেক লোককে ভূমিতে এক এক অংশে স্বত্ব দেওয়া হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা অজ্ঞাত ভবিষ্য বহু পুরুষের জন্য অমূল্য স্বত্ব সংগ্রহ হইতেছে, যদি তাহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিঃস্ব জনমণ্ডলী দ্রুতগতি সৃষ্ট হইতে থাকিবে, এবং রুষীয় কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে শ্রমকারী ইংরাজদিগের ন্যায় বাসহীন বিশৃঙ্খলাবদ্ধ পর্য্যটকরূপে পরিণত হইবে। যদি তদ্বীপরিতে তাহাদিগকে জমির উপর ন্যায়সঙ্গত স্বত্বাংশ দেওয়া হয়, এবং সেই গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতিকে সেই প্রদত্ত জমির অধিকারী করা হয়, তাহা হইতে নিঃস্ব জনমণ্ডলী সৃষ্টির বিপদ চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা রুষীয়া, সভ্যজগৎকে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে! কোনজাতিই উন্নতির পথে এরূপে বিরাট লম্ফপ্রদানে অগ্রসর হইবার সুবিধা পূর্ব্বে পায় নাই, এবং এরূপ সুবিধা আর কখনও ঘটিবে না। পাশ্চাত্যজাতিগুলি অতি বিলম্বে—অর্থাৎ কৃষকগণ, আপনাদিগের ভূস্বত্ব হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলে, এবং নগর সমূহের শ্রমজীবীগণ, মূলধনীদিগের চিরক্ষুৎধিত দুরাশাপূর্ণ করিবার জন্য বিধ্বস্ত হইলে—আপনাদিগের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যস্থ প্রশংসনীয় চিন্তাশীলব্যক্তিগণ বৃথাই তাঁহাদিগকে সতর্ক এবং সাবধান করিয়া দিতেছেন। এখন সাধারণ ঔষধে কোন ফল দর্শিবে না। কিন্তু রুষীয়া যদি বিশেষ বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত বিপদ—সমস্ত অশুভ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে। কৃষকগণ এখনও আইনসঙ্গতরূপে না হউক প্রকৃতরূপে ভূমি অধিকার করিয়া আছে, এবং নগর সমূহে এখনও নিঃস্ব জনমণ্ডলী দেখা দেয় নাই। অতএব

বর্ত্তমানে কৃষকদিগের ভূস্বত্বনাশ এবং গ্রামমণ্ডলীর উচ্ছেদসাধন না করিয়া, জমীদারদিগের যথেচ্ছ ক্ষমতার বিলোপসাধন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, কারণ ইহার দ্বারাই অধিবাসীগণের নিঃস্ব অবস্থা ঘটিতে পারিবে না।"

অনেক ভূস্বামীই উক্ত প্রস্তাবে বিশেষরূপে যোগদান করেন এবং প্রদেশীয় সভাসমূহে উক্ত প্রশ্নালোচনাকালে উক্ত মতাবলম্বনে বিশেষ প্রাবল্য বিস্তার করিতে থাকেন। উক্ত সমিতিগুলিতে সাধারণ্যে দুই সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অধিকাংশ সভ্যই ন্যায় এবং কর্ত্তব্যের জন্য অনেক পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ করিলেও যতদূর সম্ভব স্বশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন; সমিতির অপর কমসংখ্যক সভ্যগণ, স্বশ্রেণীর স্বার্থসম্বন্ধে একেবারে উদাস না থাকিলেও মূল সংস্কারকার্য্যের প্রতি সমধিক দৃষ্টিদান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম সমধিকসংখ্যক সভ্যশ্রেণী, রাজপক্ষের দ্বারা প্রস্তাবিত মূলসূত্রগুলির বিশেষ বাধাদান করিতে থাকেন, কারণ তাঁহারা ভাবেন যে, এতদ্দ্বারা কৃষকদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইতেছে; কিন্তু যখন তাঁহারা দেখেন যে, সংবাদপত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাধারণ মতবাদ, সেই রাজপক্ষের দ্বারা নির্দ্ধারিত মূলসূত্র অতিক্রম করিয়া, কৃষকদিগকে আরও স্বত্বদান করিবার জন্য জিদ করিতেছে, তখন তাঁহারা সেই রাজপক্ষের দ্বারা প্রস্তাবিত মূলসূত্রগুলি দৃঢ়রূপে রক্ষা করিতে যত্নবান হয়েন, কারণ সেই মূলসূত্রগুলির দ্বারা ভূসম্পত্তির স্বত্ব ভূস্বামীদিগেরই থাকিবে, এমত নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং তাহাই তাঁহারা আপনাদিগের পক্ষে ভাবী নিরাপদজনক জ্ঞান করেন। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বভাবতই ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়, সুতরাং সেস্থলে উভয় সম্প্রদায় কিরূপ প্রস্তাব করিতে চাহেন, রাজপক্ষ তাহা বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতে বলেন।

একজন ইংরাজ স্বভাবতই যেমন মনে করিতে পারেন, বাস্তবিক উক্ত বিবাদশত্রুতা সেরূপ হয় নাই। যে দেশ খাঁটী প্রতিনিধিতন্ত্রশাসনপ্রণালীর দ্বারা শাসিত হয়, সে দেশের কৃষকদিগের আইনসঙ্গত স্বত্ব এবং ভূস্বামীগণের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধবন্ধন অতীব গুরুতর রাজনৈতিক বিষয় বলিয়া গণ্য হয়, এবং তদ্দ্বারাই রাজনৈতিক শক্তিরূপ তুলাদণ্ডের পরিমাণ সমানরূপে রক্ষা করিবার সমধিক সহায়তা সাধিত হয়। সেই জন্যই এই বিষয়টী শ্রেণীবিদ্বেষ এবং পরম্পরাচলিত শত্রুতা পুনর্ব্বন্ধন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এবং আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য য়ুরোপের কোন দেশের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীগণের নিকট যদি এই প্রশ্নটী বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইত, তাহা হইলে সমালোচনা এবং তর্কবাদকালে রাজনৈতিক লক্ষণগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা দৃশ্যমান হইত। রুষীয়ায় সেরূপ হইবার নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জারের শাসনাধীনে সামাজিকশ্রেণীগুলিকে কোনকালেই আপনাদিগের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করিতে দেওয়া হয় নাই, এবং সেই জন্যই তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা বা প্রতিযোগিতাপ্রদর্শনের আকাঙ্খা

স্থান পায় নাই। অন্যপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাটী বহুশতাব্দী হইতে একমাত্র যথেচ্ছাচারশাসনশক্তিসম্পন্ন সম্রাটদিগের হস্তেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এবং আরও বহুকাল সেইভাবেই থাকিবে। ইহা সত্য বটে যে, অনেক ভূস্বামী ভাবিয়াছিলেন যে, সম্রাট, পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভা সৃষ্টি করিয়া, প্রজাদিগের হস্তে কতকটা শাসনশক্তি দিবেন; কিন্তু যাঁহারা হৃদয়ে সেরূপ আশা পোষণ করিতেন, তাঁহারা কেবলমাত্র প্রজাপ্রভুত্বমূলক ভাব দ্বারা চালিত হইতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, উক্তপ্রকার বিধিতন্ত্রশাসনপ্রণালীর অধীনে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী একত্র ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে থাকিবে। এই জন্যই রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সমধিকসংখ্যক ভূস্বামী, তদপেক্ষা অমুচ্চ প্রশ্নগুলি—যাহার সহিত দৈনিক উদরান্নের সংযোগ, কেবল সেইগুলির প্রতি মনোযোগদান করিতে থাকেন। কেবল যে, দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে, তাহা নহে, যে সকল ভূমির উপর গ্রামগুলি স্থাপিত, সেই সভূমি গ্রামগুলিকেও জমীদারি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে, এক কৃষিক্ষেত্রের বহুলাংশই মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদিগকে প্রদান করিতে হইবে এবং সেই ভূমির উপর কৃষকদিগের অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বত্ব থাকিবে। ভূস্বামীগণের দৈনিক জীবনের এরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায়, ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার সামঞ্জস্য সাধন বা তদ্বিধ ভাবী কোন বিষয়ের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিদান করিতে আদৌ সময় প্রাপ্ত বা সে বিষয়ে দৃষ্টিদান করিতে অভিলাষীও হয়েন না; সুতরাং এ সময়ে কতপরিমিত জমি কৃষকদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং কিরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইতে পারিবে, সেই সম্বন্ধেই তর্কবাদ চলিতে থাকে।

বিভিন্ন প্রদেশের নিয়োজিত সমিতিগুলি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকায়, শেষ সিদ্ধান্তসম্বন্ধে সকলগুলিরই মধ্যে বিশেষ ভিন্ন মত প্রকাশ হইতে থাকে। সেই সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তালিকাবদ্ধ করিয়া, তন্মধ্য হইতে মুক্তিদানসম্বন্ধে একটা সাধারণ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণভার সম্রাট কর্ত্তৃক নিয়োজিত এক রাজকীয় সমিতির হস্তে অর্পিত এবং সম্রাটের নির্দ্দেশমত কতক সংখ্যক রাজপুরুষ এবং কতক ভূস্বামীকে সেই সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত করা হয়। * যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চবংশীয় জমিদারশ্রেণীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে, তাঁহারা মনে করেন যে, প্রদেশীয় সমাজগুলি এতৎসম্বন্ধীয় যে সকল উপকরণ প্রদান করিয়াছেন, এই সমিতি কেবল তাহাই রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ করিবেন, এবং পরে, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিপূর্ণ জাতীয় সমিতি, মুক্তিদানসম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজপক্ষের প্রত্যক্ষ

---

* এই সমিতি রেডাকসিয়োনাইয়া কমিসিয়া অর্থাৎ বিস্তৃত ব্যবস্থানির্দ্ধারক সমিতি নামে অভিহিত হয়। ঠিক বলিতে গেলে এরূপ দুইটী সমিতি নিযুক্ত হয় বটে, কিন্তু সাধারণ্যে একটী বলিয়াই গণ্য হইত।

উপদেশাধীনে এবং তত্ত্বাবধানে উক্ত সমিতি সেণ্ট পিটার্সবর্গে সম্পূর্ণ অন্যবিধ এবং সমধিক গুরুতর কার্য্য সাধন করেন। সেই প্রদেশীয় সমিতিসমূহ হইতে প্রেরিত প্রস্তাবগুলি একত্রিত করিয়া, তন্মধ্য হইতে প্রার্থনীয়মত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গিয়া, সমিতি নিজেই একটা স্বতন্ত্র প্রস্তাব উপস্থিত করেন, এবং পরিশেষে আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্ত্তনসাধনের পর, তাহাতে সম্রাটের অভিমতি প্রদত্ত হয়। অনেকে যেমন মনে করিয়াছিলেন, বাস্তবিক এই সমিতি সেইমত কেবল প্রস্তাবক না হইয়া, মুক্তিদানবিধির স্রষ্টা হয়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রদেশীয় সমিতিগুলির মধ্যে দুইটী শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা অধিক, অপরশ্রেণীর সভ্যসংখ্যা কম, উক্ত প্রথমশ্রেণী, ভূস্বামীগণের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং যাহাতে কৃষকেরা সমধিক পরিমিত জমি পায়, গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতিগুলি স্বাধীনতা লাভ করে, এবং স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয়, দ্বিতীয়শ্রেণী সে জন্য চেষ্টিত হয়েন। সম্রাট কর্ত্তৃক নিয়োজিত মূল প্রধান সমিতির মধ্যেও সেইমত দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই দুই শ্রেণীর সভ্যসংখ্যার তারতম্য সম্পূর্ণ অন্যবিধ হয়, এখানে পূর্ব্বোক্ত কম সভ্যপূর্ণশ্রেণীর মতাবলম্বী সংখ্যা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধবাদীদিগের অপেক্ষা অধিক হয়, তাঁহারা রাজপক্ষ হইতে সহায়তাও প্রাপ্ত হয়েন, এবং রাজপক্ষই তাঁহাদিগকে পরামর্শ উপদেশাদি প্রদান করিতে থাকেন। সেই উপদেশগুলির মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই যে, মূল প্রশ্নটী কতদূর পর্য্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে। ক্রমশঃ মুক্তিদানের প্রস্তাব একেবারে রহিত হইয়া যায়; বরং তদ্বীপরিতে প্রস্তাব করা হয় যে, আইনের আশু ফলস্বরূপ ভূস্বামীগণের ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত করা হইবে। ভূস্বামীগণ যাহাতে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব দাসগণের উপর কিছুমাত্র প্রাবল্য বিস্তার করিতে না পারেন, এরূপ ব্যবস্থা করিবার স্পষ্ট বিবরণও দেখা যায়। পূর্ব্বে যে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, যে ভূমির উপর গ্রাম স্থাপিত, সেই ভূমি এবং কৃষিভূমির উপর কৃষকদিগকে অস্থায়ী স্বত্ব থাকিবে, সে প্রস্তাবও অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং প্রকাশ করা হয় যে, কৃষকদিগের যে ভূমির প্রয়োজন, তাহারা যাহাতে সেই ভূমিতে চিরস্বত্বাধিকার লাভ করিতে পারে, এমত চেষ্টা করিতে হইবে। কয়েকমাস পরে সম্রাট স্থির করিয়া দেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর জমিতে অস্থায়ীস্বত্বের পরিবর্ত্তে স্থায়ীস্বত্ব প্রদান করিতে হইবে, এবং কৃষকগণ যাহাতে সেই সকল জমি ক্রয় করিয়া লইতে পারে, তজ্জন্য সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।

সম্রাটের মূল উদ্দেশ্য এমতে বিশদ এবং পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ে চলিত আর্থিক অবস্থার কিছুমাত্র বিপর্য্যয় সাধন না করিয়া, অবিলম্বে দাসশ্রেণীকে গ্রাম্যমণ্ডলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীশ্রেণীতে রূপান্তরিত করাই অর্থাৎ একটী বাটী, এবং একখানি উদ্যানসহ গ্রাম্যমণ্ডলীর জমিতে একাংশস্বত্বযুক্ত স্বাধীন কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করাই কেবল বাকি থাকে। ইহা করিবার জন্য কেবলমাত্র কৃষক-

দিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা, ভূস্বামীর জমীদারি হইতে গ্রাম্যমণ্ডলীর জমির মধ্যে স্পষ্ট চিহ্নদানে পার্থক্য সাধন, এবং যে ভূমির উপর গ্রাম স্থাপিত সেই ভূমি-সহ গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমির জন্য দেয় মূল্য বা কর নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন হয়।

অবিকল উক্ত মূলনীতিসূত্রানুসারে আইন সৃষ্ট হয়। কত পরিমিত জমি, কৃষকদিগকে দেওয়া হইবে, তৎসম্বন্ধে ধার্য্য করা হয় যে, বহুদর্শীতার দ্বারা যেরূপ নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতে চলিত ব্যবস্থাই রক্ষা করা হইবে—অন্য কথায় কৃষকেরা এই সময়ে যে পরিমিত ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার করিয়াছিল, সেই পরিমিত ভূমিই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে; তবে যেস্থলে নিতান্ত অবিচার হইবে, সেস্থলে সুবিধার জন্য সকল প্রদেশের পক্ষেই একটা শেষ উচ্চ এবং নিম্নপরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইবে। দেয় খাজানা বা কর সম্বন্ধেও উক্তপ্রকারে ধার্য্য হয় যে, চলিত হারমতই দেয় কর ধার্য্য করা হইবে, কিন্তু যে পরিমিত জমি দেওয়া হইবে, তদনুসারে দেয় কর পরিবর্দ্ধিত হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শ্রমের পরিবর্ত্তে বার্ষিক নগদ মুদ্রা যাহাতে করস্বরূপ দেওয়া হইতে পারে, তাহারও সুবিধা করিয়া দিতে হইবে এবং প্রজারা যাহাতে সেরূপে দিতে পারে, তজ্জন্য রাজপক্ষ হইতে ঋণস্বরূপ সাহায্যও পাইবে।

উক্ত প্রস্তাবটী প্রথমতঃ ভূস্বামীগণের মধ্যে মহা ভয় উৎপাদিত করিয়া দেয়। জমীদারির সমধিক পরিমিত ভূমিতে অস্থায়ী স্বত্বদান করিতে বাধ্য হওয়া, পূর্ব্বে নিতান্ত মন্দ বিবেচিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করায় আরও মন্দ বোধ হইতে লাগিল। এই প্রস্তাব যেন একেবারে সমস্ত সম্পত্তি বাজেআপ্ত করার ন্যায় বিবেচিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, উক্ত প্রস্তাব অর্থাৎ জমি বিক্রয় উভয়পক্ষেরই লাভজনক। ভূমির স্থায়ীস্বত্ব একেবারে ত্যাগ করা, বাজেআপ্তকরণের সমতুল্যরূপেই অনুভূত হয়, অন্যপক্ষে আশু নগদ মুদ্রাদ্বারা সেই স্বত্ব লইলে, সাধারণ্যে যে ভূস্বামীশ্রেণীর নগদ অর্থ প্রায় ছিল না, তাঁহারা তদ্দ্বারা স্বস্ব ঋণ শোধ, বন্দকী জমীদারি খালাস এবং স্বাধীন শ্রমজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন। এই জন্যই সমধিকসংখ্যক ভূস্বামী প্রকাশ্যে বলেন যে, "আমাদিগের নিকট হইতে যে জমি লওয়া হইতেছে, রাজপক্ষ তাহার বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণে নগদ টাকার দ্বারা আমাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিউন, তাহা হইলেই আমরা সকল কষ্ট এবং বিভ্রাট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি।"

যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, প্রধান ব্যবস্থাকারী সমিতি, মূল উপকরণগুলি লইয়া শ্রেণীবদ্ধ না করিয়া, নিজে একটা আইন সৃষ্টি করিতেছেন এবং সম্রাটের সম্মতির জন্য নিয়মিতরূপে তাঁহার নিকট সমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন, তখন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই মহা অসন্তোষ উপস্থিত হইল। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী তখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, মূল প্রশ্নটী তাঁহাদিগের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া, রাজপক্ষের দ্বারা মনোনীত কতিপয় ব্যক্তি ও রাজপুরুষদিগের দ্বারা তাহার শেষ

মীমাংসা করা হইতেছে। আপন ইচ্ছায় তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থকে বলিদান করিবার পর তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্যভাবে দূরে নিক্ষেপ করা হইল! যাহা হউক তখনও উক্ত বিধি সংস্কার করিবার তাঁহাদিগের উপায় ছিল। সম্রাট প্রকাশ্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, প্রস্তাবটী আইনে পরিণত করিবার পূর্ব্বে উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আপত্তি বা সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দিবার জন্য প্রদেশীয় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিগণকে সেণ্ট পিটার্সবর্গে আহ্বান করা হইবে।

উক্ত সমিতি এবং সম্রাট, ইচ্ছা করিলেই উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর নিকট হইতে এসম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য গ্রহণ না করিতে পারিতেন, কিন্তু সম্রাটের প্রতিজ্ঞাপালন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। সেই জন্য প্রতিনিধিগণকে রাজধানীতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তাঁহারা যেমন আশা করিয়াছিলেন, সেইমত এই প্রশ্নসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য প্রকাশ্য সভাহ্বান করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন না। সভা করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল চেষ্টা করেন, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং প্রস্তাবিত আইনের মূলনীতিসূত্রের পরিবর্ত্তে কেবল আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিসম্বন্ধে কতকগুলি মুদ্রিত প্রশ্নের লিখিত উত্তরদান জন্য তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করা হয়। তাঁহারা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, মূলনীতিসূত্রে সম্রাট অগ্রেই সম্মতিদান করিয়াছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর মতামত ব্যক্ত করিতে দেওয়া হয় না। যাঁহারা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এক একজনকে সমিতির অধিবেশন স্থলে আহ্বান করা হয়। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখেন যে, দুই একজন সভ্য তাঁহাদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা বিশেষ তুষ্ট হয়েন না। বাস্তবিক যেরূপ তীক্ষ্ণস্বরে বাগ্‌যুদ্ধ চলিতে থাকে, তাহাতে বরং চলিত অসন্তোষই বর্দ্ধিত হয়। বিশেষরূপেই প্রকাশ পায় যে, উক্ত সমিতি জয়ী হইয়াছেন, এবং সমিতির কয়েকজন সভ্য অবশ্যই এমত গর্ব্ব করিতে পারেন যে, তাঁহারা প্রতিনিধিগণকে কালিতে ডুবাইয়া দিয়া, রাশি রাশি কাগজে চাপা দিয়াছিলেন।

অনেকের বিশ্বাস হয়—অন্ততঃ অনেকে সেরূপ ভাবও প্রকাশ করেন যে, সম্রাট এ বিষয়ে শাসনবিভাগের রাজপুরুষদিগের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছেন, সুতরাং প্রতিনিধিগণ কতিপয় দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইল, তৎসম্বন্ধে সসম্মান প্রতিবাদ করিয়া, সম্রাটের হস্তে আবেদনপত্রসকল অর্পণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহারা কেবলমাত্র আরও নির্দ্দয়রূপে ব্যবহৃত হয়েন। যাঁহারা সেই সকল আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, পুলিশের দ্বারা তাঁহারা রীতিমত ভর্ৎসিত হয়েন!

প্রতিনিধিগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদিগের এই অন্যায় অবমাননাসূত্রে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে মহা ক্রোধ উপস্থিত হয়। তাঁহারা তখন বুঝেন যে, তাঁহাদিগকে প্রলোভন দ্বারা কলে ফেলা হইয়াছে! সম্রাট, চতুরতার সহিত তাহাদিগকে তাঁহাদিগের দাসগণের মুক্তিদান প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য করেন,

এবং তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের আত্মবিনাশের অনুষ্ঠান করাইয়া, এক্ষণে আর তাঁহাদিগকে লইয়া কোন্ দরকার নাই বলিয়া, অবমাননার সহিত তাঁহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করা হইল! যাঁহারা রাজনৈতিক স্বত্ব পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিষম সংঘাত বোধ করিতে থাকেন। প্রথমে যে নম্রভাবে সসম্মানে প্রতিবাদের চেষ্টা করা হয়, তাহার ফলস্বরূপ পুলিশের দ্বারা উগ্রভাবে ভর্ৎসনালাভ হইল! স্বদেশ এবং বিদেশের রাজনীতিসম্বন্ধে আলোচনা জন্য আহ্বান না করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি যেন বিদ্যালয়ের উদ্ধত ছাত্রস্বরূপ ব্যবহার করা হইল। সাধারণের মধ্যে নানাবিষয়ে যে মতভেদ ছিল, এই অপমানের জন্য এ সময়ে তাহা সকলেই বিস্মৃত হইয়া যাইল, এবং স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষদিগের দুর্ব্ব্যবহার ও যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জন্য সকল সম্প্রদায়ই একত্রিত হইতে মনন করিলেন।

প্রদেশীয় সভাগুলির যে, ত্রৈবার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইত, কতিপয় প্রদেশে শীঘ্রই সেই অধিবেশন হইবার সময় উপস্থিত হওয়ায়, আইনসঙ্গত উপায়ে উক্তপ্রকারে প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত সুযোগ ঘটে। অনেকেই সেরূপ করিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়েও রাজপুরুষগণ, উচ্চবংশীয়দিগকে বিষম বাধাদান করেন। উক্ত সভাগুলির অধিবেশন হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বত্র এমত আজ্ঞা প্রচার করা হয় যে, কোন সভাই মুক্তিদানপ্রশ্ন উপস্থিত করিতে পারিবে না! যাহা হউক, কোন কোন সভা কিন্তু উক্ত আজ্ঞা অমান্য করে এবং শাসনবিভাগের সহিত বিচারবিভাগের পার্থক্যসাধন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সৃষ্টি, প্রকাশ্যে বিচারবিধি এবং জুরির দ্বারা বিচার-প্রণালী সৃষ্টি করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ প্রস্তাবপূর্ণ একখানি আবেদনপত্র সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া, প্রকারান্তরে কতকটা বিরাগ প্রদর্শন করেন।

কয়েকবর্ষ পরে সম্রাট নিজেই ইচ্ছা করিয়া উক্ত কয়টি সংস্কারসাধন করিয়াছেন, কিন্তু এ সময়ে যেভাবে উক্ত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হয়, তাহা নিতান্ত অবাধ্যতার পরিচায়ক এবং রাজ্যের সাধারণ যে কোন বিষয়ের যে কোন প্রস্তাব সম্রাট নিজে করিবেন, অপরে করিতে পারিবে না, এই যে নীতি চিরদিন চলিত আছে, ইহা সেই নীতিভঙ্গকারী বলিয়া অনুমিত হয়। এই জন্য এরূপ অপরাধের বিরুদ্ধে নূতন প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়। উচ্চবংশীয়শ্রেণীর কতকগুলি মার্স্যালকে ভর্ৎসনা এবং অপর কতকগুলিকে পদচ্যুত করা হয়। ইহাঁদিগের চিহ্নিত নেতাদিগের মধ্যে দুইজনকে বহুদূরস্থ প্রদেশে নির্ব্বাসিত এবং অপর সকলকে পুলিসের নজরবন্দীতে রাখা হয়। এই আন্দোলনের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা এই কুফল ফলে যে, উক্ত প্রধান সমিতি, সম্রাটের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন যে, সমধিকসংখ্যক উচ্চবংশীয়ই তাঁহার এই সাধু প্রস্তাবের শত্রু। *

---

* সমিতি, প্রকৃত তথ্য চাপা দিয়াই এরূপ বলিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রতিবাদপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুক্তিদানপ্রস্তাবে অকৃত্রিমরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং সম্রাটের অপেক্ষাও উদারতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

উক্ত কমিশন বা প্রধান ব্যবস্থাকারী সমিতি স্বীয় স্বীয় কার্য্য শেষ করিলে পর, প্রধান প্রস্তাবটী, দুইটী উচ্চ সমিতি অর্থাৎ কৃষকদিগের জন্য নিযুক্ত সমিতি এবং কাউন্সিল অব ষ্টেট অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রধান সভার নিকট প্রেরিত হয়, এবং সম্রাট উক্ত উভয় সভার নিকটে স্পষ্টই ব্যক্ত করেন যে, তিনি উক্ত প্রস্তাবের কোনপ্রকার মূলগত পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন না। সকল সভ্যকেই পূর্ব্বকার মতভেদ বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে হইবে, তিনি এরূপও ব্যক্ত করেন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে "আপনাদিগের যেন স্মরণ থাকে যে, রুষীয়ায় কেবল একমাত্র স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের দ্বারাই আইন প্রস্তুত হয়।" এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক সমালোচনার দ্বারা তিনি শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে, "স্বেচ্ছাচারী সম্রাট দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের দ্বারাই তাহা রহিত হইবে।" ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসের ১৯এ তারিখে সম্রাট উক্ত আইনে স্বাক্ষর করেন, এবং সেই আইন দ্বারা দুই কোটির অধিক দাস মুক্তিলাভ করে।* আইনের প্রধান প্রধান বিধিগুলি অবিলম্বে দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত এবং সমগ্র ভজনাগারে তাহা পাঠ করিবার আজ্ঞাও প্রদত্ত হয়।

আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান মূলসূত্র ধার্য্য হয়;—

১—দাসগণ অবিলম্বে স্বাধীন গ্রাম্যশ্রেণীর দেওয়ানী স্বত্ব পাইবে, এবং ভূস্বামির ক্ষমতা রহিত করিয়া, তাহার স্থলে মণ্ডলীর স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত হইবে।

২—গ্রাম্যমণ্ডলীগুলির অধীনে বর্ত্তমানে যে পরিমিত জমি আছে, যতদূর সম্ভব সেই জমিই রক্ষা করিবে, এবং তাহার বিনিময়ে ভূস্বামীকে বার্ষিক করস্বরূপ নগদ মুদ্রা দিবে বা শ্রম করিবে।

৩—গ্রাম্যমণ্ডলীর উক্ত দেয় এককালে পরিশোধ জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণস্বরূপ অর্থ দান দ্বারা সাহায্য করিবেন, অর্থাৎ মণ্ডলী যে সকল জমি প্রাপ্ত হইবেন, তাহা ক্রয় নিমিত্ত ঋণদান করিবেন।

সাংসারিক দাসদিগের সম্বন্ধে এই বিধি করা হয় যে, তাহারা আরও দুই বর্ষকাল স্ব স্ব প্রভুর অধীনে থাকিবে, এবং তৎপরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা পাইবে, কিন্তু জমির উপর কোন এক অংশের জন্যই তাহারা দাবী করিতে পারিবে না।

---

* কখন, কখন এরূপ বলা হয়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিঃ গ্লাডষ্টোন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের কণ্টেম্পরারি রিভিউ পত্রে যেমন বলিয়াছেন—যে, চারিকোটি দাস মুক্তিলাভ করে। যদি আমরা সম্রাটের খাস কৃষকদিগকে দাসরূপে ধরি, তাহা হইলে একথা কতক সত্য বলিতে হইবে। সেই খাস-কৃষকগণ, দাসত্ব এবং স্বাধীনতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় ছিল। তাহারা যে বিচিত্র শাসনপ্রণালীর অধীনে ছিল, তাহা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবরের সম্রাটের আজ্ঞাপত্রের দ্বারা কতকটা রহিত হয়। ১৮৬৬ সালে শাসনসম্বন্ধে তাহারা ভূস্বামীগণের অধীনস্থ মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদিগের সমান হয়। সাধারণ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ অধিক এবং তাহারা খাজনাও কম দিয়া থাকে।

যে ঘোষণাপত্র দ্বারা উক্ত মূলনীতিসূত্রগুলি প্রচার করা হয়, দাসগণ অসীম কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গতরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, এতদিনে তাহা সফল হয়। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, এবং কেবল স্বাধীনতা নহে, ভূস্বামীদিগের অধিকৃত কৃষিক্ষেত্রের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমিও প্রদত্ত হইল।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত ঘোষণাপত্র কৃষকদিগের মধ্যে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরাশারই উদ্রেক করিয়া দেয়। এই বিচিত্র তথ্যটী বুঝিতে হইলে, কৃষকদিগের মনোগত ভাবটী কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইবে।

প্রথমতঃ ইহা বলিতে হইবে যে, স্বাধীনশ্রম, মনুষ্যের পদশ্রেষ্ঠতা, জাতীয় উন্নতি এবং এইপ্রকার অন্যান্য অস্ফুট অলঙ্কারযুক্ত কথাগুলি সহজেই শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে কতকটা ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ উপস্থিত করে বটে, কিন্তু কঠোর পাষাণোপরি বারিবিন্দুর পতন যেরূপ, কৃষকদিগের কর্ণে এই কথাগুলি সেইমত প্রবেশ করে। সোজাকথাপ্রিয় নাগরিক বণিকগণ প্রাচ্যদেশের মহাবাগাড়ম্বরপূর্ণ সজ্জিত লেখার প্রতি যেরূপ ভাব প্রকাশ করেন, দার্শনিক উদারনীতিক-মতসম্ভূত আলঙ্কারিক উক্তিগুলিও এই কৃষকদিগের পক্ষে সেইমত দুর্ব্বোধ্য। কেবলমাত্র মোটামুটী স্বাধীনতার কথা এবং কৃষকদিগের সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের সহিত সম্বন্ধহীন মনুষ্যের স্বত্ব ক্ষমতার কথা বলিলে, তাহাদিগের হৃদয়ে কিছুমাত্র আগ্রহের উদ্রেক হয় না। অন্যপক্ষে কেবলমাত্র নামের উপর তাহাদিগের যথেষ্ট বিরাগ দেখা যায়। সম্রাট যদি তাহাদিগকে "দাস" না বলিয়া "স্বাধীন গ্রামবাসী" বলিয়া রাজকীয় কাগজপত্রে লেখেন, অথচ যদি সেই নামান্তর সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের আশু কোন আর্থিক এবং স্থায়ী উপকার লাভের সুবিধা করিয়া না দেন, তাহা হইলে সেই নামান্তর সূত্রে তাহাদিগের আইসে যায় কি? তাহারা বাস করিবার জন্য একটী বাটী চাহে, আহারের জন্য খাদ্য চাহে, এবং শরীরাচ্ছাদন জন্য বসন চাহে, যতদূর সম্ভব শ্রমের সহিত জীবনের এই প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পাইতে চায়। এই কারণেই সম্রাট যদি এমন কোন একটা আইন করেন যে, তদ্দ্বারা অধিকৃত ভূমির উপর তাহার স্বত্বাংশ বাড়িবে বা গ্রামমণ্ডলীতে তাহার পক্ষে দেয় করভার কমিয়া যাইবে, তাহা হইলে তদ্বিবিনিময়ে মানুষ, যতদূর সাধ্য জঘন্য নাম আবিষ্কার করিলে, তাহাদিগকে সেই নামে ইচ্ছাপূর্ব্বক ডাকিতে দিবে। এমতে যে সকল কথা বা যে সকল উক্তি, শিক্ষিতসাধারণের উপর গুরুতর প্রাবল্যবিস্তার করে, কৃষকসাধারণের মনে সে সকল কথা বা উক্তি কিছুমাত্র স্থান পায় না। কৃষকেরা কেবল দুইটী বিষয়ে উপস্থিত প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে থাকে, অর্থাৎ তাহাদিগের যে ঐতিহাসিক স্বত্ব বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, সেই স্বত্বের প্রতি এবং এতদ্দ্বারা তাহাদিগের আর্থিক বিশেষ কিরূপ উপকার হইবে,

তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে থাকে। কিন্তু মুক্তিদান-বিধি, কৃষকদিগের উক্ত দুইটী বিষয়ই বিশেষ সন্তোষপ্রদরূপে মীমাংসা করিতে সক্ষম হয় না।

ঐতিহাসিক স্বত্বসম্বন্ধে কৃষকদিগের একটা বংশপরম্পরাগত স্বতন্ত্র ধারণা আছে, কিন্তু লিখিত আইনের সহিত সে ধারণার মিল হয় না। রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে গ্রাম্যমণ্ডলীর অধীনস্থ ভূমি, জমীদারির এক অংশস্বরূপ, সুতরাং তাহা ভূস্বামীর অধিকারভুক্ত; অন্যপক্ষে কৃষকদিগের ধারণা এই যে, সেই জমিতে কেবলমাত্র গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকার আছে, এবং ভূস্বামীগণ কেবলমাত্র সম্রাটপ্রদত্ত শক্তিমত দাসদিগের উপর ব্যক্তিগত ক্ষমতাচালনা করিতে পারেন। কৃষকেরা অবশ্য এই কথা ঠিক আইনসঙ্গতরূপে উপস্থিত করে না বটে, কিন্তু তাহারা আপনাদিগের সহজ ভাষায় স্বীয় ভূস্বামীগণের নিকট বলিত, "মুই ভাসি নো জেমলিয়া নাসা" অর্থাৎ "আমরা আপনাদিগের, কিন্তু জমি আমাদিগের।" কিন্তু ঐস্থলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও কৃষকদিগের এই উক্তি আইনের নিকট খাটে না, কিন্তু ইহার মধ্যে কতকটা ঐতিহাসিক যাথার্থ্য আছে। অতি প্রাচীনকালে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী সামন্ত্যশাসনপ্রণালীমত ভূমিভোগ করিতেন, এবং তাঁহারা রাজার নিকট যে দায়িত্বপালনে বাধ্য ছিলেন, সেই দায়িত্বপালন করিতে না পারিলেই ভূমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতেন। বহুকালপূর্ব্বে সেই প্রণালী রহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সামন্ত্যশাসনপ্রণালীমত ভূমিভোগের পরিবর্ত্তে ভূসম্পত্তির উপর তাঁহাদিগের পূর্ণস্বত্ব বর্ত্তে অথচ তাঁহাদিগকে রাজ-সদনে পূর্ব্বগত সৈন্যদান বা অন্য কোন কার্য্য করিবার জন্য অবশ্য বাধ্য থাকিতে হয় না, কিন্তু কৃষকদিগের মনোমধ্যে উক্ত প্রাচীন প্রথাটী বিলক্ষণরূপে জাগরূক থাকে, এবং তাহাই দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ধারণাকে প্রবল করিয়া রাখে। কৃষকদিগের ধারণা যে, ভূস্বামীগণ কেবল অস্থায়ী স্বত্বে স্বত্ববান এবং তাঁহারা কেবলমাত্র সম্রাট কর্ত্তৃক দাসদিগের নিকট হইতে কর আদায় ও শারীরিক শ্রম করাইয়া লইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন মাত্র। এমত অবস্থায় কিরূপ করিলে মুক্তিদান হয়? কৃষকগণ যে করদান এবং শারীরিক শ্রম করিতে অবশ্য বাধ্য আছে, তাহা একেবারে রহিত করিতে হইবে, এবং জমীদারদিগকে একেবারে ভূমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। কিন্তু এই শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সকল কৃষকই বলে যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর অধীনস্থ ভূমি, মণ্ডলীর সম্পত্তিস্বরূপে রাখিতে হইবে, কিন্তু জমীদারির বাকি জমি সমস্তের কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত জানা যায় না। কেহ কেহ বলে যে, জমীদারদিগের অধীনেই তাহা রক্ষা করা হউক, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস হয় যে, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী, জারের নিকট হইতে বেতন পাইবে, এবং সমগ্র জমি গ্রাম্যমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করা হইবে। একমাত্র যে, কৃষকদিগের হিতার্থ এই সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, উক্ত প্রণালীতে মুক্তিদান করিলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক স্বত্বের অনুযায়ী হইবে, এবং কৃষকদিগেরও স্থায়ী আর্থিক উপকার সাধিত হইবে, কৃষকেরা এরূপ ভাবিতে থাকে।

কিন্তু উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে কৃষকেরা দেখিতে পায় যে, তাহাদিগকে কর দিতে হইবে, এমন কি যে গ্রাম্যমণ্ডলীর অধীনস্থ জমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের নিজের, সেই জমির জন্যও কর দিতে হইবে। আইনের ব্যাখ্যাকারকগণ অন্ততঃ এইমত বলিতে থাকেন। কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস জন্মে না। তাহারা ভাবে যে, হয় জমীদারগণ আইনের প্রকৃত মর্ম্ম গোপন করিতেছেন বা মিথ্যারূপে প্রকাশ করিতেছেন, অথবা এরূপ ব্যবস্থা কেবল আনুষ্ঠানিকমাত্র, ইহার পর প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তিদান করা হইবে। এমতে কৃষকদিগের মনে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সকলের এমত বিশ্বাস জন্মে যে, পুনরায় আর একটা মুক্তিদান-বিধির দ্বারা সমস্ত জমি বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং সমস্ত দের কর রহিত করা হইবে।

উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কিন্তু এই ঘোষণাপত্র অন্যপ্রকার ভাবের উদ্দীপনা করে। তাঁহাদিগের হস্তেই আইনটী কার্য্যে পরিণত করিবার ভার প্রদত্ত হইবে, এবং তাঁহারা এসম্বন্ধে যে উদারভাবে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের বিশেষরূপে প্রশংসা করায়, তাঁহাদিগের মনোমধ্যে এরূপ আগ্রহের আবির্ভাব হয় যে, সেই সূত্রে তাঁহারা আপনাদিগের ন্যায্য অনুযোগ করিতে এবং উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষদিগের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহারা দেখিতে পান যে, যেরূপ ব্যবস্থার দ্বারা মুক্তিদান করা হইবে তাঁহারা যেরূপ ধ্বংশকারী ভাবিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা সেরূপ নহে; অন্যপক্ষে সম্রাট নিজে তাঁহাদিগের উদারতা এবং দেশহিতৈষিতার যেরূপ প্রশংসা করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের উপর এই যে কার্য্যভার প্রদত্ত হয়, তাঁহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হয়েন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা অবিলম্বেই কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন না। আইনটী শেষকালে এত দ্রুতগতি সমাপ্ত করা হয় যে, উক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার হইবার অব্যবহিত কাল পরেই আইনটী কার্য্যে পরিণত করিবার সমস্ত পূর্ব্বব্যবস্থা ঠিক করিয়া লওয়া যায় না। জমীদার এবং কৃষকদিগের মধ্যে ভবিষ্যতে কিরূপ সম্বন্ধবন্ধন থাকিবে, প্রত্যেক জেলার স্থানীয় জমীদারদিগের হস্তে তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার প্রদত্ত হয়; এবং তাঁহারা "শান্তিস্থাপনের মধ্যস্থ" নামে অভিহিত হয়েন; কিন্তু উক্ত মধ্যস্থ নিয়োগ করিতে তিনমাস অতীত হইয়া যায়। উক্ত সময়ের মধ্যে কৃষকদিগকে আইনের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং তাহাদিগের সহিত জমীদারদিগের যে কোন বিষয়ের বিবাদ হইলে, তাহা মিটাইবার জন্ত কোন লোকই নিযুক্ত ছিলেন না; সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ অনেকস্থলে অবাধ্যতা এবং অশান্তি ঘটে। কৃষকেরা স্বভাবতঃই বুঝিয়া লয় যে, জার যে দিন তাহাদিগকে স্বাধীনরূপে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাহারা তাহাদিগের প্রাচীন প্রভুদিগের নিকট কাজ করিতে বাধ্য নহে, এবং যে সময়ে ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, সেই সময় হইতেই সমস্ত বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধও দূর হইয়াছে। জমীদারগণ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, যতদিন না কোন

একটা নুতন ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আইনমতে তাহারা পূর্ব্বমত শারীরিক শ্রম করিতে বাধ্য, কিন্তু তাঁহাদিগের সে চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। তাঁহারা যে কিছু বুঝাইতে থাকেন বা ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন, তৎসমস্তের প্রতি তাহারা আদৌ কর্ণপাত করে না, এবং এ সম্বন্ধে গ্রাম্য পুলিশ হস্তক্ষেপ করিলেও কৃষকেরা পূর্ব্বমত দৃঢ়রূপে বাধা দিতে থাকে। অনেক স্থানে কেবলমাত্র কোন একজন রাজপুরুষ উপস্থিত হইলেই শান্তি স্থাপিত হইতে থাকে, কারণ জারের সেই কর্ম্মচারীর উপস্থিতির দ্বারাই অনেকে বুঝিতে পারে যে, ভূস্বামীগণ পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমানেও যে শারীরিক শ্রম করাইবার ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন, সেটা মিথ্যা নহে। কিন্তু অনেক স্থানে বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন ঘটে। বাস্তবিক আমি এই সময়ের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শকদিগের দ্বারা লিখিত যে সকল বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, কৃষকদিগের মুক্তিদানের পর এই তিনমাস কাল তাহারা যত বেত্রাঘাত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, কোনকালেও তাহারা এত দণ্ড পায় নাই। এক এক সময়ে এমন কি সৈন্যদলকে আহ্বান করা হইত, এবং তিনটী স্থলে সৈন্যদল, কৃষকদিগের প্রতি গুলিচালনাও করিয়াছিল। যে একস্থলে একজন যুবক কৃষক ভবিষ্যদ্বক্তারূপে প্রচার করে যে, মুক্তিদান আইনটী সম্পূর্ণ জাল, সেস্থলে মহা দাঙ্গাহাঙ্গমা উপস্থিত এবং সেই সূত্রে ৫১ জন কৃষক হত এবং ৭৭ জন কৃষক ন্যূনাধিক পরিমাণে গুরুতররূপে আহত হয়। কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনাগুলি হইলেও এমত কোন গুরুতর কাণ্ড ঘটে নাই, যাহাকে নিতান্ত ভীতলোকেরা প্রকৃত হত্যাভিনয় ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বলিতে পারেন। কোন স্থানেই কৃষকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিয়মিতরূপে বাধা দেয় নাই। এমন কি উপরে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হইল, তাহাতে সৈন্যদল যে ৩০০০ কৃষকের উপর গুলিচালনা করিয়াছিল, সেই কৃষকগণও নিরস্ত্র ছিল, এবং তাহারা কোন প্রকার বাধাদানের চেষ্টাও করে নাই, এবং যখন তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে, তখনই তাহারা যথাসম্ভব শীঘ্র দলভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। যদি সমরবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু সুবিবেচনা পূর্ব্বক বুদ্ধির সহিত ধৈর্য্যাবলম্বনে কাজ করিতেন, তাহা হইলে যে তিনটী মাত্র স্থলে অন্যায়রূপে রক্তপাত হয়, তাহাও ঘটিত না এবং মুক্তিদানকার্য্য বিনারক্তপাতে সমাধা হইতে পারিত।

দাসত্ব এবং মুক্তিদানের মধ্য সময়টী শান্তি স্থাপন জন্য মধ্যস্থ নিয়োগ দ্বারা একেবারে অতীত হইয়া যায়। সেই মধ্যস্থগণ সর্ব্বাদৌ আইনের ব্যাখ্যা প্রকাশ এবং কৃষকদিগের মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের বন্দোবস্ত করিবার ভার পান। সেই স্বায়ত্বশাসনের মূলযন্ত্রস্বরূপ গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি পূর্ব্বেই ছিল, এবং ভূস্বামীগণের ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি দূর হইবামাত্রই সেই সমিতি পূর্ব্বকালের ন্যায় অবিলম্বে সজীবতা লাভ করে। তৎপরে ভোলষ্ট নামে এক প্রকার নূতন সমিতির সৃষ্টি করা হয়, অর্থাৎ প্রদেশের পাশাপাশি স্থাপিত কতিপয় গ্রাম্যমণ্ডলীকে লইয়া

একত্র সংমিলিত একটী স্বতন্ত্র স্বায়ত্বশাসন সভা স্থাপিত হয়। উচ্চবংশীয়শ্রেণীর জমীদারির মধ্যে পূর্ব্বে এরূপ কোন সমিতি ছিল না। কিন্তু পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল পূর্ব্ব হইতে সম্রাটের খাসভূমির মধ্যে এরূপ সমিতি চলিয়া আসিতেছিল, সুতরাং এস্থলে তদনুকরণ করা হয় মাত্র।

এইরূপে জেলার মধ্যে ভোলষ্ট সমিতিগুলি সৃষ্ট হইলে পর মধ্যস্থগণ, ভূস্বামী এবং গ্রাম্যমণ্ডলীগুলির মধ্যে সম্বন্ধবন্ধন বা বাধ্যবাধকতা নির্দ্ধারণরূপ অতীব গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এস্থলে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক কৃষকের সহিত ভূস্বামীদিগের আর কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধবন্ধন ছিল না, কেবল মণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ ছিল। আইনের দ্বারা ধার্য্য হয় যে, উক্ত উভয়পক্ষের মধ্যে ভবিষ্য সম্বন্ধবন্ধন বা করাদির ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব উভয়পক্ষের স্বেচ্ছাচুক্তির উপর নির্ভর করিতে দেওয়া হইবে; এমতে প্রত্যেক ভূস্বামীকে তাঁহার জমীদারির মধ্যস্থ গ্রাম্যমণ্ডলী বা মণ্ডলীগুলির সহিত চুক্তি করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। সেই চুক্তিনির্দ্ধারণস্থলে এক এক খানা বিধিসঙ্গত সনন্দপত্র প্রস্তুত করা হয়, এবং তন্মধ্যে পুরুষ দাসসংখ্যা, সেই দাসেরা যে পরিমিত ভূমি সম্ভোগ করিবে, সেই ভূমির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন প্রস্তাব, যে হারে খাজানা লওয়া হইবে, তাহা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি লিখিত হয়। মধ্যস্থ যদি দেখিতেন যে, সকল ব্যবস্থাই আইন-সঙ্গতরূপে করা হইয়াছে, এবং কৃষকেরা এগুলি বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা হইলে তিনি সেই সনন্দপত্র গ্রাহ্য করিয়া লইতেন এবং তদনুসারে ব্যবস্থাকার্য্য শেষ হইয়া যাইত। যেস্থলে উভয়পক্ষই এক বর্ষের মধ্যে একমত হইতে পারিত না, সেস্থলে মধ্যস্থ আপনার বিবেচনামত একখানা সনন্দপত্র প্রস্তুত করিয়া, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতির জন্য পাঠাইতেন।

ভূস্বামীগণ এবং দাসদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যে, অংশীদারী ছিল, তাহার বিচ্ছেদ (যদি একথা এখানে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়) সাধন কার্য্যটী এক এক স্থলে বড়ই সহজ, এবং এক এক স্থলে নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অনেক জমীদারিতে উক্ত সনন্দপত্র দান দ্বারা কেবলমাত্র প্রচলিত বন্দোবস্তকে আইনসঙ্গত করা হয় মাত্র, কিন্তু অনেক স্থানে গ্রাম্যমণ্ডলীর অধীনস্থ ভূমির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রয়োজন ঘটে, এবং কোন কোন স্থলে সমগ্র গ্রামটীকে উঠাইয়া, জমিদারীর অন্যত্র স্থাপন করা দরকার হয়। সেরূপ সকল স্থলেই উভয়পক্ষের স্বার্থঘটিত গোলযোগ এবং কঠোর সমস্যা উপস্থিত হইতে থাকে সুতরাং মধ্যস্থগণকে প্রায়ই অতি কষ্টসাধ্য কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত, যে সময়ে ভূস্বামীদিগের ক্ষমতা লোপ হইয়া যায়, কিন্তু উভয়শ্রেণীকে রীতিমতরূপে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় না, সেই পরিবর্ত্তনের সময়ে স্বভাবতই যে সকল গোলযোগ ঘটে, মধ্যস্থকে তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতে হয়। ভূস্বামীগণ বা তাঁহাদিগের নায়েবগণ ইতিপূর্ব্বে যে অসীমাবদ্ধ ক্ষমতা চালনা করিতেন, এই সময়ে সেই ক্ষমতার কতকটা সীমা স্থির করিয়া, মধ্যস্থ-

গণের হস্তে তাহা প্রদত্ত হয়, সুতরাং সেই মধ্যস্থগণকে অধিকাংশ সময়ই কৃষকদিগের অবাধ্যতা নিবারণ জন্য এক জমীদারি হইতে অন্য জমীদারিতে যাইতে হইত, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষকদিগের সেই অবাধ্যতা প্রকাশ কেবলমাত্র জমীদারদিগের কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট হইত, অর্থাৎ জমীদারগণ, মিছামিছি কৃষকগণ অবাধ্যতা দেখাইতেছে বলিয়া. প্রকাশ করিতেন।

প্রথম প্রথম উভয়পক্ষের সাহায্যে ব্যবস্থাকার্য্য ধীরগতিতে চলিতে থাকে। ভূস্বামীগণ সাধারণ্যে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিতে থাকেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে থাকেন যে, আইন দ্বারা কৃষকেরা যাহা পাইত, তাহা তদপেক্ষা তাহাদিগের পক্ষে আরও সুবিধাজনক; কৃষকেরা সর্ব্বত্রই অস্ফুট সন্দেহে আক্রান্ত হয়, এবং কাগজে কলমে লিখিয়া দিয়া আবদ্ধ হইতে ভয় করে। এমন কি যে সকল ভূস্বামী অত্যুচ্চরূপে সম্মানিত, এবং যাঁহারা ভাবিতেন যে, কৃষকেরা তাঁহাদিগকে অসীম বিশ্বাস করে, অন্যান্য ভূস্বামীগণের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতিও কৃষকেরা সন্দেহ করিতে থাকে, এবং তাঁহারা উদারভাবে যে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করেন, তাহা প্রলোভনমূলক ছলনা বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে। এই সময়ে কৃষকগণ কিরূপ অবিশ্বাস জ্ঞাপন এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, আমি প্রায়ই অনেক বৃদ্ধকে সজল-নয়নে তৎসম্বন্ধীয় বর্ণনা করিতে শুনিতে পাইতাম। অনেক কৃষক মনে করিয়াছিল যে, জমীদারগণ মুক্তিদানের প্রকৃত আইন লুক্কাইত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃত আইনে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা জানি বলিয়া. অনেক দুশ্চরিত্র মন্দ লোক আবার সেই বিশ্বাসকে প্রবল করিয়া দিত। সময়ে সময়ে নিতান্ত বিসদৃশ জনরব উঠিত, এবং সমগ্র গ্রামের লোকই সেই জনরব বিশ্বাস করিয়া সেইমত কাজ করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মস্কাউ প্রদেশের এক গ্রাম্যমণ্ডলী, ভূস্বামীর নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া, তাঁহাকে জ্ঞাত করে যে, আপনি বরাবরই সদয় প্রভু ছিলেন, সুতরাং আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, মীর, ততদিন আপনার বসতিবাটী ও উদ্যান রাখিতে দিবে। অন্য একস্থলে জনরব উঠে যে, জার, ক্রিমিয়ায় প্রত্যহ স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিতেছেন, এবং যে সকল কৃষক তাঁহার নিকট গমন করিতেছে, তিনি তাহাদিগকেই গ্রহণ করিয়া, তাহারা যত পরিমিত জমি চাহিতেছে, তিনি তাহাই দিতেছেন। সম্রাটের সেই উদার দানব্রতের কথা শুনিয়া, বহুল কৃষক নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করে, এবং শেষ সৈন্যদল যতক্ষণ না তাহাদিগেয় গতিরোধ করিয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা দ্রুতগতি গমন করিতে থাকে!

এই সময়ে কৃষকদিগের মনে যে সকল বিচিত্রভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি; যে একজন ভদ্রলোক উক্তপ্রকার মধ্যস্থপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনিই আমার নিকট ইহা ব্যক্ত করেন।

রিয়াজান প্রদেশে একটী গ্রাম্যমণ্ডলী, ভূস্বামীর সহিত কোন প্রকার ব্যবস্থা

করিতে একেবারে অসম্মত হইয়া, সেই অবাধ্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তথাকার মধ্যস্থ (যিনি আমাকে এই কথাটী জ্ঞাত করেন) অবশেষে সেই মণ্ডলীর সম্মতি না লইয়াই নিজে সেই মণ্ডলীর ব্যবস্থামূলক একখানি সনন্দপত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নিজে যে ব্যবস্থা করিতেছেন, কৃষকগণ আপন ইচ্ছায় এই ব্যবস্থাতে সম্মতি জানাইলে ভাল হয়, সুতরাং তিনি সকলকে ডাকিয়া সে সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে থাকেন। তাহাদিগের সম্বন্ধে আইনে যেরূপ বিধি আছে, তাহা তাহাদিগের সমক্ষে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাদিগের প্রাচীন প্রভুর সহিত উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার বিরুদ্ধে তাহাদিগের কি আপত্তি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। কিছুক্ষণ কেহ কোন উত্তর দেয় না, কিন্তু শেষ তিনি ক্রমশঃ একে একে প্রশ্ন করিয়া, তাহাদিগের সেরূপ অবাধ্যতার কারণ বুঝিতে পারেন। তিনি তখন জানিতে পারেন যে, সেই কৃষকদিগের দৃঢ়বিশ্বাস যে, কেবল গ্রাম্যমণ্ডলীর জমি নহে, জমীদারির সকল জমিই তাহাদিগের নিজের। তাহাদিগের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য তিনি তাহাদিগের সহিত তর্ক করিতে আরম্ভ করেন, এবং সেই সূত্রে নিম্নলিখিত প্রকার প্রশ্নোত্তর চলে ;—

মধ্যস্থ—"জার যদি সমস্ত জমিই কৃষকদিগকে দান করেন, তাহা হইলে, জমি যে জমীদারদিগের সম্পত্তি, তিনি সেই জমীদারদিগকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কি দিবেন?"

কৃষক—"যে জমীদার, জারের অধীনে যেমন কাজ করিবেন, জার তাঁহাকে সেই-মত মাহিনা দিবেন।"

মধ্যস্থ—"এরূপে মাহিনা দিতে হইলে জারের অনেক টাকার দরকার হইবে। তিনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? এই টাকা সংগ্রহ জন্য তাঁহাকে কর বাড়াইতে হইবে, তাহা হইলে তোমাদিগকেই প্রকারান্তরে সেই টাকা দিতে হইবে।"

কৃষক—"জারের যত ইচ্ছা, তিনি তত টাকা করিতে পারেন।"

মধ্যস্থ—"জারের যত ইচ্ছা, তিনি তত টাকা প্রস্তুত করিতে পারেন, যদি এমত হয়, তবে তিনি কেন তোমাদিগকে প্রতিবর্ষে মাথাগুন্তি কর দিতে বাধ্য করিয়াছেন?"

কৃষক।—"আমরা যে কর দিই, তাহাত জার লয়েন না।"

মধ্যস্থ।—"তবে সে টাকা কে লয়?"

কৃষক।—(কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, শেষ হাস্যসহকারে) "অবশ্য রাজপুরুষগণই লয়েন।"

মধ্যস্থের চেষ্টার দ্বারা কৃষকগণ ক্রমশঃ আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে, ব্যবস্থাকার্য্য দ্রুতগতি সমাধা হইতে থাকে। কিন্তু আর একটা কারণে আবার সে বিষয়ে বাধা পড়ে। মুক্তিদানের প্রথম বর্ষটী শেষ হইবার পরই উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর উদারনীতিক দেশহিতৈষিতার আগ্রহ একবারে কমিয়া যায়।

মুখে তাঁহারা যে সকল উদারতা এবং দেশহিতৈষিতার ভাব প্রকাশ করিতেন, কার্য্যক্ষেত্রের প্রথম সংসর্গেই সেই ভাবটী একবারে দূরিভূত হইয়া যায়, এবং যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতাদান করিবামাত্রই দাসদিগের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাঁহারাও সে বিষয়ে একেবারে হতাশ হয়েন। অনেকে এই বলিয়া অনুযোগ করিতে থাকেন যে, কৃষকেরা অতি লোভী, এবং একগুঁয়ে হইয়া পড়িয়াছে, বন হইতে কাষ্ঠ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, জমীদারের ক্ষেত্রে তাহাদিগের পশুদিগকে ছাড়াইয়া দেয়, আইনসঙ্গত দায়িত্বপালন করিতে সক্ষম হয় না, এবং তাহারা আপন ইচ্ছায় যে চুক্তি করিয়াছিল, সেই চুক্তিভঙ্গ করিতেছে। এই সময়ে কৃষকদিগের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা উত্থান-ভীতিও একেবারে দূর হইয়া যায়, সুতরাং নিতান্ত ভীতু লোকেরাও এ সময়ে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে থাকে। জমীদারগণ পূর্ব্বে যেরূপ সুভাবে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া আসিতেছিলেন, উক্ত কারণনিচয়ের জন্য তাঁহাদিগের সেই সুভাবের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়।

উক্ত কারণেই জমীদার ও প্রজার মধ্যে আপোসে সমস্তই মিটাইবার এবং ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিবার বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। কিন্তু সমধিকসংখ্যক মধ্যস্থ সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার যোগ্যতাও বেশ প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহারা এরূপ নিরপেক্ষতা, বুদ্ধি এবং ধৈর্য্য প্রকাশ করেন যে, তাহা প্রশংসার অতীত। মুক্তিদান কার্য্য যে শান্তির সহিত সমাধা হয়, তজ্জন্য রুষীয়া সমধিক পরিমাণে সেই মধ্যস্থগণের নিকট ঋণী। তাঁহারা যে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীভুক্ত, যদি তাঁহারা সেই শ্রেণীর স্বার্থের নিকট দাসসাধারণের স্বার্থকে বলিদান করিতেন, অথবা যদি তাঁহারা শাসনবিভাগের রাজপুরুষদিগের ন্যায় সামরিক উগ্রমূর্ত্তিতে কার্য্য করিতেন (যেরূপ ভাবে কার্য্য করায় পূর্ব্বোক্ত হত্যাকাণ্ড ঘটে), তাহা হইলে, ভীত লোকেরা যেরূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছিল, বাস্তবিক সেইরূপ কাণ্ডই হইত, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা এই মুক্তিদানের ইতিহাস লিখিতেন, তাঁহারা বিচারবিভাগের আদেশক্রমে অনুষ্ঠিত শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের তালিকাসকল বর্ণবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের নাম যেরূপ "মধ্যস্থ" প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহারা সেইমত প্রকৃত মধ্যস্থের কার্য্যই করিয়াছিলেন, বিভাগীয় একস্থানীয় শাসননীতি অনুসারে যাঁহারা শাসনকর্ত্তানামে বিদিত, তাঁহাদিগের মত কার্য্য করেন নাই, এবং তাঁহারা কেবলমাত্র আইনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, ন্যায় এবং সহৃদয়তা সহকারে কার্য্য করেন। তাঁহারা কেবলমাত্র আইনের ব্যাখ্যা করিয়া, এবং আপনারা নিজে যে কোন একটা ব্যবস্থা করিয়া, অবিলম্বে সেই ব্যবস্থামত কার্য্য করিতে আজ্ঞা না দিয়া, তাঁহারা ধীরভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক জমীদার ও কৃষকদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া, জমীদারদিগের অন্যায় দাবী, এবং কৃষকদিগের ভ্রান্ত ধারণা এবং নির্ব্বুদ্ধিতামূলক আপত্তি একেবারে দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। যে সকল বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক কোনপ্রকার পদোন্নতি বা উপাধি প্রভৃতির আশা করিতেন না, যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বিধির

প্রত্যেক ধারাটীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি না রাখিয়া, প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিদান করিতেন, সেই সকল লোক দ্বারা হৃদয়ের সহিত এরূপ সাধারণ কার্য্য সমাধা হওয়া, রুষীয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল।

ইহাও সত্য বটে যে, এমত কতকগুলি মধ্যস্থও ছিলেন, যাঁহাদিগের প্রতি উক্ত বর্ণনা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক দাসত্বপ্রথাসম্ভূত ধারণা, এবং কল্পনার প্রাবল্যের অন্যায়রূপেই অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্থাৎ জমীদারদিগের পক্ষসমর্থনে নিতান্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন্। কতকগুলি আবার তদ্বিপরীতে অন্যপক্ষে ভ্রান্তিকূপে পতিত হন। এই শেষোক্ত-শ্রেণী, কৃষকদিগের ভবিষ্য মঙ্গলাভিলাষী, আপনাদিগের কতকটা প্রশংসাভিলাষী, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবলরূপে মেকি উদারমতাবলম্বী হইয়া পড়ায়, তাঁহারা যে, উদারতা প্রদর্শন জন্য নহে, ন্যায়বিচার করিবাব জন্য নিযুক্ত, এবং একব্যক্তির স্বার্থনাশ করিয়া, অপরের স্বার্থপূরণ করিবার তাঁহাদিগের যে, কোন অধিকার নাই, তাঁহারা প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যাইতেন।" এ সকল ঘটনা আমি সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞাত আছি—এমন কি যে তুই একজন মধ্যস্থ প্রত্যক্ষরূপে অবাধ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামোল্লেখও করিতে পারি—কিন্তু আমি বলি যে, সেরূপ মধ্যস্থ-সংখ্যা অতি সামান্য ছিল। অধিকাংশ মধ্যস্থই সততার সহিত উত্তমরূপে স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

"দেয় খাজানা দান করিবার যে চুক্তিপত্র ধার্য্য হয়, এবং গ্রামামণ্ডলীগুলি ভূস্বামীগণের নিকট হইতে যে সকল জমি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল জমির মূল্য একেবারে পরিশোধ করিয়া জমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব সংগ্রহ করিবে বলিয়া যে নিয়ম ধার্য্য হয়, তাহার কার্য্য ধীরগতিতে চলে—বাস্তবিক এখনও সেই কার্য্য চলিতেছে। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার ব্যবস্থা হয় ;—দেয় টাকা প্রথমতঃ শতকরা ৬ টাকা হারে স্নুদে মূলধনস্বরূপ স্থির করা হয়, এবং সেই দেয় মোট টাকার পাঁচ অংশের চারি অংশ রাজধনাগার হইতে অবিলম্বেই জমীদারদিগকে প্রদান করা হয়। বাকি এক অংশ কৃষকেরা অবিলম্বেই হউক বা কিস্তীবন্দীমত জমীদারকে দিবে, এবং রাজপক্ষ হইতে যে টাকা প্রদত্ত হয়, কৃষকগণ বার্ষিক শতকরা ৬_ টাকা হারে স্নুদসহ ৪৯ বর্ষের মধ্যে তৎসমস্ত রাজধনাগারে পরিশোধ করিয়া দিবে এমত ধার্য্য হয়। ভূস্বামীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বন্দোবস্তে সম্মতি দান করেন, কারণ তাঁহারা এই সূত্রে একেবারে কতকটা নগদ টাকা পান, এবং প্রাপ্য কর আদায়ের কঠিন কাজ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু চাষারা এই ব্যবস্থামত কাজ করিতে বড় একটা অভিমতি জানায় না। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলা লোক আশা করে যে, পুনরায় মুক্তিদানের চেষ্টা করিয়া, তাহাদিগকে এই দেয় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে, এবং যাহারা সেরূপ হওয়া অসম্ভব জ্ঞান করে, তাহারা ভবিষ্যতে উপকারের আশায় অর্থাৎ যে উপকার লাভ করিতে অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া যাইবে, সেই উপকারের আশায় বর্ত্তমানে কষ্টস্বীকারে অর্থ-

দাম করিতে রাজি হইতে চাহে না। কৃষকদিগের যে পঞ্চমাংশ দান করিবার কথা হয়, অনেক জমীদারই সেই প্রাপ্য টাকার কতকটা—কেহ কেহ বা সমস্তটা না লইয়া, কৃষকদিগকে নিষ্কৃতি দেন। আবার অনেক গ্রাম্যমণ্ডলী একটা ধরাবাঁধা বন্দোবস্তমত পরিশোধ করিতে চাহে না, এই জন্যই অনেক জমীদার, যাঁহারা পাঁচ অংশের চারি অংশমাত্র টাকা লইয়া, সমস্ত পাইলাম বলিয়া, সম্রাটের নিকট স্বীকারপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা বাকি প্রাপ্যের জন্য সম্রাটসদনে আইনমত দাবী করিলে, সেই দাবী পূর্ণ করা হয়, কিন্তু সেসম্বন্ধে কৃষকদিগের সহিত পূর্ব্বে কোন পরামর্শ করা হয় না। মোট ৯৭ লক্ষ কৃষক * সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করে, ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক সত্তর লক্ষ কৃষক, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমে চুক্তিপত্রমত দেয় পরিশোধ করিয়াছে। সে সময়ে যে সকল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তন্মধ্যে ৬৩ খানা "অবশ্য দেয়" রূপে ধার্য্য হয়।

এরূপে দাসগণ যে, কেবল মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহা নহে, জমি পাইয়াছে, এবং যাহাতে তাহারা গ্রামামণ্ডলীর জমির চিরাধিকারী হইতে পারে, এমত পন্থাবিস্কৃতও হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রামামণ্ডলী-সমিতি রক্ষিত এবং পরিবর্দ্ধিতও করা হইয়াছে। কে এই বিরাট সংস্কার করিল? এই প্রশ্নোত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সম্রাটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্র। যদি তাঁহার সমধিক পরিমিত উদ্যম না থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রশ্ন তুলিতেন না, অপরকে তুলিতেও দিতেন না, এবং তিনি যেরূপ প্রবল মতপ্রকাশ ও আগ্রহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, (কেহই তাঁহাকে সেরূপ মতবাদ-মত কার্য্য করিতে অসমর্থ জ্ঞান করেন নাই) যদি সেরূপ না করিতেন, তাহা হইলে এ প্রশ্নটী অনিশ্চিত সময়ের জন্য স্থগিদ থাকিত। সম্রাট, স্বপরিবারের মধ্যে স্বীয় ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনকে (যিনি সকল বিষয়েই বিশেষ দক্ষ) এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য এবং উদ্যমশীল সহযোগীরূপে পাইয়াছিলেন, এবং জার্ম্মাণ রাজকুমারী গ্রাণ্ড ডচেস হেলেনা, যিনি রুশীয়ার মঙ্গলসাধনে সতত নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী এ বিষয়ে যে গুরুতর অংশ অভিনয় করেন, তৎপ্রতিও আমাদিগের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে তাঁহাদিগের ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। এই প্রশ্নটী উঠিবামাত্র বহুসংখ্যক ভূস্বামী আগ্রহের সহিত ইহাতে লিপ্ত হয়েন, এবং যখন দেখেন যে, দাসত্বপ্রথার তিরোধান অনিবার্য্য, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রাচীন স্বত্ব-ক্ষমতাকে বলিদান পূর্ব্বক অবিলম্বেই দাসদিগের সহিত আপনাদিগের সমস্ত সম্বন্ধবন্ধন ছেদন করিয়া দিতে বলেন। এবং যে সময়ে আইন বিধিবদ্ধ হয় সে সময়ে জমীদারগণই বিশ্বস্ততার সহিত আইনজারি করেন। সর্ব্বশেষে আমাদিগের স্মরণ করা উচিৎ যে, কৃষকগণ

---

* ইহার মধ্যে সাংসারিক দাসদিগকে ধরা হইতেছে না, কারণ তাহারা আদৌ জমি পায় নাই।

আইনের মর্ম্ম জ্ঞাত হইবামাত্রই যেরূপ ধৈর্য্যধারণ করিয়া, বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে থাকে, তাহাতে তাহারাও প্রশংসার পাত্র। এমতে ন্যায়সঙ্গতরূপেই বলা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তির দ্বারা, কোন এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অথবা কোন এক শ্রেণীর দ্বারা এই মুক্তিদান কার্য্যসাধিত হয় নাই, সমগ্র জাতির সহায়তাতেই সাধিত হইয়াছে।*

মুক্তিদানকার্য্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়রূপে গণ্য হইয়াছিলেন,—জেনেরল রষ্টফসেক, লানস্কই (আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী), নিকোলাস মিলুটীন, প্রিন্স চারকাসকি, জি, সামারিণ, এবং কোসেলেফ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম ততটা খ্যাত না হইলেও ইহাঁরা যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন,—আই, এ, সলোভিয়েফ, ঝুকোফস্কী, ডমণ্টোভিস, এবং জারস। প্রথমোক্ত দুইজন ব্যতীত (তাঁহারা আমার রুষীয়ায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মরিয়া যান) অপর সকল ব্যক্তির নিকটেই আমি বাধ্যতা স্বীকার করিতেছি। মৃত নিকোলাস মিলুটিন, কেবলমাত্র রাজকীয় কাগজপত্র নহে, অনেক গোপনীয় দলীলপত্র আমাকে দেখিতে দিয়া, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার শোচনীয় অকালমৃত্যুতে রুষীয়া, একজন অতি মহান নীতিজ্ঞ রাজপুরুষকে হারাইয়াছে।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

মুক্তিদানের ফল।

ক—ভূস্বামীগণের পক্ষে।

গোলযোগ—সমস্যা সহজকরণ—প্রত্যক্ষ ক্ষতিপূরণ—পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ—মুক্তিদানের একটী শুভফল—স্বাধীন শ্রমজীবী লইয়া চারিপ্রকারের কৃষিপ্রণালী—কোন্ প্রণালীটী অবলম্বিত হয়—উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের জমীদারিগুলির বর্ত্তমান অবস্থা—প্রিন্স ভিকটর ওয়াসিলসিকফ—একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রদেশের দক্ষিণাংশ—মেষপাল পালন—মৃত্তিকার শুষ্কত্ব—উত্তম শ্রমজীবির অভাব—কৃষকদিগের আলস্য—সাধারণ সিদ্ধান্ত।

রাষ্ট্রবিপ্লবরূপ অথবা আইনরূপ প্রবল বাত্যার দ্বারা যে সময়ে কোন জাতির চলিত আইনগত এবং সমাজনীতিগত সম্বন্ধবন্ধন এবং প্রাচীন প্রণালীমত জীবনযাত্রার প্রণালীগুলি নিষ্ঠুররূপে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, অথচ সেই সময়েই একটা নূতন প্রণালী পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়, সেই গণ্ডগোলপূর্ণ পরিবর্ত্তন সময়ের অবিকল এবং বিশদ বর্ণনা করা, সামাজিক ইতিবেত্তার পক্ষে যেরূপ কঠিন ব্যাপার, সম্ভবতঃ সেরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার আর নাই। আবার যদি পরিবর্ত্তনক্রিয়া সেই সময়েও চলিতে থাকে, তাহা হইলে. সেই কাঠিন্য আরও সমধিক প্রবল হইয়া উঠে; কারণ সেই উপপ্লুত গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলতার মধ্য হইতে অবশেষে কিরূপ স্থায়ী সুশৃঙ্খলা এবং বিধিপ্রণালী সৃষ্ট হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহা অনিশ্চিত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন্‌টী স্থায়ী এবং কোন্ অস্থায়ী, তাহা পৃথক করিয়া লওয়া এবং তৎসম্ভূত দৃশ্যমান লক্ষণের প্রকৃত গুরুত্ব এবং সারত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অর্থাৎ সেই বিশৃঙ্খলতা এবং গোলযোগের মধ্য হইতে পরিণামে কিরূপ ফল প্রসূত হইবে, তাহা সে সময়ে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে।

প্রথমতই মুক্তিদানের ফল সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া, আমি এই কাঠিন্য বিশেষরূপেই অনুভব করিতেছি। ভূস্বত্বের অবস্থার এখনও পরিবর্ত্তন চলিতেছে এবং এখনও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বশেষে ইহা কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, বিশ্বস্ততার সহিত তাহা অনুমান করিয়া বলা অসম্ভব। এই মুক্তিদান কার্য্যটী সামাজিক বিজ্ঞানের একটী বিরাট পরীক্ষাস্বরূপ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এই পরীক্ষার এখনও সমাপ্তি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। সমগ্র প্রয়োজনীয় উপকরণই একত্রিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাহার কর্ত্তব্য অভিনয় এখনও সমাধা করে নাই। এই জন্যই ইতিমধ্যে যে কয়টী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ফল-

লাভ হইয়াছে, আমি এক্ষণে কেবল সেগুলির বর্ণনাই করিতে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ হইবার সম্ভাবনা সে সম্বন্ধে কয়েকটী ইঙ্গিত করিতে পারি। কিন্তু এই সামান্য কার্য্যেও আমি পাঠকের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি, কারণ আমি যে সকল আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, সেগুলি অসম্পূর্ণ। আমি নিজে কতকগুলি স্থানের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং এই বিষয়সম্বন্ধে যে সকল কাগজপত্র এবং প্রস্তাব-প্রবন্ধ পাওয়া যায়, সেগুলিও বড়ই অপক্ক এবং অধারাবাহিক। যদ্যপি অনেকগুলি জমীদারির এবং অনেক স্থানের এতৎসম্বন্ধীয় বর্ণনা সাময়িক সংবাদপত্রে এবং অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে সেই বহুল তথ্যপূর্ণ বর্ণনাগুলি একত্র সংবদ্ধ করিতে এবং এতৎসম্বন্ধীয় বিসম্বাদীমত গুলির সামঞ্জস্য করিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই।*

মুক্তিদান দ্বারা ভূস্বামীগণের কিরূপ উপকারলাভ হইয়াছে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমি সেই বিষয়টীই বিবেচনা করিব।

বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনের প্রথমে যখন মুক্তিদান-প্রশ্ন উঠে, তখন দাসত্বপ্রথা তিরোধানের দ্বারা ভূস্বামীগণের আর্থিক উপকার কিরূপ দাঁড়াইবে, সেসম্বন্ধে সমধিক বিসম্বাদীমত প্রকাশ পায়। সাধারণ্যে সমগ্র সংবাদপত্র এবং যুবকদলের অধিকাংশই কেবলমাত্র মঙ্গলদর্শীর ন্যায় দৃষ্টি দিতে থাকেন, এবং প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূস্বামী এবং কৃষক উভয়পক্ষেরই উপকার লাভ হইবে, এমত প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, বিজ্ঞান, অনেক দিন হইতেই স্থির করিয়া দিয়াছে যে, দাসত্ব বা ক্রীতদাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন শ্রমজীবী-প্রণালীর দ্বারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, এবং ইতিমধ্যেই এই মূলনীতিস্থলটী পাশ্চাত্য য়ুরোপের সকল দেশে সেই উক্তির সত্যতা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিয়াছে। উক্ত দেশগুলিতে বর্ত্তমানে যে কৃষিবিভাগের উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা দাসত্বপ্রথার তিরোধানের পর হইতে আরম্ভ

---

* সাম্রাজ্যের খাস জমীদারীবিভাগের মন্ত্রী মিঃ ভেলুউয়েফের অধীনে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে এক তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতি নিযুক্ত হয়, সেই সমিতির বিজ্ঞাপনী হইতে যে সচরাচর উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এস্থলে সেই বিজ্ঞাপনী খানিকে এই মন্তব্য হইতে বৰ্জ্জিত করিতেছি। উক্ত সমিতির কারণ যে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য এবং বিবরণী সংগৃহীত হয়, আমি বেসরকারী লোকস্বরূপ সেই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলাম, সুতরাং যে সকল সভ্য প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহের ভার পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন (মিঃ চাসলাভস্কী) যে, বিশেষ কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক, মনোযোগের সহিত তথ্য সংগ্রহ করেন, ইহা আমি বলিতে পারি ; এবং অপরাপর সভ্যগণও যে, সেইমত ভাবে আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার মতে উক্ত সমিতি যে শেষ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য এবং পূর্ণ চিত্রস্বরূপ নহে। যাহা হউক, উক্ত বিজ্ঞাপনীর মধ্যে অনেক মূল্যবান উপকরণ আছে, এবং আমি এই সুযোগে আনন্দের সহিত মিঃ ভেলুহুয়েফকে ধন্যবাদ দান করিতেছি, কারণ তিনি যে কেবলমাত্র উক্ত বিজ্ঞাপনীর একখানি অনুলিপি দয়া করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা নহে, যে সকল উপকরণ লইয়া উক্ত বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত হয়, সেগুলিও আমাকে দিয়াছিলেন।

হয়, এবং কৃষিকার্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনের আশু ফলস্বরূপ সর্ব্বত্রই শস্যোৎপাদনের আধিক্য বাড়িয়াছে। রুষীয়ার যে কৃষ্ণমৃত্তিকার বৃথা বড়াই করা হয়, এই কারণেই জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের সামান্য জমিতে তদপেক্ষা সমধিক পরিমাণে শস্য-উৎপাদিত হইতেছে, এবং উন্নতিসূত্রেই সকলস্থানের জমীদারেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুফল ভোগ করিতেছেন। যে ইংলণ্ডে দাসত্বপ্রথা সর্ব্বপ্রথমে উঠিয়া যায়, সেই ইংলণ্ডের জমীদারগণ কি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী নহেন? এবং সহস্র সহস্র দাসের অধীশ্বর রুষীয় উচ্চবংশীয় জমীদারদিগের অপেক্ষা জার্ম্মাণির যে ভূস্বামীগণের অধীনে কয়েক শত মাত্র কৃষক আছে, তাঁহারা কি অধিক ধনী নহেন? এই প্রকার গ্রাহ্য যুক্তির দ্বারা সংবাদপত্রসমূহ জমীদারদিগের নিকট প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অন্ততঃ তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থের জন্য দাসদিগের মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এই সময়ের সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রগুলি ইতিহাসের অস্ফুট উপদেশগুলির এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত মূলনীতিসূত্রের যে ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, অনেক জমীদারই তৎপ্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন না। ধীরচেতা লোকেরা যে সকল সহজ যুক্তিপ্রদর্শন করিতে থাকেন, তাঁহারা তৎসমস্তই খণ্ডন করিতে সক্ষম হন না বটে, কিন্তু উক্ত লোকসকল যেরূপ প্রকাশ করিতেছেন, বাস্তবিক তাঁহাদিগের মঙ্গল এবং সুভফলের আশা ততদূর উজ্জ্বল নহে, তাঁহাদিগের এমত হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, রুষীয়া আর একরকম দেশ এবং রুষীয় লোকেরাও স্বতন্ত্র বিচিত্র। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, এবং জার্ম্মাণির নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পরিশ্রমী এবং উদ্যমশীল বলিয়া বিদিত; অন্যপক্ষে রুষীয় কৃষকেরা অলসরূপে খ্যাত, এবং যদি তাহাদিগকে স্বেচ্ছানত থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহারা অনাহারে মরিবার ভয়নিবারণোপযোগী পরিশ্রম ব্যতীত তদতিরিক্ত কিছুমাত্র শ্রম করিবে না। যে সকল দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের বংশপরম্পরাগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জ্ঞান আছে, এবং প্রচুর মূলধন আছে, সেই সকল দেশের পক্ষে দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন শ্রমজীবী-প্রণালীর দ্বারা সমধিক উপকারলাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু রুষীয়ার জমীদারদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জ্ঞানও নাই এবং কৃষিপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও নাই, অল্পকাল হইতে সামান্য কর্ষণযন্ত্র প্রচলন জন্য যে চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে, তাহার দ্বারা এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। এই সকল কথার উপর আবার একথাও বলা হয় যে, কৃষকেরা ভূমি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা কোনপ্রকারে জমীদারদিগের অধীন থাকিবে না, এরূপে মুক্তিদান কার্য্য কোথাও পরিক্ষীত হয় নাই।

এমতে দেখা যাইতেছে যে, দাসত্বপ্রথা রহিত করিলে, জমীদারদিগের আর্থিক স্বার্থের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে আমরা দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখিতে পাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন্ মতটী সত্যরূপে প্রমাণিত হয়, এক্ষণে আমরা তাহারই পরীক্ষা করিব।

যে পাঠক কোনকালে এরূপপ্রকার কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা করেন নাই, তিনি স্বভাবতই অনুমান করিতে পারেন যে, কেবলমাত্র বহুসংখ্যক জমীদারের সহিত এসম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া, তাঁহারা যাহা বলিবেন, তদবলম্বনে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেই এই প্রশ্নটী সহজে মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একাজটী বড়ই কঠিন। সাধারণ্যে জমীদারগণ, তাঁহাদিগের কিরূপ পরিমাণে ক্ষতি এবং কিরূপ পরিমাণে লাভ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারেন না, এবং যদিই তাঁহাদিগের নিকট হইতে একটা নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাও আবার সবগুলিই বিশ্বাস্য নহে। যে সময়ে দাসত্বপ্রথা চলিত ছিল, সে সময়ে অতি কম জমীদারই ঠিক হিসাব বা কোন রকম হিসাব রাখিতেন, এবং যখন তাঁহারা জমীদারীতে বাস করিতেন, তখন অনেকগুলি আয় হইত, কিন্তু সেই আয়গুলিকে অঙ্কে পরিণত করা দুঃসাধ্য। অনেক জমীদার পূর্ব্বে নগদ যত খাজানা পাইতেন, এখন তদপেক্ষা সমধিক টাকা পাঠাইয়া থাকেন, অথচ এখন তিনি একপক্ষে দরিদ্র, কারণ এখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে পর্য্যাপ্ত ব্যয় পূর্ব্বক বাস করা কঠিন দেখিতেছেন। অবশ্য, প্রত্যেক জমীদারই এখন মোটা-মোটী বুঝিতে পারেন যে, পূর্ব্বকার অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা ভাল কি মন্দ, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বকার এবং বর্ত্তমানের আয় সম্বন্ধে যে অস্ফুট কথা সকল বলেন, সে কথাগুলির কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। যে গুলির সহিত কৃষকদিগের বা কৃষিক্ষেত্রের কোন সংশ্রব ছিল না, সে গুলিকেও এত অধিক পরিমাণে হিসাবের ভিতর আনা হয় যে, সেই হিসাবের শেষ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলে, মুক্তিদানের আর্থিক ফল কতদূর হইয়াছে, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য আমরা যে চেষ্টা করিতেছি, সে চেষ্টার কোন বিশেষ সহায়তা হয় না। আবার সকল স্থলে—বিশেষতঃ বিদেশীয়ের নিকট ফলাফলটী পক্ষপাতশূন্যরূপে ব্যক্ত করা হয় না। যাঁহারা কাব্যের ভাষায় নানা ছন্দে দাসত্বের কথা বলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমি দুইশ্রেণীর লোক দেখিয়াছি। একশ্রেণী প্রমাণ করিতে অভিলাষী যে, এই মুক্তিদান দ্বারা সকল বিষয়ের সমূহ সফলতা লাভ হইয়াছে, এবং সকলশ্রেণীই কেবল নৈতিক নহে, আর্থিক উপকার পাইতেছেন, অন্যশ্রেণী, সাধারণ্যে জমীদারদিগকে এবং বিশেষতঃ আপনাদিগকে একটা মহান প্রয়োজনীয় দেশহিতৈষিতামূলক সংস্কারকার্য্যের জন্য এবং স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য আত্মস্বার্থত্যাগীরূপে প্রকাশ করিতে যত্ন করেন। এই দুইশ্রেণীর লোক যে, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই প্রতারিত এবং ভ্রান্ত করিয়া থাকেন, আমি একমূহূর্ত্তের জন্যও এমত অনুমান করি না, কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তির মূল্য যতদূর, সতর্ক তত্ত্বানুসন্ধায়ীর পক্ষে সে উক্তিগুলির তদপেক্ষা অধিক মূল্য জ্ঞান না করাই বিহিত।

নিম্নলিখিত দুইটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন দ্বারা মূল সমস্যার মীমাংসা করা অনেক সহজ হইবে, আমার এমত বোধ হইতেছে ;—

১—জমীদারদিগের অধীনস্থ দাসদিগকে মুক্তিদান করায়, এবং তাঁহাদিগের জমীদারির সমধিক পরিমিত ভূমির স্বত্ব কৃষকগণকে প্রদান করায়, জমীদারগণের সেই ক্ষতি প্রত্যক্ষরূপে কতদূর পূরণ হইয়াছে?

২—জমীদারগণ তাঁহাদিগের জমীদারির বাকি জমি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মুক্তিদানের পর হইতে অন্য কারণে যে আর্থিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তদ্বারা তাঁহারা অপ্রত্যক্ষরূপেই বা কতদূর লাভবান হইয়াছেন?

প্রথম প্রশ্নটী সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, জমীদারগণ আপন ইচ্ছাতেই কৃষকদিগের উপর যে ক্ষমতা ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং দাস-শ্রমজীবীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় তাঁহাদিগের যে ক্ষতি হয়, তদ্বিনিময়ে কিছুমাত্র ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়েন নাই; এবং এই উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন জন্য অনেক রাজকীয় উক্তি সাক্ষ্যস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।* যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে যেমন প্রকাশ করিয়াছি, অনেক জমীদারই ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনেক টাকা লয়েন; সম্রাট স্বেচ্ছাক্রমে আইন করিয়া, বহুসংখ্যক কৃষকের উপর চলিত খাজনার হার অপেক্ষা দেয় বার্ষিক হার ধার্য্য করেন এবং সেই কৃষকদিগের মত না লইয়া, তৎসমস্ত জমীদারদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

সাম্রাজ্যের দুইটী প্রধান কৃষিপ্রদেশকে যদি আমরা সতর্কতার সহিত বিভক্ত করি, তাহা হইলে এই সমস্যাপূরণ আরও সহজ হইয়া আসিবে। রুষীয়ার বন্য প্রদেশটী এস্থলে একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, কারণ তথায় দাসাধিকারী ভূস্বামী আদৌ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে এবং ভলগডার উত্তর প্রদেশে মুক্তিদানের সময় কেবলমাত্র ৬টী দাস ছিল, এবং তাহারা যে, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অধীনে ছিল, তাঁহাদিগের আদৌ জমীদারী ছিল না।

এক্ষণে দাক্ষিণাত্য কৃষিপ্রদেশ অর্থাৎ যে অঞ্চলটী "কৃষ্ণমৃত্তিকা" প্রদেশ নামে গণ্য, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, দেখা যাউক যে, দাসদিগের মুক্তিদানসূত্রে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদিগকে জমীদারির কতক অংশ দান করিতে হওয়ায়, জমীদারগণ, তদ্বিনিময়ে কতদূর ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছেন।

উক্ত প্রদেশের উত্তর অংশে তিনচাষ-প্রণালী প্রচলিত ছিল, সেখানে দাসত্বপ্রথা উঠাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। ভূমি স্বভাবতই উত্তম, এবং সে সময়েও তাহার আদিম উর্ব্বরতা যথেষ্ট ছিল, সুতরাং অধিবাসীগণের পক্ষে যতদূর প্রয়োজনীয়, তথায় সহজেই তদপেক্ষা প্রচুর পরিমিত শস্য উৎপাদিত করা যাইতে পারিত। যেরূপ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিত, তদনুসারে চাষ করিবার উপযুক্তসংখ্যক অধিবাসীও ছিল, এবং যে পরিমিত জমি, দাসদিগের নিজের ব্যবহার জন্য তাহাদিগকে একেবারে প্রদত্ত হয়, তাহারা পূর্ব্বে জমীদারদিগের জমিতে যে, শারীরিক শ্রম করিত, তাহা সেই শ্রমের উপযুক্ত পরিমিত ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছিল, এমত গণ্য করিতে হইবে। এই কারণেই যে সকল জমীদার, তাহাদিগের উপর অতিরিক্ত অন্যায়

গুরুভার অর্পণ করিতেন না, তাঁহারা দাসদিগকে যে জমি অস্থায়ীরূপে দান করিয়াছিলেন, সেই জমি প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক দাসদিগকে একেবারে মুক্তিদান করিতে পারিতেন, এবং সেইসূত্রে তাঁহারা খুব সম্ভব জানিতে পারিতেন যে, তদ্বারা তাঁহাদিগের কিছুমাত্র আর্থিক ক্ষতি হয় নাই। তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব দাসগণ, তখন তাঁহাদিগের কৃষিক্ষেত্রে শ্রমজীবীরূপে কাজ করিতে নিযুক্ত হইত, অথবা একটা ন্যায়সঙ্গত বার্ষিক দেয় খাজানা স্থির করিয়া, সেই জমি জমা লইতে পারিত ; এবং এই নূতন ব্যবস্থামত তাঁহাদিগের জমীদারির আয় পূর্ব্বমতই অধিক হইতে থাকিত। একথা যে কেবল কল্পনামাত্র ইহা যেন মনে করা না হয়। আমি এমত অনেকস্থলে দেখিয়াছি যে, যে সকল লোক বাণিজ্য-ব্যবসা করিত, এবং আইনমত যাহাদিগের দাস রাখিবার শক্তি ছিল না, তাঁহারা জমীদারী ক্রয় করিয়া, চাষের দ্বারা বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেন। এক কথায় এই প্রদেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীনভাবে শ্রমজীবির কার্য্য করা অতি সামান্য পরিমিত ভাল ছিল মাত্র, এবং সেই জন্যই আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, দাসদিগকে মুক্তিদান করায় জমীদারগণের ক্ষতিপূরণের কিছু প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের জমীদারির যে পরিমিত জমি গ্রাম্যমণ্ডলীকে একেবারে প্রদান করা হয়, তাহার মূল্য ঠিক উপযুক্ত পরিমাণে ধার্য্য করা হয় না, কিন্তু সেই আনুমানিক এবং প্রকৃত মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বড় অধিক ছিল না। জমির মূল্য যে, এক্ষণে অনিবার্য্যরূপে বৃদ্ধি হইতেছে, তৎসম্বন্ধে জমীদারগণ যে, একমাত্র অনুযোগ করেন তাহাই কেবল ন্যায়সঙ্গত। জমির মূল্য বৃদ্ধি হইবে, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে অনুযোগের প্রতি কর্ণপাৎ করা হয় না।

উক্ত প্রদেশের দক্ষিণাংশে আসিয়িক বিস্তৃত পতিত প্রদেশের প্রণালীমত * কৃষিকার্য্য হইত, সুতরাং সেখানকার অবস্থা কতকটা অন্য রকম ছিল। এখানকার অধিবাসী সংখ্যাও সমধিক নহে, সুতরাং যত শ্রমজীবির দরকার, তত পাওয়া যায় না। এই জন্যই এখানে দাসত্বপ্রথা অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত, কিন্তু এখানকার দাসত্বপ্রথা তিরোধানের জন্য জমীদারেরা আদৌ ক্ষতিপূরণ পান নাই, কারণ তাঁহাদিগের যে সমধিক পরিমিত জমি মুক্ত কৃষকদিগকে দেওয়া হয়, সেই জমির প্রকৃত মূল্য যত, কৃষকগণ তদধিক মূল্য দেয় নাই।

এক্ষণে আমরা উত্তরাঞ্চলের কৃষিপ্রদেশে আসিলে, দেখিতে পাই যে, জমীদারদিগের পক্ষে অন্যান্য অনেক কারণে এখনও দাসশ্রমজীবির আবশ্যক অধিক।

---

* পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে এই প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। জমিতে কোনপ্রকার সার দিয়া একাদিক্রমে ৩ হইতে ৬ বর্ষ পর্য্যন্ত চাষ করা হয়, তৎপরে পুনরায় উর্ব্বর হইবে, এই আশায় তাহার দ্বিগুণ সময়ের জন্য সেই জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হয়। যেখানে জমির পরিমাণ অধিক, সেখানেই কেবল এই প্রণালী চলিতে পারে, কিন্তু পরিণামে এখানকার ভূমিরও উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া আসিবে।

এখানকার ভূমি তত ভাল নহে, এবং এত অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে যে, এখানে কৃষিকার্য্যে যে ব্যয় হয়, তাহার উপযুক্ত অধিক আয় হয় না। এই কারণে এখানে জমীদারদিগের কৃষিকার্য্য যে, কেবল প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিত তাহা নহে, মূলতঃ দাসত্বপ্রথার উপর নির্ভর করিত। এমতে দাসত্বপ্রথা রহিত হওয়ায় জমীদারদিগের গুরুতর ক্ষতি হয়; কিন্তু তাঁহাদিগের এই ক্ষতি কতকটা পূরণ হইয়াছে, কারণ তাঁহাদিগের যে পরিমিত জমি গ্রাম্যমণ্ডলীর হস্তে একেবারে প্রদত্ত হইয়াছে, চলিত খাজানা অপেক্ষা সমধিক হারে তাঁহারা তাহার বার্ষিক কর পাইয়া থাকেন।

এই অঞ্চলের মধ্য অংশে দাসত্বপ্রথার অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া, নূতন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। আদিম অবস্থায় কৃষকেরা জমীদারের জমিতে পরিশ্রমপূর্ব্বক চাষ করিয়া দিত, এবং সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহারা আপনাদিগের চাষের জন্য কতক জমি পাইত। এই উত্তর-মধ্যপ্রদেশে তৎপরে সেই ব্যবস্থার রূপান্তর হয়, অর্থাৎ জমীদারগণ, আপনাদিগের সমস্ত দাসকেই সেরূপে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই স্বয়ং অন্য কোন কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে দিতেন, এবং তদ্বিনিময়ে তাহাদিগের নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক টাকা লইতেন। সেই সকল জমীদারের ক্ষতিপূরণ করিয়া না দিয়া, দাসদিগকে মুক্তিদান করায়, অবশ্যই তাঁহাদিগের ভয়ানক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, শেষ ধার্য্য করা হয় যে, সকল কৃষককেই—এমন কি যাহারা কৃষিক্ষেত্রে শ্রম না করিয়া অন্যোপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকেও জমি লইতে হইবে, এবং চলিত খাজানা অপেক্ষা অধিক পরিমিত হারে কর দিতে হইবে।

এমতে আমরা দেখিতেছি যে, উত্তরাঞ্চলের কৃষিপ্রদেশে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দেওয়ায়, মুক্তিদান-বিধি অনুসারে কৃষকদিগের উপর যে, বার্ষিক কর ধার্য্য হইয়াছে, তদ্দ্বারা তথাকার জমীদারগণের কতকটা ক্ষতিপূরণ হইতেছে। যাহা হউক, ইহা কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষতিপূরণটা যত অধিক বোধ হয়, বাস্তবিক তত নহে। খাজানা আদায় করা যে, কষ্টসাধ্য এবং প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা জমীদারগণ বিলক্ষণ জানিতে পারেন; এবং তখন তাঁহাদিগের এই এক ভয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তিদান আইনে যেমত ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে কৃষকেরা তাঁহাদিগের জমীদারী ত্যাগ করিয়া, নগর সমূহে বা দেশের অন্য কোন উর্ব্বরপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক সেই দেয় খাজানা হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এরূপ স্থলে জমীদারদিগের সেই ক্ষতি নিবারণের কেবল একটী মাত্র উপায় ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা আইনমত কৃষকদিগকে একেবারে সমস্ত টাকা দিয়া জমি ক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে অনেকটা ক্ষতি সহ্য করিতে হইত। প্রথমতঃ তাঁহারা কৃষকদিগের অমতে সেরূপে জমী বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, তাঁহাদিগকে পাঁচভাগের চারিভাগ মাত্র মূল্য লইয়া, সমস্ত পাইলাম বলিয়া

লিখিয়া দিতে হইত, এবং দ্বিতীয়তঃ সেই পাঁচভাগের চারিভাগের মধ্যে নগদ টাকার পরিবর্ত্তে সমধিক পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের খত লইতে হইত, * কিন্তু একেবারে সমধিক সংখ্যক উক্ত খত বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হওয়ায়, সেই খত্তের মূল্য, মূল মূল্য হইতে শতকরা ৮৲ পরিমাণে কমিয়া যায়। এমতে তাঁহারা প্রত্যেক দাসের নিকট হইতে ১৫০ রুবল মুদ্রার পরিবর্ত্তে নাম মাত্র ১৩০ রুবল মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন,' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খতের বাজার অনুসারে সেই টাকা আরও অনেক কম পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েন। তবে ১৫ বর্ষ পরে গবর্ণমেন্ট যে, সেই খতের সমস্ত টাকা ব্যাঙ্ক নোটের দ্বারা একেবারে পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, যাঁহারা ততদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা সেই ১৫ বর্ষ অতীত হইবার পূর্ব্বে সেই টাকা চাহেন, তাঁহাদিগের টাকা শতকরা সমধিক হ্রাস হইলেও জমীদারির উপর, রাজধনাগারের প্রাপ্য সমস্ত আদায় করিয়া লইয়া, অতি অল্পমাত্র টাকাই শেষ জমীদারকে প্রদান করা হয়।

এক্ষণে প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাউক। গ্রাম্যমণ্ডলীকে দেয় জমি দান করিয়া, জমীদারদিগের নিজের অধীনে যে সকল জমি থাকে, তাঁহারা সে জমি লইয়া কি ব্যবস্থা করেন? মুক্তিদানের পর যে, সাধারণ্যে আর্থিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেই সূত্রে তাঁহারা অপ্রত্যক্ষভাবে কোনরূপে ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন কি না? দাসত্বপ্রথার পর স্বাধীন শ্রমজীবী নিয়োগ করিতে তাঁহারা কতদূর পরিমাণে সফল হইয়াছেন, এবং তাঁহারা এক্ষণে জমীদারী হইতে কত লাভ পাইয়া থাকেন? এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর দান করিতে হইলে জমীদারদিগের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা বলা দরকার।

দাসত্বপ্রথার তিরোধান দ্বারা সকল জমীদারেরই এক বিষয়ে উপকার হইয়াছে। এই সূত্রে তাঁহারা পূর্ব্বতন আলস্য এবং একঘেয়েভাবে অবস্থান পরিত্যাগ করিতে এবং আপনাদিগের আয়ব্যয় এবং বিষয় সম্পত্তির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ও হিসাব রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বংশানুক্রমিক অমনোযোগিতা, এবং ঔদাস্য দূর হইয়াছে। তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দাসপূর্ণ জমীদারী, স্বতঃ-চালিতযন্ত্রের ন্যায় সকল সময়ে স্বতঃই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাদি সরবরাহ করিবে, তাঁহাদিগের এরূপ জ্ঞান, অপরিমিতরূপে সমগ্র নগদ মুদ্রা ব্যয়, এবং কাল কি হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা না করা প্রভৃতি সমস্তই একেবারে তিরোহিত এবং অতীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। জমীদারগণ এতকাল যে, বিস্তৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যজনক পথে গমন করিতেন, ঘটনাচক্রের বিষম বলে সেই পথটী হঠাৎ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, সংকীর্ণ, কষ্টকর এবং কণ্টকপূর্ণ পথাবলীতে পরিণত হইয়া যায়। কোন্ পথ দিয়া গমন করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ জন্য প্রত্যেককে স্বস্ব বুদ্ধিব্যয় করিতে হয়, এবং সেই পন্থা মনোনয়নের

---

* শতকরা ৫৲ টাকা সুদে এই খত প্রদত্ত হয়।

পর প্রত্যেককে যথাসাধ্য শক্তির সহিত সেই পথানুসরণ করিতে হয়। আমার স্মরণ হয়, একদা আমি একজন জমীদারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, দাসত্বপ্রথা রহিত হওয়ায়, আপনি যে শ্রেণীভুক্ত লোক, সেই শ্রেণীর কি ফললাভ হইয়াছে? তিনি যে উত্তর দেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার উপযোগী। তিনি বলেন, “পূর্ব্বে আমরা কোন হিসাবপত্র রাখিতাম না এবং স্যাম্পেন মদ্য পান করিতাম; এখন আমাদিগকে হিসাবপত্র রাখিতে হয়, এবং বিয়ারপান করিয়াই তুষ্ট থাকি।” হেঁয়ালী উত্তরের ন্যায় এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা প্রকৃত ব্যাপারের সম্পূর্ণ অবস্থাপ্রকাশক নহে, কিন্তু কিরূপ বিষম পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, ইহা তাহা প্রকাশ করিতেছে। দাসত্বপ্রথার তিরোধান হইবামাত্রই “উদ্যানের ফুলের” ন্যায় অবস্থান করা অসম্ভব হয়। যে সকল ভূস্বামী এতকাল আলস্যের সহিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ করিতেন, তাঁহারা এই সময়ে মনে মনে প্রশ্ন করেন যে, এখন কিরূপে আমি সংসার চালাইব? তাঁহাদিগের অধীনে যে জমি ছিল, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে লাভ হইতে পারে, সকলেই এই সময়ে তাহার চিন্তা করিতে থাকেন। একটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবেই, এবং সেরূপ পরিবর্ত্তন করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হয়। পাহাড়ের উপর যে পাষাণপ্রাকার বহুকাল হইতে অটলভাবে অবস্থান করিতেছে, একবার যদি তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, এবং সেই সূত্রে সেই প্রাকার নিম্নাভিমুখে পড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যতই তাহা নিম্নগামী হয়, ততই তাহার বলবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ততই বর্দ্ধনশীল ত্বরার সহিত পতিত হয়।

প্রত্যেক ভূস্বামীই তখন আপনা আপনি প্রশ্ন করেন যে, “আমার অধিকারে যে জমি রহিল, তাহা লইয়া এখন কি করিব?”

যাঁহারা আপনাদিগের জমীদারিতে বাস করিতেন না, বা যাঁহারা আপনাদিগের জন্য চাষ করাইতে ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহারা কেবলমাত্র একটা বার্ষিক খাজানা স্থির করিয়া, সমগ্র জমি কৃষকদিগকে বিলি করিয়া দিয়া, এই প্রশ্ন সহজে মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা সমস্ত কষ্ট এবং দারিদ্র দূর হইয়া যায় বটে, কিন্তু এক বিষয়ে ইহা মহা অসুবিধাজনক বোধ হয়, কারণ রুষীয় কৃষকেরা কোন জমি জমা লইলে, প্রায়ই নিতান্ত মন্দপ্রণালীতে চাষ করে, এবং জমিতে অবিশ্রান্ত চাষ দ্বারা যতদূর সম্ভব শস্য উৎপন্ন করিয়া লইয়া, জমির উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্যই জমাবিলি আশু উপকারক বোধ হইলেও ইহা জমীদারদিগের পক্ষে ক্ষতিসাধক। ইংলণ্ডে যেমন ফারমার অর্থাৎ বড় বড় সঙ্গতিপন্ন কৃষিজীবী আছে, এবং তাহারা যেমন কৃষিক্ষেত্র জমা লইয়া, ক্ষেত্রের কোন অনিষ্ট না করিয়া, কৃষিকার্য্য চালায়, রুষীয়ায় সেরূপ শ্রেণীর কোন লোক নাই।

যে সকল জমীদার নিজে চাষ করাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত চারিটী উপায় ছিল,—

প্রথম উপায় যে, যাঁহারা দাসদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্য চালাইতেন, তাঁহারা প্রাচীন

ব্যবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়া, কৃষকেরা সম্মত হইলে, তাহাদিগের দ্বারাই কৃষিকার্য্য চালাইতে থাকেন। গ্রাম্যমণ্ডলী জমির জন্য জমীদারকে যে বার্ষিক টাকা দিতে বাধ্য ছিল, সেই টাকার পরিবর্ত্তে গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের মধ্যে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমত জমীদারের জমিতে শ্রমজীবী নিয়োগ করাইত।

দ্বিতীয় উপায়টী এই যে, গ্রামমণ্ডলীর সহিত বা যে কোন কৃষকের সহিত একটা চুক্তি ধার্য্য করা হইত, তদনুসারে মণ্ডলী বা কৃষক, জমীদারের জমিতে শ্রমপূর্ব্বক চাষ করিয়া দিলে, জমীদার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমিত নগদ টাকা দিবেন, কিম্বা কতক পরিমিত পশুচারণভূমি দিবেন, কিম্বা জ্বালানি কাষ্ঠ দিবেন, এমত ধার্য্য হয়। সেই চুক্তিমত কার্য্যারম্ভ হইলে, কৃষকেরা আপনাদিগের ঘোটক এবং কর্ষণযন্ত্র দ্বারা কৃষিকার্য্য করে, এবং সেই কৃষিকার্য্যের পরিমাণ একার প্রতি গণনা করা হয়।

তৃতীয় উপায় এই যে, জমীদার এবং কৃষক উভয়ে কিছুদিনের জন্য মিলিয়া চাষ করেন। এস্থলে জমীদার জমি এবং বীজদান করেন, এবং কৃষকেরা আপনাদিগের ঘোটক ও কর্ষণযন্ত্র লইয়া সকল কার্য্য সমাধা করে। উৎপন্ন শস্য উভয়ে সমান অংশে বা পূর্ব্বে যেমন নির্দ্ধারিত হয়, সেইমত অংশে ভাগ করিয়া লয়েন।

চতুর্থ এই যে, পাশ্চাত্য য়ুরোপের আদর্শে কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বেতনভোগী শ্রমজীবী নিয়োগ। এ উপায় দ্বারা জমীদাদের সহিত পূর্ব্বতন দাসদিগের সমস্ত সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়।

যে সকল ভূস্বামী শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, শেষোক্ত উপায় দ্বারা চলিত কৃষিকার্য্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ উন্নতিসাধনের সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারেন যে, উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে এই উপায়টী অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। স্থায়ী উন্নতিসাধন জন্য অবিলম্বে অনেক টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন এবং চলিত খরচের জন্য বহুল পরিমিত মূলধনেরও দরকার। গণনা করা হয় যে, ইংলণ্ডে কোন লোক কোন কৃষিক্ষেত্র জমা লইলে, তাহাকে প্রথম দেড় বর্ষের জন্য ৩০০০০ টাকা ব্যয় করিতে হয়।* বিশেষ সুবিধা সুযোগ থাকিলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিতে কত ব্যয় হয়, ইহার দ্বারা তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। রুষীয়ার ন্যায় দেশে এই ব্যয় যে আরও বাড়িবে, তাহা বলা বাহুল্য। মুক্তিদানের সময় রুষীয় জমীদারগণ এত অধিক মূলধন কোথায় পাইবেন? তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই নগদ টাকা অপেক্ষা ঋণই অধিক ছিল। ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে সকল মহাজনী সভার নিকট হইতে টাকা ধার পাওয়া যাইত, এসময়ে সে উপায় রহিত হইয়া যায়, এবং নূতন কোন মহাজনীসভাও তখন সৃষ্ট হয় নাই। কোন লোকের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করা এ সময়ে

---

* ষ্টিফেন্স সাহেবের "বুক অব দি ফারমস্" নামক গ্রন্থের (লণ্ডন এবং এডিনবর্গ, ১৮৭১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বনাশকর বিবেচিত হইত ; কারণ এ সময়ে কেহ শতকরা ১০্ টাকা হারে সুদে ধার দিলে, সে সুদ "মিত্রতাজনক" সুদরূপে গণ্য হইত। মণ্ডলীকে যে জমি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা একেবারে বিক্রয় করা যাইতে পারিত বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইতে পারিত না ; কারণ জমিদারীগুলি পূর্ব্বে বন্দক দেওয়া থাকায়, রাজপক্ষ হইতে তাহার সমস্ত প্রাপ্য কাটিয়া লইয়া, নগদ টাকার বদলে ক্ষতিজনক খত দেওয়া হইত। সেই সঙ্গে আরও অনেকগুলি গুরুতর বাধা ছিল। জমীদারদিগের নিজের কলকৌশলসম্বন্ধে কোনপ্রকার জ্ঞান ছিল না, এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যসম্বন্ধেও তাঁহারা কোন কালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকপ্রণালীর চাষের বিষয় অতি অল্পসংখ্যক জমীদারই জানিতেন। অনেকেরই কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একাধারে প্রায় দৃষ্ট হইত না। আবার যে দুই একজনের প্রয়োজনীয় মূলধন, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহারাও একার্য্যটী বড়ই কঠিন দেখিতে পান ; কারণ প্রথমেই কৃষিকার্য্যের শিক্ষিত শ্রমজীবী পাওয়া দুর্ঘট হয় ; আবার প্রায়ই প্রয়োজনীয় সংখ্যক যে কোনপ্রকার শ্রমজীবীও পাওয়া যাইত না।

উক্ত অবস্থায় সমধিকসংখ্যক ভূস্বামীই উক্তপ্রকার উপায়াবলম্বন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দৃঢ়রূপে চিন্তা করেন না। প্রথমতঃ অনেকেই উপরিবর্ণিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপায়ও অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন না, তাঁহারা মুক্তিদান আইনে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থামত প্রাচীনপ্রণালীতে চাষ করিতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই সেই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ অসুবিধা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে সময়ে কৃষকদিগের উপর জমীদারগণের অসীম ক্ষমতা প্রভুত্ব ছিল, সে সময়ে যে প্রণালীর দ্বারা চাষ করা কঠিন হইত, এ সময়ে আইনের অসীম বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, এবং আপনার আইনসঙ্গত স্বত্ব পূরণ করিয়া লইবার কোনপ্রকার সুবিধা না থাকায়, সেই প্রণালীর দ্বারা কাজ করা যে, জমীদারদিগের পক্ষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কঠিন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। মুক্তিপ্রাপ্তির পর কৃষকগণ যতদিন না আপনাদিগের নূতন স্বত্ব ও দায়িত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল, জমীদারগণ ততদিন তাহাদিগকে কোন আজ্ঞা করিলে, যদি তাহারা তাহা পালন না করিত, তাহা হইলে, জমীদার কেবল মধ্যস্থের নিকট অনুযোগ করিতে পারিতেন মাত্র, তাঁহাদিগের নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সেই অনুযোগ যতই কেন সত্য হউক না, বহুকষ্ট সহ্য এবং সময় নাশ না করিলে আর তাহার মীমাংসা হইত না। পশুদিগের আহার্য্য তৃণ প্রস্তুত বা শস্যকর্ত্তনের সময় একদিন বিলম্ব হইলেই বহুল ক্ষতি হইয়া থাকে। কৃষকেরা কেবল সেই সময়েই প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিত। তাহাদিগের নিজের শস্য বা উক্ত তৃণ কর্ত্তন করিবার দরকার হইত, সুতরাং সেই কার্য্যেই নিযুক্ত হইত, এবং তাহারা মনে মনে বেশ জানিত যে, তাহারা ভূতপূর্ব্ব প্রভুর দায়িত্বপালন না করিলে, এখন আর গুরুতর দণ্ড পাইবে না। এই কারণে ভূস্বামীগণ ঘটনাচক্রে পড়িয়া, অন্য উপায় অবলম্বন করিতে

বাধ্য হইয়া পড়েন; এবং অন্যপক্ষে কৃষকেরা আইনের বন্ধনীগুলি বড়ই কষ্টকর জ্ঞান করিয়া, স্বেচ্ছায় সেই প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হয়।

অবশিষ্ট অপর তিনটী উপায়ের মধ্যে অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা প্রায়ই কঠিন হইয়া উঠে, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্রই সেই কাঠিন্য সমধিক সমান হয় না। দেশের যে অঞ্চলটী "কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রদেশ" নামে গণ্য, তথাকার ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা তখনও উত্তমরূপে থাকায়, অতি প্রাচীনকালের প্রণালীমত চাষ দ্বারা কৃষিকার্য্যে বেশ লাভ হইতে থাকে, এবং সেইসূত্রেই জমীদারগণ আপনাদিগের সুবিধামত ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। যেস্থলে জমীদারগণ আদৌ কৃষিকার্য্য করিতে চাহিতেন না, সেস্থলে প্রতিবাসী কৃষকগণ উপযুক্ত খাজানায় জমি জমা লইতে সতত প্রস্তুত হইত। উত্তর কৃষিপ্রদেশে জমি এত অনুর্ব্বর হইয়া গিয়াছিল যে, অতি প্রাচীন প্রণালীমত চাষের দ্বারা বিশেষ লাভ হইত না, জমীদারগণ কেবলমাত্র দাসত্বপ্রথার দ্বারা কোনরকমে কৃষিকার্য্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই প্রদেশের ভূস্বামীগণ বিশেষ পরিবর্ত্তনমূলক উপায়াবলম্বন ব্যতীত কৃষিকার্য্য চালাইতে পারেন না; অন্যপক্ষে কৃষকদিগকে সেই জমি জমা দিলে অতি সামান্যমাত্র আয় হইত।

উক্ত দুইটী কৃষিপ্রদেশের অবস্থার গুরুতর বিভিন্নতা, দুই স্থলের ভূস্বামীগণ এবং তাঁহাদিগের জমীদারীগুলির বর্ত্তমান অবস্থার উপর প্রতিফলিত হইতেছে। উত্তর প্রদেশের প্রায় সকল জমীদারই কৃষিকার্য্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং যতদূর সম্ভব প্রতিবাসী কৃষকদিগকে জমা বিলি করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যে সকল বাটীতে বাস করিতেন (সে বাটীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অতি বড় বড় ছিল), তন্মধ্যে অনেকগুলিই পরিত্যক্ত, কালের কবলে বিধ্বস্ত হইবার জন্য অযত্নে রক্ষিত, এবং যাঁহারা সেই সকল বাটীতে বাস করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে নগরসমূহে অবস্থান পূর্ব্বক রাজকার্য্যালয়ে অথবা অধুনা অতি দ্রুতগতি বাণিজ্য ব্যবসা এবং কলকৌশলসম্বন্ধীয় যে সকল অনুষ্ঠান হইতেছে, তৎসমস্তে লিপ্ত হইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। যদি কোন নীতিবিদ্ এই অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে যান, তাহা হইলে, এজগতে ধনমানগৌরব যে কেমন অস্থির, এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করিয়া, প্রত্যহ অপরিমিত ব্যয় করিয়া চলা যে, কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতামূলক, সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার তিনি প্রচুর উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। দক্ষিণ প্রদেশের জমীদারীগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সমধিক সজীবতা প্রদর্শন করিতেছে। প্রায় সকল জমীদারই এক্ষণে আপনাদিগের জমীদারির অন্ততঃ এক অংশেও চাষ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা নিজে যে সকল ক্ষেত্রে চাষ করিতে চাহেন না, সহজেই সেই সকল ক্ষেত্র প্রতিবাসী কৃষকদিগকে জমাবিলি করিয়া দিতে সক্ষম। কতকগুলি জমীদার, চাষাদিগের সহিত চুক্তির দ্বারা চাষ করাইতেছেন, অপর কতকগুলি একার প্রতি উৎপন্ন শস্যের বিভাগপ্রণালী ধার্য্য করিয়া চাষ করাইতেছেন এবং অনেক জমীদার পশ্চিম য়ুরো-

পের আদর্শে বেতনভোগী শ্রমজীবীদিগকে নিযুক্ত করিয়া, কৃষিকার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যে জেলায় ঘনবসতি, সেখানকার জমীদারগণ আপনাদিগের সমস্ত জমি জমাবিলি করিয়া দিয়া তদ্বারা যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। রুষীয় কৃষকেরা শ্রমজীবীরূপে কার্য্য না করিয়া, নিজে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্যসূত্রে ক্ষতি সহ করিতে বা লাভ করিতে, এবং উচ্চ হারে খাজানা দিতে ভাল বাসে। *

যে সকল জমীদারীতে বেতনভোগী কৃষক নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং কৃষিপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে, সেগুলি প্রায়ই "কৃষ্ণমৃত্তিকা" প্রদেশে স্থাপিত। সেখানকার জমি উর্ব্বরা, এবং শ্রমজীবীও উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক অবস্থাও উত্তম, এবং শস্যাদি বিক্রয়ের বাজারও অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রদেশের যে কোন জমীদারের পক্ষে কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনসূত্রে যে বহুল পরিমিত আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এই স্থলে রুষীয়ার কৃষিবিভাগের উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্রতীরূপে প্রসিদ্ধ প্রিন্স ভিকটর ওয়াসিলসিকফের অধিকারভুক্ত বৃহৎ জমীদারির কয়েকটী কথার উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছি। দাসদিগের মুক্তিদানের পূর্ব্বে বার্ষিক নিট আয় ৪৬১৩ রুবল মুদ্রা হইতে ২১৬৫৯ মুদ্রা পর্য্যন্ত হইত, এবং দশবর্ষের গড়পড়তা আয় ১৪৩৫০ রুবল হইত। মুক্তিদানের পর অর্দ্ধেকেরও অধিক জমি কৃষকদিগকে প্রদত্ত হইলেও অবশিষ্ট জমিতে গড়ে ২৮৯৯৬ রুবল মুদ্রা অর্থাৎ দাসত্বপ্রণালীর সময় সমগ্র জমীদারিতে যত আয় হইত, এ সময়ে তাহার দ্বিগুণেরও অধিক আয় হয়। ইহার উপর কৃষকদিগকে যে জমি দেওয়া হইয়াছে, সেই জমির জন্য যে, বার্ষিক ৭৭১৫ রুবল মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা ইহার সহিত ধরিলে, এই জমীদারির আয় ৩৬৭১১ রুবল অর্থাৎ দাসত্বপ্রথার সময় যত আয় হইত, তাহার আড়াইগুণ অধিক আয় দেখিতে পাই। আনুপূর্ব্বিক আনুষঙ্গিক বিবৃতির দ্বারা আমি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার ভয় না করিলে, এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়া, কৃষিকার্য্যের যে উন্নতি সাধিত এবং সেইসূত্রে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিতে পারিতাম। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা যেন সিদ্ধান্ত না করি যে, সকল জমীদারিরই এইমত উন্নতি হইয়াছে, কারণ এরূপ জমীদারির সংখ্যা বড়ই কম। আমি যে সকল উন্নতিপ্রাপ্ত জমীদারির কথা বলিতেছি, সে সকল জমীদারিতেই কৃষিকার্য্যে মুক্তিদান-ব্যবস্থার পূর্ব্বেই দাসত্বপ্রথার পরিবর্ত্তে বেতনভোগী স্বাধীন কৃষক নিযুক্ত করিবার আয়োজন হয়, এবং সেই সকল জমীদারির অধ্যক্ষগণ বিশেষ যোগ্য, দক্ষ, এবং ধৈর্য্যশালী ছিলেন, এবং তৎসহ তাঁহাদিগের কয়েকজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। † দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ লোকসংখ্যা অতি কম ছিলেন। যেরূপ আচরণ এবং আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে, কৃষিকার্য্যের

---

* এই কারণেই পশ্চিম য়ুরোপের আদর্শে কৃষিকার্য্যাবলম্বন করিবার ব্যাঘাত হইতেছে।

† এই শ্রেণীর আদর্শস্বরূপ মিঃ কোশেলেফ একজন বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উৎকর্ষসাধন জন্য শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর প্রাচীন স্বভাব এবং আচারব্যবহার তাহার পক্ষে বিশেষ বাধাস্বরূপ ছিল।

এই প্রদেশের সাধারণ ভূস্বামীগণের অবস্থাসম্বন্ধে সাধারণ্যে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমি উপরে যে একটী জমীদারির আয়োন্নতির কথা বলিয়াছি, তাঁহাদিগের জমীদারির আয়োন্নতি ততদূর হয় নাই বটে, কিন্তু মুক্তিদানসূত্রে তাঁহাদিগের আয় প্রবলরূপে কমিয়া যায় নাই। আমি যে সকল জমীদারির বিশ্বস্ত হিসাবপত্র দেখিয়াছি, সে সকলগুলিরই আয় হ্রাস ব্যতীত বরং বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রিয়াজান প্রদেশে আমি একটী বড় জমীদারির সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব অনেক বর্ষ হইতে রীতিমত রক্ষিত দেখিতে পাই। সেই হিসাবে নিম্নলিখিত ফল দেখিতে পাই ;—মুক্তিদানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আট বর্ষের প্রকৃত আয় গড়ে ৮৪৪৫ রুবল ছিল ; মুক্তিদানের অব্যবহিত পরেই চারিবর্ষে সেই আয় কমিয়া ৫১৮৬ টাকায় দাঁড়ায় ; এবং পরবর্ত্তী চারিবর্ষে তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১৩১৯০ টাকা হয়। * মুক্তিদানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে কয় বর্ষ অস্থায়ী আয় হ্রাস হইতে থাকে, সংস্কারকার্য্যানুষ্ঠানের অস্থায়ী গোলযোগই তাহার মূলকারণ। † এই জমীদারির এরূপ হইবার একটী কারণ ছিল, কারণ কৃষিকার্য্যপ্রণালী বা জমীদারির কার্য্যপ্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল না। যে দাস বহুবর্ষ ধরিয়া নায়েবের কাজ করিত, সে-ই পূর্ব্বমত সেই কাজ করিতে থাকে, এবং সকলপ্রকার নূতন ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতে বড়ই অযত্ন করিতে থাকে।

মোটামুটী আমার এই বিশ্বাস যে, এই প্রদেশের জমীদারগণ দাসত্বপ্রথা তিরোহিত হইবার পূর্ব্বে যত আয় প্রাপ্ত হইতেন, সাধারণ্যে এখন তদপেক্ষা অনেক পাইয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের আর্থিক স্থায়ী অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি। এখন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যয়—বিশেষতঃ যাঁহারা স্বস্ব জমীদারিতে বাস করেন, তাঁহাদিগের ব্যয় অনেক বাড়িয়াছে এবং জমীদারির শাসন ও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যও সেই সঙ্গে সঙ্গে কষ্টকর এবং সমধিক অসহজ হইয়াছে।

এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশের জমীদারদিগের অবস্থা কতকটা অন্যবিধ ছিল,

---

* এই জমীদারির ভূপরিমাণ ৮২৫০ একার, কিন্তু ইহার অর্দ্ধাংশ গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকারভুক্ত। পুরুষ কৃষকের সংখ্যা মোট ৪৪৪ জন।

† যে সকল যোগ্য এবং উদ্যমশীল জমীদার, নিশ্চয়ই মুক্তিদান করা হইবে এমত জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জমীদারীতেই উক্ত অস্থায়ী আয় হ্রাস হইয়াছিল। উক্ত জমীদারশ্রেণীর একজনের আয়ের নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হই—

১৮৫৭—৬১ খ্রীঃ গড়ে মোট আয় ৪৭৪৩৩ রুবল।
১৮৬২—৬৬ খ্রীঃ " " " ২৫৯১৮ "
১৮৬৭—৭১ খৃঃ " " " ৭৭৩৬৯ "

এবং এখনও আছে। এখানকার গ্রাম্য অধিবাসীসংখ্যা অনেক কম, এবং তাহারা প্রধানতঃ রাজকীয় কৃষক এবং বিদেশীয় উপনিবেশী। তাঁহাদিগের নিজের প্রচুর পরিমিত জমি আছে, সুতরাং তাহারা অন্য জমি জমা লইতে বা বেতনভোগী শ্রমজীবীরূপে কাজ করিতে চাহে না। যাহাকে বৃহৎ অট্টালিকা বলা যাইতে পারে, বড় বড় জমীদারিগুলিতে সেরূপ বাটী প্রায় ছিল না, এবং মুক্তিদানের সময়ে সেই সকল জমীদারি প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ হয় মেরিনো নামক পশম সংগ্রহ জন্য মেষপাল পালন করা হইত, অথবা পোসেভচিকি নামক কৃষিব্যবসায়ীদিগকে জমাবিলি করা হইত। সেই পোসেভচিকিগণ, ইটালির কোন কোন স্থানের মার্কান্টী ডি কাম্পানাদিগের ন্যায় যতদূর সম্ভব কম শ্রম করিয়া, তিন চারিবার শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক ৮ বা ১১ বর্ষের জন্য জমি ফেলিয়া রাখিত। শেষোক্তপ্রকার কৃষিকার্য্য দ্বারা জমীদারদিগের যে অতি যৎসামান্য আয় হইত, পশ্চাল্লিখিত তথ্য দ্বারা তাহা বিশেষরূপে চিত্রিত হইতেছে;—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে আমি একটা দূরবর্ত্তী জেলায় গমন করি, সে সময় পর্য্যন্ত তথায় উক্তপ্রকার নিয়মে গম উৎপাদন হইতেছিল। তথাকার সমধিক পরিমিত সম্রাটের খাসজমি (যাহার অধিকাংশই অতি উর্ব্বর) কেবলমাত্র একার প্রতি প্রায় /১০ আনা হারে জমা দেওয়া হইয়াছিল, এমত দেখিতে পাই।*

শেষ কয়বর্ষ হইতে উক্ত অবস্থার সমধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু দাসত্বপ্রথার তিরোধান দ্বারা অলক্ষ্যে কতকটা সেই পরিবর্ত্তন সাধন হইয়াছে, এমত বলিতে হইবে। উৎকৃষ্ট পশমের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং মেষপালন এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কম আয়জনক হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ের বিস্তার এবং কৃষ্ণসাগর এবং আজফসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশে রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, গম এবং তিশীর চাষ পূর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক হইয়াছে। মেষোৎপাদন এবং উপরে যে চাষের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেরূপ চাষের পরিবর্ত্তে এখন রীতিমত চাষ চলিতেছে, এবং ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ জমির মূল্য সমধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। কৃষ্ণমৃত্তিকাপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলের কতকগুলি জেলার জমির মূল্য যত বাড়িয়াছে, এখানে ততদূর বাড়ে নাই, কিন্তু দাসত্বপ্রথা রহিত করায়, জমীদারদিগের যে ক্ষতি হয়, আমার বিশ্বাস যে, এই মূল্যবৃদ্ধিসূত্রে তাঁহাদিগের সে ক্ষতি যথেষ্টরূপেই পূরণ হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রদেশের যে সকল ভূস্বামী আপনারা নিজে রীতিমত চাষ করিতে অভিলাষী, তাঁহারা আজিও অনেক প্রবল বাধা পাইতেছেন, তন্মধ্যে সতত অনাবৃষ্টি, জলাভাব এবং শ্রমজীবির অভাবই প্রধান বাধাস্বরূপ।

---

* এই জেলাটী সামারাপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থাপিত। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হই যে, একজন এই স্থানের ১৬০০০ একার পরিমিত জমিতে গমের চাষ করে, কিন্তু একথাটা বিশ্বাস করিতে কঠিন বোধ হয়।

অনাবৃষ্টি বা জলাভাবের অনিষ্ট নিবারণ করা কৃষকদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতার বহির্ভূত ইহা সাধারণের বিশ্বাস। এখানে আদৌ বন না থাকায়, এখানকার জমি শুষ্ক, এবং কেবলমাত্র বহুল পরিমাণে বড় বড় বৃক্ষ রোপণ দ্বারা এই শুষ্কতা নিবারণ করা যাইতে পারে, এমত বলা হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজপক্ষ এই মূলসূত্রাবলম্বনে অনেকগুলি প্রস্তাব বিশেষরূপেই আলোচনা করিতেছেন। সমধিক ব্যয় করিয়া, কয়েক শত বা কয়েক সহস্র একার পরিমিত জমিতে কৃত্রিম বন প্রস্তুত করিলে, কয়েক সহস্র বর্গ ক্রোশ পরিমিত এই প্রদেশের জমির কিরূপ প্রত্যক্ষ রূপান্তরসাধন হইতে পারিবে, বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকেই আমি তাহার মীমাংসা করিতে বলিতেছি। যাহা হউক, আমি কিন্তু বলিতে পারি যে, এখানে উহাপেক্ষা অপ্রকাণ্ড অথচ আশু বিশেষ উপকারী প্রতীকারের উপায় নিকটেই বিরাজমান। সে উপায়টী কেবলমাত্র জমি অধিক গভীরভাবে খনন পূর্ব্বক হলচালনা এবং সাধারণ্যে কর্ষণপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন। মেনোনাইট উপনিবেশীগণ, আমাকে অনেকবার জ্ঞাত করিয়াছে যে, যে ঘনঘন অনাবৃষ্টি হয়, তদ্দারা পার্শ্ববর্ত্তী কৃষকগণ যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা উক্ত কারণে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি ইহার একমাত্র এই কারণ বলি যে, মেনোনাইটগণ, তাহাদিগের প্রতিবাসীদিগের অপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে চাষ করে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

উপরে যে দ্বিতীয় বাধার কথা বলা হইল, তাহা জলাভাব অপেক্ষা নিশ্চয়ই গুরুতর। জলাভাব কেবল মধ্যে মধ্যে হয় মাত্র, কিন্তু শ্রমজীবীর অভাবজনিত কষ্ট চিরদিনই বিদ্যমান। সুদক্ষ কৃষিকার্য্যে শ্রমজীবীর অভাবেই রুষীয়ার সর্ব্বত্র কৃষিবিভাগের উন্নতি হয় না বলিয়া সাধারণের যে বিশ্বাস বিরাজমান, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে এখানকার জমীদারগণ, শ্রমজীবির অভাব জন্য যে কষ্ট পাইতেছেন, আমি তৎসম্বন্ধে মোটামুটী দুচার কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

এসম্বন্ধে রুষীয়ার প্রত্যেক প্রান্তের ভূস্বামীই যে, অনুযোগ করিতেছেন, তাহা সর্ব্বত্রই সমান এবং একবিধ। ইহা বলা হইতেছে যে, মুক্তিলাভের পর হইতে কৃষকেরা এক্ষণে এরূপ অলস, অসতর্ক, মদ্যপানাসক্ত, এবং আপনাদিগের দায়িত্বপালনে লজ্জাজনকরূপে অসৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রাচীন প্রণালীতেও চাষ করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে, সুতরাং কৃষিপ্রণালীর কোনপ্রকার উৎকর্ষসাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কৃষকদিগের উক্ত অপবাদ যে, সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য, ইহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। রুষীয় কৃষকদিগের মৌখিক প্রশংসাকারীগণ যাহাই বলুন না কেন, রুষীয় কৃষকগণ যতদূর সম্ভব কম পরিশ্রম করিতে চাহে, এবং মনোযোগের সহিত কার্য্য না করিয়া, অমনোযোগের সহিত অধিকক্ষণ কার্য্য করে। প্রায়ই তাহাদিগের নিয়োগকর্ত্তাগণের সম্পত্তির প্রতি যথেচ্ছ অসতর্ক ব্যবহার করে, সময়ে সময়ে অগ্রিম টাকা লইয়া, রীতিমত চুক্তিপত্রানুযায়ী কাজ করে না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই মধ্যে মধ্যে মাতাল হয়, এবং সুবিধাসুযোগ পাইলেই তাহাদিগের

মধ্যে অনেকেই একপ্রকার চুরি করিয়া থাকে। * কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রুষীয় কৃষকগণ যদি এরূপ না হইত, তাহা হইলেই আশ্চর্য্য বোধ হইত, কারণ জগতের প্রত্যেক দেশের মধ্যে এরূপ লক্ষণ ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যে দেশের সাধারণ লোকদিগের বিদ্যা এবং নৈতিক চরিত্রের উপর কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, এবং যে দেশে দাসত্বপ্রথা অল্পদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে, সে দেশে উক্ত লক্ষণ অবশ্যই আরও প্রবল হইতে থাকিবে। যাহা হউক, কেবলমাত্র কৃষকদিগের অপরাধে এমত হইতেছে, অথবা এই কারণেই বেতনভোগী স্বাধীন শ্রমজীবী নিয়োগের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধনের অনিবার্য্য বাধা ঘটিতেছে, এমত অনুমান করা সম্পূর্ণ অন্যায় হইবে, এবং বহুসংখ্যক ভূস্বামী যে বলিয়া থাকেন যে, বিচারপতিগণ সমধিক কঠিন দণ্ডদান করিতে থাকিলে বা অন্যত্র গমনের ছাড়পত্রদানের উৎকর্ষ সাধিত হইলে, এই বাধা সমধিক পরিমাণে কমিয়া যাইতে বা একেবারে তিরোহিত হইতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা আরও ভ্রান্তিমূলক হইবে।

মনুষ্যজাতির অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় স্বাধীন বেতনভোগী শ্রমজীবী লইয়া চাষ করিতে হইলে, কতকটা শিক্ষা, বিবেচনাশক্তি, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের আবশ্যক হয়, কিন্তু কেবলমাত্র আইন সৃষ্টির দ্বারা অথবা বিচারবিভাগের কঠোরতা সম্পাদনের দ্বারা তৎসমস্ত কখনই সংগৃহীত হইতে পারে না। ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইলে, অন্যান্য দেশের ন্যায় রুষীয়াতেও পরীক্ষার দ্বারা ভৃত্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, এবং তাহাদিগকে এরূপ পদে নিযুক্ত করা উচিত যে, তাহারা যেন সেই পদের মূল্য বুঝিতে এবং সেই পদ যাইলে ক্ষতি হইবে, এমত জ্ঞান করিতে পারে। তৎপরে প্রভুর পক্ষে স্বচক্ষে সতত দৃষ্টি রাখিয়া, স্বহস্তে দেখাইয়া শুনাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এককথায় ভৃত্যদিগকে যেন যন্ত্রের মত ব্যবহার না করিয়া, মনুষ্যের মত ব্যবহার করা হয়, কারণ তাহারা প্রায়ই উচ্চনীতির আদেশে চালিত না হইয়া, আপনাদিগের আশু ব্যক্তিগত স্বার্থমত কাজ করিতে চাহে। রুষীয়ার অধিকাংশ ভূস্বামীই এই সামান্য সত্যটী বড়ই অসম্পূর্ণরূপে বুঝেন। তাঁহারা ভাবেন যে, তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল চুক্তিপত্র ধার্য্য করিয়া, হুকুমদান করাই কর্ত্তব্য; তাঁহারা অন্যান্য সমস্ত ভার শ্রমজীবীদিগের বুদ্ধিজ্ঞান এবং নিঃস্বার্থ সরলতার উপর অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন।

---

* রুষীয় কৃষকেরা আপনা আপনির মধ্যে কখনও চুরি করে না, এই কথাটী একটী প্রত্যক্ষ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাদিগের বাটীর সকল লোকই যখন ক্ষেত্রে কাজ করিতে যায়, তখন আপনাদিগের বাটীর দ্বার অবারিত রাখিয়া চলিয়া যায়; ভূস্বামীর গোলাবাটীর উঠানে একখণ্ড লৌহ, একটুকরা দড়ি, অথবা যে সকল জিনিস তাহাদিগের সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়, অথচ তাহা সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টকর, সেই সকল জিনিস যদি কোন রুষীয় মুঝিক দেখিতে পায়, তাহা হইলে প্রায়ই চুরি করিয়া বাটীতে আনে। অন্যান্য অনেক দেশের ভৃত্যগণ, প্রভুদিগের খাদ্য চুরি করা যেমত জ্ঞান করে, রুষীয় কৃষকগণ উক্ত জিনিসগুলি চুরি করাও সেইমত জ্ঞান করিয়া থাকে।

তাঁহারা ভ্রান্ত পরিমিতাচার-নীতির অধীনে প্রায়ই কম বেতনে শ্রমজীবী নিযুক্ত করেন, এবং সেই নিযুক্ত ব্যক্তির কোনপ্রকার গুণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করেন না। কৃষকদিগের দৈন্যাবস্থা দর্শনে সুবিধা সুযোগ ভাবিয়া, তাহাদিগের সহিত চুক্তিপত্র ধার্য্য করেন, কিন্তু সেই দাস কৃষকগণ যে, সেই চুক্তিপত্রমত কার্য্য করিতে একেবারে অক্ষম, তাহা ভাবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বসন্তকালে যে সময়ে কৃষকদিগের আহারের এবং করদান করিবার কিছুমাত্র সংস্থান থাকে না, সেই সময়ে জমীদারগণ দাদনস্বরূপ সেই কৃষকদিগকে সামান্য পরিমিত রাইয়ের আহার্য্য এবং যৎসামান্য মুদ্রা দেন, এবং তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে গ্রীষ্মকালে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে, এমত চুক্তি করিয়া লয়েন। কিন্তু সেই কার্য্যের পরিমাণ উক্ত আহার্য্য এবং উক্ত প্রদত্ত টাকার মূল্য অপেক্ষা যে, অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কৃষকগণ তখন বেশ বুঝিতে পারে যে, এই চুক্তিপত্র নিতান্তই তাহাদিগের পক্ষে অসুবিধা জনক, কিন্তু সে সময়ে সে করে কি? তখন নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য আহার্য্য অনিবার্য্যরূপে দরকার হয়, এবং যদি সে, সে সময়ে তাহার দেয় কর না দিতে পারে, তাহা হইলে, গ্রাম্য রাজপুরুষেরা তাহার গাভী বিক্রয় করিয়া লইবে, নতুবা বেত্রাঘাত দণ্ড দিবে, এই ভয় তখন প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ শোচনীয় নিরাশায় পড়িয়াই সে, চুক্তিপত্রে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক দাদনের টাকা লয়। সেই দুর্দ্দিনের কষ্ট দূর করিয়া অনেকে কেবল এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, "কোন না কোন একটা শুভ-সুযোগ ঘটিতে পারিবে।" পরে চুক্তিপত্রমত কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইলে, তখন তাহার বিপদ পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ালমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। চুক্তিপত্রমত সমগ্র গ্রীষ্মকালটাই সে জমীদারের জমিতে কাজ করিতে বাধ্য, কিন্তু সে সময়ে তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কিছুমাত্র আহার্য্য সংস্থান এবং আগামী শীতকালের জন্যও কোন উপায় থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া, তাহারা যে, সকলপ্রকার সম্ভাব্য উপায়াবলম্বনে চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। অন্যপক্ষে জমীদারও তাহাদিগকে সেরূপ করিতে দেখিয়া, জানিতে পারেন যে, তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, সেইমত কাজ হইতেছে না, সুতরাং তিনি সেই জন্যই যাহাতে কৃষকেরা চুক্তিপত্রমত অবশ্য কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তন্নিমিত্ত কঠোর আইন সৃষ্টির জন্য প্রবল চীৎকার উপস্থিত করেন। যাহা হউক, প্রাচীন দাসত্বপ্রণালীর মত কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে, এখন এমত অনুমান করা বড়ই কঠিন।

কৃষকদিগকে নির্দ্দোষীরূপে প্রমাণিত করিবার জন্যই আমি এরূপ বলিতেছি না। কৃষকদিগের নিজের অপরিণামদর্শীতার জন্যই যে, তাহারা এই শোচনীয় দশায় পড়িয়াছে, আমি তাহা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি কেবল এই মাত্র বলি যে, যে সকল ভূস্বামী উক্তপ্রকার চুক্তিপত্র ধার্য্য করেন, এবং পরিণামে নিরাশ হইয়া যান, তাঁহারই দোষী। তাঁহাদিগের পক্ষে সমস্ত দিনের কার্য্যের উপযুক্ত সমস্ত দিনের বেতন দেওয়া বিহিত, এবং এমত চুক্তিপত্র ধার্য্য করা উচিত, যাহাতে

চলিত অবস্থায় কৃষকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যেন সেইমত কার্য্য করিতে পারে। অনন্তর চুক্তিপত্রমত কাজ করিয়া লইতে যাইলেই জগতের যে কোন দেশেই হউক, দেউলিয়ার পথে যাইতে হয়। এমন কি উক্ত শ্রেণীর ভূস্বামীগণ, যে ইংলণ্ডকে সুখভূমি বলিয়া সতত উল্লেখ করেন, সেই ইংলণ্ডে সকলেই আইন মান্য করিয়া চলে, এবং চুক্তিভঙ্গ করিলে কঠোর দণ্ড প্রদত্ত হয় বটে, কিন্তু সেই ইংলণ্ডের কোন কৃষিব্যবসায়ী, দুই তিন বর্ষের জন্য কৃষিক্ষেত্রে শ্রম করাইবার নিমিত্ত অগ্রিম দাদনদানপ্রণালী অবলম্বন করিলে (আমি জানি অনেক রুষীয় জমীদার এইমত করেন), নিতান্ত পাগলামীর কাজ করিবেন, এবং শীঘ্রই কৃষিব্যবসা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী মনের মত অন্য কোন কাজ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবেন।

কৃষকদিগের উপরই যে সম্পূর্ণ দোষ নির্ভর করিতেছে না, কেবলমাত্র মনগড়া কারণ অবলম্বনে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে না, অভিজ্ঞতার দ্বারা—সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত সত্যের দ্বারাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। দেশের সকল স্থলেই আমি দেখিয়াছি যে, যে সকল জমীদার, বর্ষের সমস্ত সময়টী আপনাদিগের জমীদারিতে বাস করেন, এবং যাঁহারা সমধিক কার্য্যক্ষম, উদ্যমশীল এবং বুদ্ধিমান, তাঁহারা প্রায়ই উক্তপ্রকার অনুযোগ করেন না। যাঁহারা ভাবেন যে, জমীদারির বন্দোবস্ত এবং শাসনকার্য্য কেবলমাত্র অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা চলিতে পারে, এবং যেমন রাজকার্য্যালয়ের যে সকল পদে কেবল কোন কোন সময়ে এক একবার দেখা দিলেই চলে, তাঁহারা কেবল সেইমত দেখা দিলেই কৃষিকার্য্য চলিবে, এরূপ জ্ঞান করেন, প্রধানতঃ তাঁহারাই কেবল অনুযোগ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে আমি যে, অগণিত প্রত্যক্ষ নিদর্শন এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারি, তন্মধ্যে আমি পূর্ব্বে যে, প্রিন্স ওয়াশীলসিকফের কথা বলিয়াছি, এস্থলে কেবল তাঁহার কথাই বলিব। তিনি স্পষ্টই বলেন যে, তিনি যে সকল শ্রমজীবী নিযুক্ত করেন, গত আটবর্ষের মধ্যে তাহাদিগের দ্বারা তিনি কখনও নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবার কারণ প্রাপ্ত হন নাই, এবং তিনি কখন একবারও রাজপুরুষদিগের আশ্রয় লয়েন নাই।

রুষীয় কৃষকদিগের "অসংশোধনীয় আলস্য" সম্বন্ধে নাকি অনেক কথা বলা হইয়াছে, এবং লিখিতও হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে আমি সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। মুঝিকগণ নিশ্চয়ই নিতান্ত ধীরগতি—ইংলণ্ডের গ্রাম্য লোকদিগের অপেক্ষাও ধীরগতি, কিন্তু তাহাদিগের এই আলস্যের জন্য জমীদারদিগের ভর্ৎসনা করিবার কোন অধিকার নাই। কৃষকগণ, সেই জমীদারদিগকে এবং রুষীয়ার অন্যান্য শ্রেণীকেও সেইমত নিতান্ত প্রবল যুক্তিস্বরূপ বলিতে পারে যে, "আপনারাও নিতান্ত অলস।" দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাজপুরুষগণ, যাঁহারা কৃষকদিগের আলস্যের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দার কথা লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা কিন্তু আপনাদিগের পক্ষে কার্য্যালয়ে তিন চারি ঘণ্টার জন্য (তন্মধ্যে অধিকাংশ সময়ই ধূমপানে বৃথা অতীত হয়) উপস্থিত থাকাই সমস্ত দিনের পক্ষে যথেষ্ট কাজ করা হইল,

এমত ভাবেন। প্রকৃত কথা এই যে, রুষীয়া অপেক্ষা অধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জীবিকা-সংগ্রাম যেরূপ অত্যন্ত অধিক, এখানে সেরূপ নহে, এবং এখানকার' সমাজ এরূপভাবে সৃষ্ট যে, বিশেষ পরিশ্রম না করিয়াই সকলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই জন্যই কোন পর্য্যটক পশ্চিম হইতে আসিলে, রুষীয়দিগকে নিতান্ত অলস এবং অসাড়জাতিরূপে দেখিতে পান। কিন্তু অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তুলনার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। পর্য্যটক যদি প্রাচ্য দেশ হইতে আইসেন,—বিশেষতঃ যদি তিনি কিছুকাল পশুপালকজাতির মধ্যে বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি রুষীয়দিগকে অতীব উদ্যমশীল এবং পরিশ্রমী লোক বলিয়া জানিবেন। এসম্বন্ধে রুষীয়দিগের চরিত্র তাহাদিগের ভৌগোলিক অবস্থার সহিত মিশ্র রহিয়াছে। পাশ্চাত্য য়ুরোপের পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, শিল্পকুশল অধিবাসীগণ এবং আসিয়িক পতিত বিস্তৃত প্রদেশের অলস, অশিক্ষিত পশুপালকজাতির ঠিক মধ্যস্থলে রুষীয়গণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রবল পরিশ্রম করিতে সক্ষম বটে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষকগণ শস্যকর্ত্তনকালে কত শ্রম করে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্রাটের নিকট কোন একটা বড় রকম আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার ভারদান করিলে, সেন্ট পিটার্স বর্গের রাজপুরুষগণ কত শ্রম করেন, দেখুন) কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত ধারাবাহিকরূপে শ্রম করিতে এখনও অভ্যস্ত হন নাই। কেবলমাত্র একবার নাড়া দিয়া, পৃথিবীকে বিচলিত করা সম্ভব হইলে, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন বটে, কিন্তু যে ধীর অধ্যবসায়, এবং অটল আগ্রহ দ্বারা টিউটনজাতি প্রসিদ্ধ, রুষীয়গণের আজিও তাহার অভাব বিরাজমান।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। কৃষ্ণমৃত্তিকাপ্রদেশের ভূস্বামীগণের যে আর একটা বিচিত্র বাধা বিদ্যমান ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এখানকার বসতিসংখ্যা বড়ই কম; প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে উত্তরাঞ্চল হইতে যে সকল লোক এখানে আইসে, তাহাদিগের দ্বারাই শ্রমজীবির অভাব কতকটা মোচন হয়। ক্ষেত্র চৌরস করিয়া, হলচালনার পর বীজবপনকাজ এখানকার অধিবাসী কৃষকদিগের দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়; কিন্তু শস্যকর্ত্তনের সময় উক্ত উত্তরাঞ্চল হইতে আগত লোকদিগের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন হয়, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিলেই শ্রমজীবির পারিশ্রমিকের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, প্রকৃতি তাঁহাদিগের প্রতি এতাধিক অনুগ্রহ করায়, জমীদারগণ অনুতাপ করিয়া থাকেন। আমি একস্থানে দেখিয়াছি যে, অপর্য্যাপ্ত পরিমিত শস্য উৎপাদিত হওয়ায় অনেক কৃষিব্যবসায়ী সেই সূত্রে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সামারাপ্রদেশে এরূপ ঘটে। শস্য এত অধিক পরিমাণে অঙ্কুরিত হয় যে, তৎসমস্ত কৃষি-প্রণালীমত তুলিয়া, পুনরায় শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রোথিত করিতে একার প্রতি প্রায় ১২॥০ টাকা খরচ পড়ে, এবং পরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি দ্বারা শস্য সকল নষ্ট হইতে থাকে, সুতরাং উক্ত ১২॥০ টাকা হারে যে ব্যয় করা হয়, তৎসমস্তই একেবারে ক্ষতি হইয়া

যায়। এমন কি, যে সময়ে কোনপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা না ঘটে, সে সময়েও উক্তপ্রকার ব্যয়ে সমস্ত লাভটা খাইয়া যায়। শ্রমজীবিদিগের পারিশ্রমিকের মূল্য যাহাতে না বাড়ে, তজ্জন্য অনেক জমীদার উত্তরাঞ্চলে বসন্তকালের প্রথমেই লোক পাঠাইয়া, ফসলের সময়ে কাজ করিবার জন্য কম বেতনে শ্রমজীবী নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করেন। উক্ত লোকেরা মেলাস্থলে গিয়া, উক্তপ্রকার লোক ঠিক করিতে অথবা গ্রামের যে সকল কৃষক দেয় কর দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য গ্রাম্য কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিপত্র ধার্য্য করিতে কোন বাধা পায় না; কিন্তু সেই প্রেরিত লোকদিগের এই পরিশ্রমের শেষটা কোন প্রত্যক্ষ ফল দর্শে না। যে সকল শ্রমজীবিকে পূর্ব্ব হইতে উক্তরূপে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা ঠিক যথাসময়ে আদৌ দেখা দেয় না, অথবা দুই চারি দিন কাজ করিয়াই যখন শুনে যে, নিকটবর্ত্তী জেলায় বা প্রতিবাসী জমীদারের জমীদারিতে পারিশ্রমিকের মূল্য বাড়িয়াছে, তখনই তাহারা সকলেই দলবদ্ধ হইয়া তথায় পলাইয়া যায়। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিলে, কোন ফলোদয় হয় না, কারণ শ্রমজীবীগণ যাহাতে চুক্তিপত্রমত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, এমত উপায় অবলম্বিত হইবার পূর্ব্বেই শস্যকর্ত্তনের সময় অতীত হইয়া যায়, অন্যপক্ষে সেই পলায়িতদিগের নিকট ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার কোন সম্ভাবনাও থাকে না। যাঁহারা এই সকল অনিষ্ট এবং ক্ষতি নিবারণ জন্য রাজপক্ষের নিকট সাহায্য চাহেন, তাঁহারা ভাবেন যে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার ছাড়পত্রের কঠোরতাসাধন করিলেই এই অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে; কিন্তু কার্য্যক্ষম এবং উদ্যমশীল জমীদারগণ উৎকৃষ্ট এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা চাহেন। তাঁহারা এই প্রশ্ন মীমাংসার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এমত দেখা যাইতেছে। তাঁহারা দুইটী বিভিন্ন সময়ে কর্ত্তনীয় গমের বীজ বপন দ্বারা এবং যন্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করায়, তাঁহারা ইতিমধ্যেই উক্ত পশুপালক শ্রমজীবীদিগের সাহায্য না লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইত্যবসরে অধিবাসীসংখ্যা দ্রুতগতি বাড়িতেছে, অতএব দেখা যাইতেছে, বহুবর্ষ না যাইতে যাইতেই শ্রমজীবির অভাব স্বতই দূর হইয়া যাইবে।

এইস্থলে উপসংহারকালে দাসত্বপ্রথা রহিতের ফলস্বরূপ জমীদারদিগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, পাঠক, বোধ হয়, আমাকে তৎসম্বন্ধে সাধারণ্যে দুই এক কথা বলিতে দিবেন।

উত্তর কৃষিপ্রদেশের জমীদারগণ দাসত্বপ্রথা রহিতসূত্রে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্য ক্ষতিজনক জ্ঞানে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অতি সামান্যসংখ্যক জমীদার নূতন প্রণালীতে চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে কত শ্রম প্রয়োজন হইবে, তৎপ্রতি দৃষ্টি না দিয়া, যতদূর সম্ভব চাষ করিবার যে প্রথা ছিল, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া, সম্ভবমত অল্প পরিমিত জমিতে উত্তমরূপে চাষ করিতেছেন। তাঁহাদিগের

মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ইহার ফল বেশ সন্তোষপ্রদ হইতেছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ইহাতে এত কম আয় হয় যে, অনেক জমীদারই এরূপে চাষ করিতে ইচ্ছা করিবেন না, এবং আমার এমত বোধ হইতেছে যে, এই অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রগুলি ক্রমশঃ কৃষকদিগেরই হস্তগত হইবার সম্ভাবনা, কারণ জমীদারগণ যে ক্ষেত্র চাষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, ইহারা তথায় চাষ করিয়া বেশ লাভ করিতে পারে। ইতি মধ্যেই এরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং যদি অল্পব্যয়ে সহজ উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি বিক্রয়ের সুবিধা করা হয়, তাহা হইলে, কৃষকেরা আরও শীঘ্র শীঘ্র হস্তগত করিতে পারে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দুই প্রান্তের জমীদারগণ, দাসত্বপ্রথা রহিত সূত্রে (সেই সময় হইতে দেশের যেরূপ আর্থিক পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা ধরিলে,) কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই, আমার এমত বিশ্বাস। অনেকেই দাসত্বপ্রথার সময়ে যত টাকা পাইতেন, এখন নিশ্চয়ই তদপেক্ষা অনেক টাকা পাইয়া থাকেন। যাঁহারা কৃষিপ্রণালীর আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, বেতনভোগী স্বাধীন শ্রমজীবী নিয়োগ করিলে, যে মূলধন ব্যয় করা যায়, তাহার বেশ লাভ হইয়া থাকে, অন্যপক্ষে যাঁহারা নিজে চাষ করাইতেছেন না, তাঁহারা কৃষকদিগকে জমিজমা দিয়া যথেষ্ট আয় প্রাপ্ত হইতেছেন।

কিন্তু এস্থলে ইহাও অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই দক্ষিণাঞ্চলেও এমত অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন যে, মুক্তিদান দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই কথার মধ্যে কতকটা সত্য আছে। পূর্ব্বে তাঁহারা আপনাদিগের জমীদারিতে স্বচ্ছন্দে বায়ভূষণ করিয়া বাস করিতেন অথবা নগরে বাস করিয়া, জমীদারি হইতে অনেক টাকা সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের ঋণদাতা মহাজনগণকে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদিগের সে সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এই কথাটা তাহা মিথ্যারূপে প্রমাণ করিতেছে, এমত বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উক্তির খণ্ডন হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে কোনস্থলে বলি নাই এবং বলিতে চাহি না যে, মুক্তিদান সূত্রে অনেক নির্ব্বোধ ভূস্বামীকে তাঁহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাসম্ভূত কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে এমত ভাব প্রকাশ করিয়াছি যে, জমীদারগণ মুক্তিদানের সময় স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলেন, এবং তাঁহারা মুক্তিদানের পর অবস্থা বুঝিয়া সুবুদ্ধিমত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যে সকল জমীদার তাহা করেন নাই, আমি তাঁহাদিগের কথা আদৌ উল্লেখ করি নাই, এবং এক্ষণে আমি দুই চারিটী কথায় তাঁহাদিগের বিষয় সমাপ্ত করিতে চাই। যতদিন পর্য্যন্ত দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত অনেক ভূস্বামীই ঋণসাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন। কিন্তু বণিকগণ সম্পূর্ণ দেউলিয়া অবস্থায় পতিত হইলে, যেমন কেবল মাত্র খত লিখিয়া দিয়া, কোনমতে

আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সেইমত জলের উপর মাথাটী রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইহার দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিধ্বস্ত হইতেন না বটে, কিন্তু জানিতেন যে, তাঁহারা বিধ্বস্ত হইয়াছেন। আবার যে সকল লোক ঘটনাক্রমে মুক্তিদানের সময়ে স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলেন, তাঁহারা আবার মুক্তিদানের পর হইতে আপনাদিগের আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করায়, সেইমত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছেন। এই সকল লোকেরাও দাসত্বপ্রথার তিরোধানের জন্য অনুযোগ করিতে পারেন, কারণ দাসত্বপ্রথা থাকিলে, তাঁহারা বেশ সুখস্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া, এবং দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় না লইয়া মরিতে পারিতেন।

এক্ষণে আমরা দাসত্বপ্রথার নৈতিকপ্রাবল্যের অভিমুখে যাইতে পারি, কিন্তু সেই কঠিন এবং বিশাল বিষয়ে আমি এখানে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। কতকগুলা মনগড়া আনুমানিক যুক্তি সৃষ্টি করিয়া এবং একটা কারণ অনুমান করিয়া, আমি পাঠককে এসম্বন্ধে উত্যক্ত করিতে পারি না, এবং আমি ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি এ সম্বন্ধে যতদুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে নৈতিক প্রাবল্য কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অবিকল স্থির করিতে অসমর্থ। আমার বিশ্বাস যে, এবিষয়টীর প্রতি নৈতিক চক্ষে দৃষ্টিদান করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। একটী বিষয়ে যে নৈতিক উপকার হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মুক্তিদান-বিধিতে সরাসরিবিচারে বিতাড়িত হইবার ব্যবস্থা থাকায়, ভূস্বামীগণ সেই ভয়ে এক্ষণে আইন অনুসারে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। অপরিমিতব্যয়িতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার স্বাভাবিক ফলভোগ যাহাতে করিতে না হয়, এজন্য যে বহুল উপায় ছিল, সে সমস্ত উপায় বিদূরিত হওয়ায়, যে সকল সহজ প্রাথমিক মূলনীতিসূত্র, সুব্যবস্থাযুক্ত সমগ্র সভ্যসমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ, তাঁহারা এক্ষণে বলপূর্ব্বক তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান করিতে বাধ্য হইতেছেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দাসগণের মুক্তিদানের ফল।

খ—কৃষকদিগের পক্ষে।

একটী সহজ প্রশ্ন—উত্তরদান করার কাঠিন্য—ছিন্নবিছিন্ন ভ্রান্ত আশাবলী—কৃষকদিগের নিজের মত—অনুন্নতির কারণ—তিনটী ব্যাখ্যা এবং তিনটী অব্যর্থ ঔষধ—নৈতিকঔষধ—গ্রাম্য সভা সমিতিগুলির সংস্কার প্রস্তাব—বর্ত্তমান জষ্টিস-দিগের আদালত—মীরের অনুমিত বাধাদান-প্রাবল্য—কর এবং জমির খাজানা—কৃষক-পরিবার ভঙ্গ—ভবিষ্য সম্বন্ধে একটী কথা।

মুক্তিদানের আশু প্রত্যক্ষ ফল বিশদরূপে বিবৃত করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা আমি পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথমেই ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে মহান সংস্কার কার্য্য দ্বারা কৃষকদিগের কিরূপ ফললাভ হইয়াছে, তাহা বলিবার প্রারম্ভেই সেই কাঠিন্য যে চূড়ান্ত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। যে বিদেশীয়, এবিষয়ের একটা মোটামুটি তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, তিনি যে আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, এমত আশা করা যায় না। আর যদিই তিনি কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মনোযোগের সহিত সেইগুলি পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলেও তিনি সেই শ্রমের বিনিময়ে কিছুমাত্রই প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না। রুষীয়ার গ্রাম্যজীবন এবং সাধারণ আর্থিক অবস্থাপ্রণালী এরূপ বিচিত্র, পাশ্চাত্য য়ুরোপ হইতে এতদূর পৃথক যে, কৃষকেরা কত পরিমিত জমি ভোগ করে, তজ্জন্য কত পরিমিত কর দেয়, জমিতে কত শস্য উৎপন্ন হয়, শস্যের মূল্য কত, এবং এই প্রকার আর আর বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারিলেও কৃষকদিগের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কোন ইংরাজই একটা সঠিক ধারণা করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক সাধারণ পাঠকের পক্ষে হিসাব, তালিকা, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানিবার বাসনা নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র পরিষ্কার সংক্ষিপ্ত এবং নিশ্চিত সাধারণ ফলটাই জানিতে চান। মুক্তিদানের পর হইতে কৃষকদিগের আর্থিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে কি? তাঁহারা এই সহজ প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং তাঁহারা স্বভাবতই ইহার সহজ এবং নিশ্চিত উত্তর প্রত্যাশা করেন।

যে ব্যক্তি রুষীয়ায় কয়েকবর্ষ বাস করিয়াছেন, এবং যিনি কৃষকদিগের মুক্তিদানের পূর্ব্বের এবং পরের অবস্থাসম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান জন্য বহু সময় ব্যয় করিয়াছেন, যিনি রাজকীয় কাগজপত্র এবং হিসাবতালিকা দেখিবার এবং দেশের নানাস্থানের জমীদার ও কৃষকদিগকে প্রশ্ন করিবার যথেষ্ট সুবিধা সুযোগ পাইয়াছিলেন,

তিনি অবশ্যই সাহসের সহিত এই প্রশ্নের উত্তরদান করিতে অগ্রসর হইবেন, স্বভাবতই এমত অনুমিত হইতে পারে। সেই অনুমানটা স্বাভাবিক এবং কতকটা ন্যায়সঙ্গত, ইহা স্বীকার করিলেও আমি বিনীতভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এ বিষয়ে আমি একটা কোন চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আরও বলিতে সাহস করিতেছি যে, যে কোন ব্যক্তি এ বিষয়টী সতর্কতার সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে, এবং কেবলমাত্র মনগড়া যুক্তি ও কারণ দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা শেষ সিদ্ধান্ত করিতে যাইলে, তিনিও সম্ভবতঃ এইমত অবস্থায় পড়িবেন। কৃষকদিগের আইনগত স্বত্ব সমধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে, এবং তাহাদিগের আর্থিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের সমধিক সুবিধাসুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন তত্ত্বানুসন্ধায়ী আর কিছুদূর অগ্রসর হয়েন, এবং শুভসাধনোদ্দেশ্যে এই নূতন আইনগত সুবিধা কতদূর অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহা অবগত হইতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি অবিলম্বেই জানিতে পারেন যে, তিনি অটল ভূমির উপর দণ্ডায়মান নহেন। তিনি এখানে সেখানে এমত দুই একখানি গ্রাম বা দুই একটী ক্ষুদ্র জেলা দেখিতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীগণ নিঃসন্দেহ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে ; কিন্তু অন্যপক্ষে তিনি এমত শত শত জেলা দেখিতে পান যে, সেই সেই স্থানে শুভাশুভ ফল এরূপে একত্র মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে, তদ্দৃষ্টে মোটামুটী কোন একটা সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, মুক্তিদানের পূর্ব্বে এবং পরে কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত হিসাব ও তালিকার প্রয়োজন হইবে। হিসাবও তালিকা যাহা কিছু প্রকৃতপ্রস্তাবে আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ্যে সেগুলি অধারাবাহিক এবং ভ্রান্ত। দাসত্বের সময়ের হিসাব ও তালিকাটী আবার আপনার এই উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে একেবারে অকর্ম্মণ্য।* এমতে যাঁহারা স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিবার অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথার উপর এবং সাধারণের ধারণানুগত অস্ফুট মন্তব্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি। যাঁহারা উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সমধিক, কারণ একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের অধিকবয়স্ক যে সকল জমীদার, আপনাদিগের জমীদারির মধ্যে বাস করিতেন, তাঁহারাই সেই মন্তব্যপ্রকাশক ; কিন্তু আমার মতে ইহাঁদিগের মন্তব্য সাধারণে যত মূল্যবান জ্ঞান করেন, তাহা তত মূল্যবান নহে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য এখানে আমাকে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইতেছে।

সমধিকসংখ্যক শিক্ষিত রুষীয়ের ভ্রান্ত আশা ও কল্পনাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া

---

* মুক্তিদানবিধি প্রস্তুতের পূর্ব্বে যে প্রধান তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতি স্থাপিত হয়, ইহা সেই সমিতির দ্বারা প্রকাশিত।

যাওয়ায়, এক্ষণে তাঁহারা তজ্জন্য অতীব ব্যথিত হইয়াছেন। মুক্তিদানের সময়ে তাঁহারা নিতান্ত অতিরিক্ত আশায় অসঙ্গত শুভকল্পনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নবমতাবলম্বী-দিগের পক্ষে যোগ্য আগ্রহের সহিত তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, রুষীয়া, উন্নতির একটা নূতন পন্থাবিষ্কার করিয়াছে। পাশ্চাত্য শ্রমজীবীশ্রেণী যে অতি কঠোর আর্থিক বিধানের গুরুভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, রুষীয়া উক্ত পন্থার দ্বারা তাহার কুফল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে এবং পাশ্চাত্য য়ুরোপ এক্ষণে যে অগণিত সামাজিক অশুভানিষ্টের দ্বারা কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে, রুষীয়া উক্ত পন্থার দ্বারা চিরদিনের জন্য তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কৃষকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে সকল ভূমি অধিকার করিয়াছিল; তাহাদিগকে একেবারে সেই সকল ভূমিদান, এবং স্বায়ত্বশাসনমূলক গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতিগুলির উৎকর্ষসাধন দ্বারা রুষীয়া, স্বীয় ভবিষ্য সুখসমৃদ্ধির দৃঢ় অটল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, ইহাও বিবেচিত হইত। জমীদারদিগের অবস্থা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃষকদিগের ভবিষ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই,-সে সময়ে এমত অনুমিত হয়। তাহারা অবিলম্বেই একেবারে "মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত" পরিবর্ত্তিত হইবে। তাহাদিগের নূতন অবস্থায় "তাহাদিগের মুখ ফুটিবে, এবং প্রাচীন জ্ঞান-ধারণা-বিশ্বাসরূপ যাদুকরচক্রটী তাহারা ভেদ করিতে সক্ষম হইবে।" * তাহারা আপনাদিগকে যখন স্বাধীন জ্ঞান করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করিবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, পতিত জমিগুলির-উদ্ধারসাধন করা হইবে, পশুর সংখ্যা বাড়িবে, দাসত্বপ্রথার দ্বারা যে সকল পাপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা একেবারে বিদূরিত হইবে, এবং নূতন গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, স্থানীয় সাধারণ জীবনের সবলতাসাধন করিবে। এককথায় তখন আশা করা হয় যে, মুক্তিদান দ্বারা অনতিবিলম্বেই গ্রাম্য অধিবাসীগণের স্বভাব চরিত্র এবং জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন হইবে, এবং কৃষকগণ ত্বরাই অমত্ত, শ্রমশীল এবং আদর্শ কৃষিজীবী হইবে।

এই আশাগুলি পূর্ণ হয় নাই। একবর্ষ গেল, পাঁচবর্ষ গেল, দশবর্ষ গেল, সেই প্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন আর ঘটিল না। বরং তদ্বিপরীতে এমন একটা কদাকার লক্ষণ আসিয়া দেখা দেয় যে, কেহই তাহা কল্পনার তালিকায় ধরেন নাই। কৃষকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিতে এবং কম শ্রম করিতে আরম্ভ করে, † এবং গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির দ্বারা যে সাধারণ জীবন উপস্থিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা

---

* মুক্তিদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন জমীদার কর্ত্তৃক লিখিত একখানি অমুদ্রিত পত্র হইতে এই উক্তি উদ্ধৃত করা হইল। তিনি সেই সময়েই পরিবর্ত্তন হইতেছে, এমত ভাবিয়াছিলেন।

† কৃষকেরা বাস্তবিকই অধিক মদ্যপ্রিয় এবং কম শ্রমশীল, আমি এমত নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু আজিও সাধারণের এমত ধারণা বিরাজমান।

কোনমতেই প্রার্থনীয় বোধ হয় না। গরলোপানি অর্থাৎ মদ্যপদিগের উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, বড়ই কুসংস্কার যুক্তপ্রাবল্য বিস্তার করে, এবং ভলষ্টের গ্রামবাসীগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত কৃষক বিচারপতিগণ ভোডকা নামক মদ্য লইয়া বিচার বিক্রয় করিতে অভ্যস্ত হয়েন। এগুলির স্বাভাবিক ফল এই ঘটে যে, যাঁহারা অতিরিক্ত উচ্চাশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইমত নিতান্ত নিরাশানীরে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন, এবং তাঁহারা ভাবেন যে, আগেকার অপেক্ষাও অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। সেই নিরাশা আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, এবং কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে সাধারণ্যে কথিত মতটীকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিতেছে।

যাঁহারা অন্যবিধ কারণে উক্তপ্রকারে অতিরিক্ত আশা করেন নাই, এবং যে প্রণালীতে মুক্তিদান করা হয়, সেই প্রণালীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারাও সেইমত মুক্তিদানের সকল বিষয়েরই মন্দ ফল দেখিতেছেন। প্রত্যেক কুলক্ষণ দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব মত সমর্থিত হইতেছে এমত ভাবিতেছেন। এরূপ ঘটিবে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, এ সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন, দাসদিগকে গ্রাম্যমণ্ডলীর জমি দান এবং গ্রাম্যমণ্ডলীকে স্বায়ত্বশাসন-স্বত্বদান করা যে, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ, যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহারা ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াও ছিলেন। কিন্তু রাজপক্ষ তাঁহাদিগের সেই সতর্কতামূলক উক্তির প্রতি কর্ণপাৎ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধমতবাদীগণের উক্তিতে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি ফলই ফলিতেছে। কৃষকগণ নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতা এবং স্বত্বানুগ্রহ কেবল আপনাদিগের এবং অপরের হানির জন্য প্রয়োগ করিতেছে! এরূপ অনুযোগ এখনও প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ বক্তা যখন স্বাধীন শ্রমজীবীদিগকে লইয়া কৃষিকার্য্য করিতে বিষম বাধা পান অথবা নিযুক্ত কৃষকদিগের অমনোযোগিতা বা চুক্তিভঙ্গের জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, সেই সময়ে এই উক্তি আরও তীব্র হইয়া উঠে।

যাঁহারা নিতান্ত উদারমতাবলম্বী, তাঁহারাও আপনাদিগের নিজের মনোমত কারণে এই সমস্বরোক্ত শোকধ্বনির সহিত যোগ দেন। আরও বিস্তৃত বিধির দ্বারা কৃষকদিগের অবস্থা যাহাতে আরও উন্নত করা হয়, তাঁহাদিগের এমত ইচ্ছা, সেই জন্যই তাঁহারা অশুভ ফলগুলিকে অতি কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়া থাকেন।

এমতে আমরা দেখিতেছি যে, শিক্ষিতশ্রেণীর সমধিক লোকই কৃষকদিগের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থাটী নিতান্ত মন্দচক্ষে আপনারা নিজে যেমন দেখিতেছেন, অপরকেও সেইমত দেখাইতেছেন। এসম্বন্ধে সাধারণ্যে কথিত মন্তব্যগুলির প্রতি সাধারণ্যে যেরূপ দৃষ্টি দেওয়া হয়, এই জন্যই আমি সেই মন্তব্যের মূল্য তদপেক্ষা কম জ্ঞান করিয়া থাকি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তবে কৃষকদিগের নিকটই কেন এই প্রশ্ন উপস্থিত করা হয় নাই? বাস্তবিক তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা এ বিষয়ে বিচার করিবার যোগ্য।

মুক্তিদানের পূর্ব্বে তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা ভাল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহারা নিশ্চয়ই তাহা জানে। দেশের নানাস্থানের সমধিকসংখ্যক কৃষককে প্রশ্ন করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত উত্তরগুলি একত্রিত করিলে, আমরা সহজেই পরিষ্কার এবং সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পারিব, এমত বোধ হইতে পারে।

আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি যে সময়ে প্রথমে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে আমারও এইরূপ মত ছিল; কিন্তু যখন আমি সেই মতটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তখনই আমি জানিতে পারি যে, আমি যেমত ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিক ইহা সেরূপ সুফলপ্রসূ নহে। প্রথমতঃ কৃষকদিগের প্রকৃত মতটা কি, ইহা আবিষ্কার করাই নিতান্ত কঠিন। রুষীয় কৃষকদিগের সদয় স্বভাব এবং দৃশ্যমান সরলতা থাকিলেও তাঁহাদিগের একটা স্বতন্ত্র পরিণামদর্শিতা আছে, এবং সেই পরিণামদর্শিতা সহজেই সন্দেহাকারে পরিণত হয়, এবং একবার তাহাদিগের সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তাহারা তখন আর সত্যের প্রতি ততটা সম্মান প্রদর্শন করে না। * নিঃস্বার্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান-কৌতূহল যে আছে, ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না, সুতরাং কোন অপরিচিত লোক, যে বিষয়ের সহিত তাহার নিজের ব্যক্তিগত কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, সেই বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই কৃষকেরা ভাবে যে, প্রশ্নকর্ত্তার অবশ্যই কোন গুপ্ত মন্দ উদ্দেশ্য আছে। সেরূপ অবস্থায় তাহারা যে, একেবারে সতর্ক হয় এবং সেই অনুমিত শত্রু যাহাতে প্রকৃত তথ্য জানিতে না পারে, তজ্জন্য যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহারা যথাসম্ভব অস্ফুট উত্তর দিতে থাকে, ইহা বুঝা কঠিন হয় না। এমন কি, যে সময়ে কোন পর্য্যটক তাহাদিগের সন্দেহ উৎপাদন করেন না, বা সন্দেহ দূর করিয়া দিতে সক্ষম হয়েন, সে সময়েও সেই কৃষকদিগের সকল কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, কারণ প্রায়ই তাহারা মন রাখিবার জন্য প্রশ্নকর্ত্তার মনের মত উত্তরদান করিতে চাহে। প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া, আমি ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি এবং একজন লোকের নিকট হইতেই এক প্রশ্নের পরস্পর বিসম্বাদী উত্তর পাইয়াছি।

কিন্তু কেবল যে, সন্দেহ এবং মন রাখিবার জন্যই সকল সময়ে কৃষকদিগের উত্তর অস্ফুট এবং অসন্তোষজনক হয়, তাহা নহে। আমার বিশ্বাস যে, প্রধানতঃ তাহারা সাধারণ্যে একটা পরিষ্কার নিশ্চিত উত্তর দিবার কিছুই পায় না বলিয়াই তাহাদিগের উত্তর অস্ফুট হয়। কোন প্রত্যক্ষ ফল দর্শে না বলিয়াই রুষীয় কৃষকেরা প্রায়ই কোন বিষয়ের ফলাফল নির্দ্দেশ করে না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অতি কম রুষীয় কৃষকই আপনা আপনি নিম্নলিখিত প্রশ্ন করে—দাসত্বের সময় যেমন ছিলাম, এখন আমি তদপেক্ষা ভাল আছি কি না? তাহাদিগকে এরূপ প্রশ্ন করিলে,

---

* ইহা পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

তাহারা স্তম্ভিত হয়। যেস্থানে জমীদারগণ আপনাদিগের ক্ষমতার ভয়ঙ্কররূপে অপপ্রয়োগ করিতেন, সেইস্থল ব্যতীত অন্য স্থলের জমীদারপক্ষ এবং কৃষকপক্ষ, দুই পক্ষের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, একটা শেষ সিদ্ধান্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দাসত্বের সময় কৃষকেরা যে শারীরিক শ্রম করিত, তদপেক্ষা বর্ত্তমানে নগদ খাজানা এবং করদান প্রায়ই নিতান্ত গুরুভার বলিয়া অনুভব করে। দাসদিগকে যদিও অনেকগুলি অবিশদরূপে নির্দ্ধারিত দায়িত্ব পালন করিতে হইত, অর্থাৎ প্রভুর শস্যগুলি বাজারে বহন করিয়া দিয়া আসিতে হইত, তাঁহার জ্বালানী কাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দিতে হইত, ডিম্ব, কুক্কুটশাবক, বাটীতে নির্ম্মিত বস্ত্র প্রভৃতি দিতে হইত, কিন্তু সেইমত আবার দাসেরা অনেকগুলি অবিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট স্বত্বানুগ্রহও সম্ভোগ করিত। তাহারা বর্ষের মধ্যে এক সময়ে জমীদারের ক্ষেত্রে পশুদিগকে চরিয়া খাইবার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারিত, জ্বালানি কাষ্ঠ পাইত, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের কুটীর সংস্কারার্থ গুঁড়ি কাষ্ট পাইত; কখন কখন পশুগুলি মড়ক দ্বারা বিনষ্ট বা চোরদিগের দ্বারা অপহৃত হইলে, প্রভু তাহাদিগকে গাভী বা ঘোটক একেবারে দান করিতেন বা ভাড়াস্বরূপে দিতেন; এবং দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা প্রভুর নিকট হইতে আহার্য্যও প্রাপ্ত হইত। এখন সে সকল আর নাই। তাহাদিগের সেই দাসত্বভার এবং স্বত্বানুগ্রহ একসঙ্গেই দূরিভূত হইয়াছে, এবং তাহার স্থলে আইনের দ্বারা স্পষ্টরূপে বিবৃত, অনম্য নূতন সম্বন্ধ বন্ধন হইয়াছে। তাহারা এখন যে প্রত্যেক কাষ্টখণ্ড জ্বালায়, বা কুটীর সংস্কার জন্য যে প্রত্যেক গুঁড়িকাষ্ট লয়, এবং পশুদিগের আহার্য্যের জন্য যে পশুচারণ ভূমির যে পরিমিত অংশ জমা লয়, তৎসমস্তের জন্যই তাহাদিগকে বাজার দরে মূল্য দিয়া লইতে হয়। এখন তাহারা বিনা মূল্যে আর কিছুই পায় না। প্রতিপদক্ষেপেই এখন তাগাদার মুখে পড়িতে হয়। এখন যদি কোন কৃষকের একটা গাভী মরে বা একটা ঘোড়া চুরি যায়, তাহা হইলে কৃষক উপহারস্বরূপ একটা গাভী পাইবার আশায় অথবা বিনাসুদে ঋণ পাইবার আশায় আর ভূস্বামীর নিকট গমন করিতে চায় না, যদি তাহার নগদ টাকা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে গ্রাম্য ঋণদাতার নিকট যাইতে হয়, এবং সে ব্যক্তি শতকরা কুড়ি বা ত্রিশ টাকা সুদ নিতান্ত অতিরিক্ত জ্ঞান করে না। এক এক সময়ে এমনও ঘটে যে, কৃষককে কোন প্রকার উপকার বা লাভ না পাইয়া টাকা দিতে হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি তাহার পশু, জমীদারের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট (যে দেশে প্রাকার বা বেড়া দিবার প্রথা আদৌ নাই, সে দেশে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে) হইলে এরূপ ঘটে। পূর্ব্বে এরূপ ঘটিলে, কৃষক কেবলমাত্র ভৎর্সিত হইত বা সামান্য শারিরীক দণ্ড পাইত, সুতরাং শীঘ্রই তাহা ভুলিয়া যাইত, কিন্তু এখন উক্ত ঘটনার জন্য তাহাকে যে অর্থদণ্ড দিতে হয়, তাহা তাহার পক্ষে অতি গুরুতর বোধ হয়। কৃষক এখন আগেকার এবং বর্ত্তমানের এই সকল নানা প্রকার সুবিধা এবং অসুবিধা চিন্তা করিয়া, স্বভাবতই একটা কোন রকম মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, এবং যখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তাহার বর্ত্তমান

অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল কি না, তখন সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে এক রকম সন্দেহাত্মকস্বরে বলে, "আমি তা কেমন করিয়া আপনাকে বলিব ? এ অবস্থা ভালও বটে এবং মন্দও বটে।"

আমরা এখন এই সমস্যাটা এরূপে পূরণ করা অসম্ভব জ্ঞানে অন্য উপায় অবলম্বন করিব কি ? কখনই না। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, এই তথ্যটাই যে, বিশেষ গুরুতর এবং কৃষকদিগের অবস্থার যে, আশামত উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, ইহা তাহার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি কোন একটা বিশেষ নিশ্চিত উৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই দৃষ্ট এবং জগতে বিঘোষিত হইত এবং এখন আমরা যেমন দেখিতেছি যে, যাহারা এ সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র, তাহারাই এসম্বন্ধে একটা নিশ্চিত মতপ্রকাশ করিতে সতর্কতার সহিত ক্ষান্ত, এমত দেখিতে পাইতাম না। যেরূপ আশা করা হইয়াছিল, কৃষকেরা ততটা উন্নতি প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা দেখা যাইতেছে। আর যদিই তাহারা আপনাদিগের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা এত সামান্য যে, সহজে দেখা যায় না। কেনই বা এরূপ হইতেছে, তাহা অবশ্য বিবেচ্য। যাঁহারা বিশ্বাসের সহিত নিতান্ত মধ্যবিধ আশা করিয়াছিলেন, দাসত্বপ্রথা রহিত হওয়ায়, কেনই বা তাঁহাদিগের আশাও পূর্ণ হয় নাই ?

এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন যে, কৃষকদিগের নীতিচরিত্র বিদূষিত হওয়ায় এমত ঘটিতেছে, অপরে বলেন যে গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির বিধিপ্রণালীর ত্রুটীতে এমত ঘটিতেছে, এবং তৃতীয়পক্ষ বলেন যে, কৃষকেরা এখন বিচিত্র আর্থিক অবস্থায় পড়ায় এরূপ হইতেছে। এই প্রত্যেক দলই এক একটা বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। প্রথমদল নীতিশিক্ষা দিতে বলেন ; দ্বিতীয়পক্ষ বলেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমিতে যে স্বত্ব আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হউক, এবং কৃষকদিগের যে স্বায়ত্বশাসন বিধি চলিত আছে, তাহার বিশেষ সংস্কার করা হউক ; এবং তৃতীয়দল বিবেচনা করেন যে, কর এবং জমির খাজানার পরিমাণ সমধিক পরিমাণে হ্রাস, আয়ব্যয়ের গুরুতর সংস্কার, এবং যাহাতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সমধিক পরিমাণে কৃষকেরা যাইতে পারে, এমত ব্যবস্থা করাই বিশেষ আবশ্যক।

আমার মনে হয়, এই তিনদলই যে যে বিষয় সমর্থন করে, তদপেক্ষা যেগুলি অস্বীকার করে বা লক্ষ্য রাখে না, তাহাতেই সমধিক ভ্রমে পতিত হয়, এবং এস্থলে সারসংগ্রহকারী দর্শনশাস্ত্রের মূল নীতিসূত্রের উপযুক্ত প্রয়োগ হইতে পারে। আমার মতে বর্ত্তমান অবস্থাটী অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকার কারণের ফল, সুতরা কোন একটী মাত্র উপায় অবলম্বন দ্বারা ইহার প্রতিকার করা যায় না। যে ভিত্তির উপর এইমত স্থাপন করিয়াছি, সংক্ষেপেতঃ তাহা পরে প্রকাশ করিতেছি।

কৃষকগণ যে, মদ্যপানাসক্তি এবং অপরিণামদর্শিতার জন্য আপনাদিগের স্থায়ী আর্থিক উন্নতির বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন রিটুয়ালিষ্ট এবং মলকানী সম্প্রদায় যে সকল গ্রামে বাস করে, তথায় মদ্যপানাসক্তি না থাকায়, সেই গ্রামগুলির অবস্থাও বেশ উন্নত দেখা যায়, এবং তথাকার অধিবাসী সাধারণে প্রত্যেকের উপরই প্রবল নৈতিক শাসনশক্তি চালনা করে, সুতরাং সেই সূত্রে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, অতীব সন্তোষপ্রদ নৈতিক অবস্থার দ্বারাই কৃষকসাধারণের আর্থিক স্থায়ী উন্নতি অতীব প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। উক্ত কৃষকেরা যে গোঁড়া ধর্ম্মসমাজের অধীন, সেই ধর্ম্মসমাজ, উক্ত কৃষকদিগকে যেমন বর্ষের মধ্যে অধিকাংশ সময় মাংসাহার করিতে ক্ষান্ত রাখেন, যদি সেইমত ইহাদিগকে অত্যন্ত মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত রাখিতে সফল হয়েন, এবং উক্ত ধর্ম্মসমাজ ইহাদিগের হৃদয়ে খৃষ্টীয় ভোজের মহোপকারিতা সম্বন্ধে যেমন বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে পারক হইয়াছেন, যদি সেইমত ইহাদিগের হৃদয়ে অতি সহজ সামান্য সুনীতির মূলসূত্রগুলি বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাদিগের অতুলনীয় উপকার সাধন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্ততঃ বর্ত্তমানে সেরূপ হইবার আশা নাই, কারণ গ্রাম্য পাদরীদিগের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত আশা পূর্ণ করিবার যোগ্য নহেন, এবং যে কয়জন উক্ত প্রকার কোনরূপ আকাঙ্খা করেন, তাঁহারাও আবার গ্রাম্য উপাসকদিগের উপর কোনপ্রকার দৃশ্যমান নৈতিক প্রাবল্য বিস্তার করিতে পারেন না।* বর্ত্তমান ধর্ম্মসমাজবিভাগের যে সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে, সেই সংস্কার সূত্রে এ বিষয়ের কতদূর উপকার লাভ হইবে, তাহা বলা অসম্ভব, কিন্তু যাঁহারা যে কোন কার্য্যের সকলই ভাল দেখেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে ভাল ফল প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। গ্রাম্যপাদরী অপেক্ষা গ্রাম্য শিক্ষকের দ্বারা অনেক উপকার লাভ হইতে পারিবে, কিন্তু শিক্ষার দ্বারা কতকটা পুনরায় নৈতিক উন্নতি না হইলে, আবার সে আশা করা যায় না। শিক্ষার প্রথম প্রাবল্য কিন্তু প্রথমটা অনিষ্টের দিকেই (কথাটা শুনিতে বিচিত্র বটে) ধাবিত হয়। কোন গ্রামের একটী বা দুইটী কৃষক লিখিতে পড়িতে পারিলে, তাহারা প্রতিবাসীগণের উপর স্বভাবতই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, অসৎ উদ্দেশ্যেই সেই শিক্ষা জ্ঞান প্রয়োগ করে; সুতরাং গ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, প্রায়ই সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সাধারণ লোকশিক্ষার প্রতিবাদী, তাঁহারা ইহাকে সেই শিক্ষার কুফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার মূল কারণ এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুতগতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে না। যখন সমধিকসংখ্যক কৃষক লিখিতে এবং পড়িতে শিখিবে, তখন এই শিক্ষার দ্বারাই চাতুরী, প্রবঞ্চনা বা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি তদনুসারে হ্রাস হইয়া আসিবে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার দ্রুতগতি উন্নতি সাধন করিবার অন্য কোন উপায় কি নাই? নৈতিক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা লোকদিগের আর্থিক উন্নতি সঞ্চয় অবশ্যই

---

* রুষীয়ার গ্রাম্য পাদরীগণ, গ্রাম্য উপাসকদিগের উপর বিশেষ প্রাবল্য বিস্তার করেন বলিয়া, সাধারণে যাহা প্রকাশ হয়, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নিশ্চিত এবং স্থায়ী, কিন্তু অনেক ঘোরফের—অনেক বিলম্বে এরূপে উন্নতিলাভ ঘটে। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে যদিও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন ঔষধ ব্যবহার এবং অস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করাও প্রয়োজন হয়। বক্ষ্যমাণ স্থলে সহজে ব্যবস্থাস্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে না কি? এই প্রশ্নের উত্তরদান করিতে হইলে, যাঁহারা এ বিষয়ে আইনের আশ্রয় লইতে বলেন, তাঁহারা কিরূপ রোগ নির্ণয় করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টিদান করিতে হইবে। এই জন্যই উপরিনির্দ্দিষ্ট তিনটীদলের মধ্যে দ্বিতীয় দলের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি দেওয়া যাউক।

যাঁহারা গ্রাম্যমণ্ডলী সৃষ্টির এবং গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতির কার্য্যপ্রণালীর ন্যূনাধিক পরিমাণে আইনগত সংস্কাররূপ ঔষধ দান করিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে দুইটী দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে; তন্মধ্যে একদল বলিতেছেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর বর্ত্তমান শাসননীতিমূলেই যত অনিষ্ট বিরাজ করিতেছে, এবং অন্যপক্ষ বলেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলী সৃষ্টির মূলনীতিসূত্রের দ্বারাই সমস্ত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। এক্ষণে এই দুইটী মত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

যে সময়ে মুক্তিদান-প্রশ্ন আলোচিত হইতে থাকে, সেই সময়ে স্থানীয় আত্যন্তিক প্রজাপ্রভুত্বমূলক স্বায়ত্বশাসনের অতি আশ্চর্য্যজনক উপকারিতার উপর কৃষীয়ার শিক্ষিতশ্রেণীর সমধিকসংখ্যক লোকের প্রবল বিশ্বাস জন্মে, সেই বিশ্বাসানুসারেই মুক্তিদানবিধি বিস্তৃত হয়। গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি সেই সূত্রে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, এবং ভূস্বামীগণকে ভোলষ্টের শাসনকার্য্য এবং তাহার সীমার বাহিরে সযত্নে রক্ষা করা হয়, অর্থাৎ ভূস্বামীগণকে এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় না। সেই সূত্রে একটা নূতন অতি বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্ট হইতে থাকে—একটা বিস্তৃত কৃষক-স্বায়ত্বশাসন-প্রণালী সৃষ্ট হয়, এবং অন্যান্য সামাজিকশ্রেণীসকল যাহাতে সেই প্রণালীর উপর কোনপ্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সতর্কতার সহিত এমত ব্যবস্থা করা হয়; বাস্তবিক সেই ব্যবস্থা এরূপ করা হয় যে, ভোলষ্ট বা, গ্রাম্যমণ্ডলীর মধ্যে কোন জমীদারের জমীদারী থাকিলেও তিনি সেই ভোলষ্টের কোন বিষয়ে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পান না। এই নূতন ব্যবস্থার দ্বারা মহান উপকারের আশা করা হইতে থাকে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী লোক বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র ব্যবস্থাই কৃষকদিগের বর্ত্তমান অসন্তোষপ্রদ অবস্থার প্রধান কারণ।

কৃষকদিগের স্বায়ত্বশাসন-প্রণালী যে সন্তোষপ্রদ নহে, যে কোন পক্ষপাৎহীন লোকেই তাহা স্বীকার করিবেন। যে সকল কৃষক সমধিক পরিশ্রমী এবং সঙ্গতিপন্ন, যাহাতে গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক-পদে নিযুক্ত হইতে না হয়, তাহারা তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং যে সকল কৃষক তাহাদিগের অপেক্ষা কম সম্মানিত, তাহাদিগের হস্তেই সমস্ত শাসনভারার্পণ করে। সাধারণ কার্য্যে কোন্

প্রকার শাসন-লক্ষণই দেখা যায় না, এবং অগ্নিকাণ্ড বা পশুমড়ক প্রভৃতি সাধারণ বিপদকালেও কর্ত্তৃপক্ষগণকে উদাস এবং ক্ষমতাহীন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই দৃষ্ট হয় যে, গ্রাম্যমণ্ডল, সাধারণের নিকট হইতে রাজস্ব এবং কর হিসাবে যাহা আদায় করে, সেই টাকাতেই সে ব্যবসা করিয়া থাকে, এবং সে দেউলিয়া হইয়া যাইলে, কৃষকদিগকে আবার দ্বিতীয়বার সেই রাজস্ব ও কর দিতে হয়। ভডকা নামক মদ্যদান বা অন্যপ্রকার উৎকোচদান করিতে পারিলে, ভোলষ্ট অর্থাৎ গ্রাম্যমণ্ডলীর বিচারালয়ে বেশ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারা যায়, সুতরাং সেই সূত্রে অনেক জেলাতেই আদালতের আর মান নাই এবং চাষারা বলিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি বিচারপতি হয়, সে-ই পাপ করিতে থাকে। দাসত্বের সময় গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি যেরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা তদপেক্ষা অত্যন্ত জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে। সে সময়ে কেবল মাত্র পরিবারের কর্ত্তাগণ সমিতিতে মতবাদ প্রকাশ করিতে পারিত, তাহাদিগের সংখ্যাও কম ছিল এবং তাহারা যেমন পরিশ্রমী এবং সঙ্গতিপন্ন ছিল, সেইমত তাহারা অলস দুর্দ্দান্ত চাষাদিগকে শাসন করিয়া রাখিত; কিন্তু এক্ষণে সেই বড় বড় পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং প্রায় প্রত্যেক বয়স্ক চাষাই এখন স্বস্ব পরিবারের কর্ত্তা হইয়াছে, কাজেই এখন গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতির কাজ গণ্ডগোলকারী সমধিকসংখ্যক চাষার মতেই ধার্য্য হইতেছে; এবং এক্ষণে কতক পরিমিত ভডকা দিতে পারিলেই প্রায় সমস্ত গ্রাম্যমণ্ডলীর নিকট হইতে যে কোন অনুকূল অনুমতি পাওয়া যাইতে পারে। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে আমি অনেক বৃদ্ধ কৃষককে প্রায়ই অনুযোগ করিতে শুনিয়াছি, এবং তাহারা নিম্নলিখিত কথাগুলিতে আপনাদিগের মন্তব্য শেষ করে,—"এখন আর শান্তি নাই; লোকগুলা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে; প্রভুদিগের আমলে এই সমিতি খুব ভালই ছিল।"

এই অশুভ ফলগুলি বাস্তবিকই সত্য, এবং সেগুলি সংগোপন করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সাধারণে এ গুলিকে যত অধিক জ্ঞান করেন, আমার বিশ্বাস যে, তত অধিক নহে। জমীদারগণ এখন আপনাদিগের কতকটা ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য (যে অসুবিধা পূর্ব্বের ন্যায় সরাসরি বিচারে এখন দূর হইতে পারে না) এই প্রণালীর বিষম বিরুদ্ধবাদী, সুতরাং তাঁহারা এই প্রণালীর বিরুদ্ধে যে সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, সাধারণে তৎপ্রতি বিশ্বাস করিয়াই এই প্রণালীর নিতান্তই কুফল হইতেছে এমত ভাবেন। আমি প্রায়ই জমীদারদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এ দেশে এখন আর বাস করা সম্ভব নহে, এবং শীঘ্রই চারিদিকে প্রাকারবদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বা সেইমত উপায়াবলম্বনে বাস করা দরকার হইবে; আমি বহুদিন এই দেশে বাস করিয়াছি, কিন্তু আমি এমন একটা কিছুই দেখি নাই, যাহার দ্বারা উক্ত অতিরিক্ত বর্ণনার কিছুমাত্র সমর্থন হইতে পারে। কোন শাসন প্রণালীর দ্বারা যাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, অনেকে কৃষকদিগের স্বায়ত্তশাসনের নিকট

তাহাই প্রত্যাশা করেন, এবং সেই জন্যই অনেকগুলি সামান্য অনুযোগের আদৌ কোন ভিত্তি দেখা যায় না। এই ভূস্বামীগণ যাহা আশা করেন, সেই আশা পূর্ণ করিতে হইলে, তাঁহারা নিজে যেমন দাসদিগের উপর যথেচ্ছ শাসনশক্তি চালনা করিতেন, গ্রাম্যমণ্ডল বা অন্য কোন কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীর হস্তে পুনরায় সেইমত পরিজনতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে আবার সেই অসীম জঘন্য প্রণালী প্রচলন করা হইবে মাত্র।

এ কথা সত্য বটে যে, কেবল জমীদারগণই অনুযোগ করিতেছেন না; বৃদ্ধ কৃষকেরাও বলিয়া থাকে যে, পূর্ব্বের মত আর এখন সুনিয়ম নাই। কিন্তু এরূপ কথাটাকে একেবারে সত্য বলিয়া লওয়া উচিত নহে। সকল প্রাচীন লোকেই অতীতকালের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ আধুনিক কোন পরিবর্ত্তন দ্বারা যদি সেই বৃদ্ধদিগের ক্ষমতার কতকটা লোপসাধন হয়, তাহা হইলে, তাহারা আরও দুঃখিত হইয়া পড়ে, সুতরাং বৃদ্ধ কৃষকগণও এ বিষয়ে বাদ যায় না। বর্ত্তমান-কালের অসুবিধা এবং কাঠিন্যের সহিত বৃদ্ধেরা এখন সমর করিতেছে, সুতরাং তাহারা পূর্ব্বে যে সকল কষ্ট-নিগ্রহভোগ করিত, তাহা ভুলিয়া যাইতে স্বতঃই প্রস্তুত অথবা অনিচ্ছাক্রমে সেই নিগ্রহ-কষ্ট তত অধিক ছিল না বলিয়া প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। বর্ত্তমান গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির বিরুদ্ধে বৃদ্ধ কৃষকেরা যে মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করে, তাহা যে অতিরঞ্জিত, আমি তাহা কেবল সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে নহে, একটী বিশেষ তথ্যের দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। বাস্তবিকই যদি গ্রাম্যমণ্ডলীর অলস এবং অকর্ম্মণ্য লোকদিগের দ্বারাই গ্রাম্যমণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, তাহা হইলে, যে উত্তরীয় কৃষিপ্রদেশের জমিতে সার দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়, তথায় গ্রাম্যমণ্ডলীর জমি অবশ্যই মধ্যে মধ্যে পুনর্ব্বণ্টিত হইত; কারণ সেরূপে নূতন বণ্টনসূত্রে অলস কৃষকেরা আপনাদিগের উৎপাদিকাশক্তিহীন ভূমির বিনিময়ে সার দেওয়া উত্তম জমি পাইতে পারিত। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে সেরূপ হইতেছে না দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি এই প্রদেশের যে সকল গ্রাম্যমণ্ডলী দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে সমস্ত বা প্রায় সমস্ত মণ্ডলীতেই মুক্তিদানের পর আর সাধারণ্যে ভূমিবণ্টন হয় নাই এমত দেখিয়াছি। আমার এই কথা প্রকৃত অবস্থাটা কতদূর সত্যরূপে প্রকাশ করিতেছে, তাহা বিশেষ জ্ঞাতব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এসম্বন্ধে কোনপ্রকার হিসাবতালিকা সংগৃহীত হয় নাই।

আর যদিই ইহা স্বীকার করা যায় যে, সাধারণে যেমন অনুমান করিতেছেন, এই কৃষক-স্বায়ত্তশাসন ঠিক সেইমত মন্দ, তাহা হইলেও তাঁহারা যে, এই প্রণালী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাই যে, অবলম্বন করিতে হইবে, এমত কোন কারণ নাই। বিশেষ বিবেচনার পর কতকটা পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হইতে পারে, কিন্তু একেবারে ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন করিলে যে, শুভফল প্রসূত হইবে, আমি এমত বিশ্বাস করি না। এই নূতন অনুষ্ঠানকে এত শীঘ্র একেবারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত

করা বা এত শীঘ্র ইহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা নিতান্ত অসাময়িক হইবে। কৃষকদিগকে হঠাৎ দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাদিগের হস্তে স্বায়ত্বশাসন-ভার দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহারা সবে এই পঞ্চদশবর্ষমাত্র আপনাদিগের নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়াছে। * এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন কথনই "অস্তিত্ব লাভ" করিতে পারে না। আমি ইচ্ছা করিয়াই এখানে "অস্তিত্ব লাভ" শব্দটী প্রয়োগ করিলাম, কারণ প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে স্বায়ত্বশাসন কথনই আইনের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না। আইনের দ্বারা কেবলমাত্র সমস্ত বিঘ্নবাধা বিদূরিত হইয়া, স্বায়ত্বশাসনের মূর্ত্তি সংগঠনের সহায়তা হয়, অধিবাসীগণের উপরই সেই মূর্ত্তির সজীবতাসাধনভার অর্পিত, এবং কেবলমাত্র বহুদর্শীতার দ্বারা সেই সজীবতা সম্পাদিত হয়। রুষীয় কৃষকগণের এতৎসম্বন্ধীয় গত পঞ্চদশবর্ষের অভিজ্ঞতা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অশুভ-অনিষ্টগুলি বেশ অনুভব করিতেছে, এবং সেগুলি যাহাতে একেবারে সমূলে উৎপাটিত হয়, তাহারা অকৃত্রিমভাবে এমত ইচ্ছাও করে। ইহাই উৎকর্ষসাধনের পক্ষে ইতিমধ্যে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিতেছে এবং অনিষ্ট নিবারণের উপায়ও সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কৃষকেরা দেখে যে, গ্রাম্যমণ্ডল, তাহাদিগের নিকট হইতে সম্রাট-সরকারে দেয় রাজস্ব এবং কর লইয়া, রীতিমত সম্রাটের ধনাগারে জমা দিতেছে না, এবং সেই জন্যই তাহাদিগকে আবার দ্বিতীয়বার রাজস্ব ও কর দিতে হইতেছে, তখন তাহারা গ্রাম্যমণ্ডলের নিকট সম্রাটের ধনাগার হইতে প্রদত্ত উক্ত টাকার রসিদ দেখিতে চাহিবেই চাহিবে। রুষীয় কৃষকেরা সাধারণ মুলনীতিসূত্রের জন্য কিছু করিতে চায় না বটে, কিন্তু যেস্থলে দেখে যে, শাসনবিভাগের ক্ষমতার অপপ্রয়োগসূত্রে তাহাদিগের অর্থক্ষতি হইতেছে, সেস্থলে তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। আমার মতে এই জন্য কৃষকদিগের উন্নতির ভার তাহাদিগের হস্তে রক্ষা করাই ভাল, এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শীতা ভিন্ন যে সকল শিক্ষালাভ করা যায় না, তাহাদিগকে সেই অভিজ্ঞতার দ্বারাই সেই সকল শিক্ষা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতি যেভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিতশ্রেণীর সভ্যতামূলক প্রাবল্য গ্রাম্যদিগের উপর বিস্তৃত হইবার বিরুদ্ধে বিরাট বাধাদান করিতেছে, কিন্তু যিনি গ্রাম্যজীবনের সমস্তই অবগত আছেন, তিনি একথার গুরুত্ব স্বীকার করিবেন না। যদি কোন জমীদার, আপনার অশিক্ষিত প্রতি-

---

* কেহ কেহ এমত বলিতে পারেন যে, কৃষকেরা বরাবরই কতকটা গ্রাম্যমণ্ডলীর স্বায়ত্বশাসনশক্তি চালনা করিয়া আসিয়াছে। একথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী দাসত্ব এবং শাসনবিভাগের তত্বাবধানে ইহার অনেকটা স্বাধীনতা গিয়াছিল। জমীদারদিগের জমীদারির মধ্যস্থ মণ্ডলীগুলি সম্পূর্ণরূপেই জমীদার বা তাঁহাদিগের নায়েবগণের শাসনে চালিত হইত, এবং সম্রাটের খাস জমির মণ্ডলীগুলি রাজপুরুষগণের দ্বারা পরিচালিত হইত।

বাসীগণের উপর সভ্যতামূলক প্রাবল্যবিস্তার করিতে ক্ষমবান এবং যোগ্য হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তার জন্য আইনের সাহায্যের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এবং যাঁহারা কেবলমাত্র আপনাদিগের চেষ্টার দ্বারা সেই প্রাবল্যবিস্তার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দান করিলে, তাঁহারা যে সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিবেন, এমত খুব সম্ভাবনা। জমীদারগণ বহুপুরুষ হইতেই তাঁহাদিগের দাসদিগের উপর অসীম ক্ষমতা চালনা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সূত্রে তাঁহারা যে সমধিক সভ্যতামূলক প্রাবল্যবিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, কখনই এমত বলা যাইতে পারে না। সত্য কথা এই যে, যাঁহারা উক্তপ্রকার প্রাবল্যবিস্তার করা ভাল জ্ঞান করেন, তাঁহারই উক্ত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা স্বাভাবিক বিধিসঙ্গত উপায়ে সেই প্রাবল্য সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন না। রুষীয়গণ যে, আত্মচেষ্টা এবং আত্মসাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া, সাধারণ্যে আইন এবং শাসনবিধির উপর অধিক নির্ভর করিতে ভাল বাসেন বলিয়া প্রকাশ, এস্থলে আমরা তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত পাইতেছি।

এসম্বন্ধে যদি কোন একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে, তাহা যে কেবল বিফল হইবে, এমত নহে, পরিণামে ভয়ানক অনিষ্ট সূচিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি এথানে ভোলষ্ট অর্থাৎ গ্রামামণ্ডলীর আদালতের কথা বলিতেছি, অনেকস্থলের আদালতগুলি গ্রাম্যসমাজের অতি জঘন্য অংশস্বরূপ।

দাসত্বপ্রথার সময় কতকগুলি গ্রাম্যমণ্ডলী আপনাদিগের মধ্য হইতেই বিচারপতি (প্রাভোসডি) নির্ব্বাচিত করিত, কিন্তু জমীদারী সংক্রান্ত সমধিক অপরাধের বিচার জমীদারগণ বা নায়েবগণ করিতেন এবং বিচারপতিদিগের দ্বারা সামান্য সামান্য ফৌজদারী অপরাধের বিচার হইত। সম্রাটের খাসভূমিতে যেরূপ গ্রাম্যমণ্ডলী-বিচারালয় ছিল, তাহারই আদর্শে মুক্তিদানের পর সর্ব্বত্র কৃষক বিচারপতি নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল প্রশ্ন দৃঢ়রূপে সমালোচিত হইতেছে, তন্মধ্যে উক্ত বিচারালয়গুলির অসন্তোষপ্রদ অবস্থা এবং সেগুলির উন্নতিসাধন একটী প্রধান প্রশ্ন। অনেক সংস্কারকের পক্ষে এই প্রশ্ন অতি সহজ বলিয়া দৃষ্ট হয়। এই আদালতগুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং উৎকোচগ্রাহী, সকল দিক হইতেই ইহা শুনিতে পাইয়া, এবং অন্যপক্ষে জষ্টিস অব দি পিস নামক অন্য এক বিচারকশ্রেণী সাধারণ্যে সন্তোষপ্রদরূপে কাজ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহারা বলিতেছেন যে, আর বিবেচনা না করিয়া, উক্ত বিচারালয়গুলি একেবারে উঠাইয়া দিয়া, উক্ত জষ্টিসদিগের বিচারাধীন করা হউক। এরূপ উপায়ে এ প্রশ্নের মীমাংসা করা অতি সহজ বটে, কিন্তু এরূপ করিলে সম্পূর্ণ সফলতালাভের আশা নাই। উক্ত আদালতগুলি কেবলমাত্র চিরপ্রচলিত প্রথা এবং সহজ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় অর্থাৎ কোনপ্রকার আইন অবলম্বনে বিচার করা হয় না, অন্যপক্ষে জষ্টিস অব দি পিস নামক বিচারকশ্রেণী দেওয়ানী আইন অনুসারে বিচার করেন, কিন্তু কৃষকগণ

সেই আইন জানেও না, এবং তাহাদিগের প্রতি সে আইন বর্ত্তেও না। আবার ভোলষ্ট, আদালতসমূহে কৃষকদিগের যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই সকল মোকদ্দমার ন্যায়সঙ্গত সুবিচার করিতে হইলে, কৃষকদিগের জীবনের প্রত্যেক বিষয়েই বিচারকের বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন, কিন্তু জষ্টিসদিগের মধ্যে সেরূপ অভিজ্ঞ লোক অতি সামান্যই আছেন। উচ্চশ্রেণীর অনেক বিষয়ের সহিত কৃষকদিগের অনেক বিষয়ের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্ত্রীপুরুষ চিরজীবনের জন্য পৃথক হইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, শিক্ষিতগণ স্বভাবতঃই স্থির করিয়া থাকেন যে, সেই মোকদ্দমায় যদি কোন পক্ষের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে, স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীর সেই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। কিন্তু অন্যপক্ষে কৃষকগণ তদ্বিপরীতে ধার্য্য করে যে, স্ত্রীরই ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্বামী বা বাটীর কর্ত্তা সেই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী, কারণ স্ত্রী চলিয়া যাইলে, কৃষিকার্য্যের শ্রমাভাব জন্য ক্ষতি হইবে। কৃষকদিগের বিচারসম্বন্ধীয় এরূপ অনেক বিচিত্র কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পিটার দি গ্রেটের মতাবলম্বী সংস্কারকদল বলেন যে, শিক্ষিতশ্রেণীর বিবেকবুদ্ধির উপর এবং লিখিত আইনের মধ্যে ন্যায়বিচারের যে সমুচ্চ মূলনীতিসূত্র বিরাজ করিতেছে, কৃষকদিগের প্রতি কেনই বা আমরা সেই নীতিসূত্রমত আইন প্রচলন না করি? আমার মতে কিন্তু এরূপ করিলে বিপদ সম্ভাবনা। চিরপ্রচলিত আচারব্যবহার অনুসারে কৃষকদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধবন্ধন এবং রীতিনীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, হঠাৎ তাহাদিগের মধ্যে লিখিত আইন জারি করিলেই কৃষকদিগের মনে নৈতিক ধারণাসম্বন্ধে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া দিবে, এবং তাহারা এক্ষণে যে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে শিক্ষা করিযাছে, তাহারও একেবারে উচ্ছেদসাধন করিয়া দিবে। রুষীয় ইতিহাসের গত দুই শতাব্দীর মধ্যে যে, ঘন ঘন প্রবল সংস্কার করা হইয়াছে, তাহার ফলস্বরূপই যে, রুষীয়ার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নৈতিক দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ভোলষ্ট আদালতগুলি একেবারে উঠাইয়া দিয়া, কৃষকদিগের মধ্যে লিখিত আইন জারি না করিলেও পরিবর্ত্তন তালিকাটী দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা বলেন যে, কেবলমাত্র গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির শাসনশক্তির অপপ্রয়োগে নহে, মূল গ্রাম্যমণ্ডলী সৃষ্টিপ্রণালীর দোষেই প্রধানতঃ কৃষকদিগের অবস্থার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন হইতেছে না, তাঁহাদিগের সেই মতের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি দেওয়া যাউক। উক্ত মতাবলম্বীগণ বলেন যে, দাসত্বপ্রথা কেবল নামমাত্র উঠিয়া গিয়াছে। কৃষকেরা

---

[*] হয়ত কথা উঠিতে পারে যে, ভোলষ্ট আদালতগুলি অতি অল্পদিন হইল সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা সত্য বটে, কিন্তু যে আচার ব্যবহারানুসারে তাহারা বিচার করিয়া থাকে, তাহা অতীব প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে তাহা বহুপুরুষের অভিজ্ঞতা হইতে সম্ভুত।

পূর্ব্বে জমীদারদিগের দাস ছিল, এখন তাহারা গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির দাস। এখনও তাহাদিগকে সেই একস্থানে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, এবং গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির নিকট হইতে লিখিত আদেশ না পাইলে, অতি অল্পদিনের জন্যও তাহারা অন্যত্র যাইতে পারে না। সেই অনুমতির জন্য আবার তাহাদিগকে অনেক অতিরিক্ত অর্থও দিতে হয়। যদি কোন কৃষক নগরে বা দেশের কোনস্থানে আয়জনক কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতি, একটা সামান্য যে কোন সূত্রাবলম্বনে তাহাকে বাটীতে চলিয়া আসিতে আজ্ঞা দেয়, এবং যদি সে না আইসে, তাহা হইলে অপরাধীর ন্যায় তাহাকে ধরিয়া আনা হয়। গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকৃত জমিতে কৃষক এক অংশ পায় বটে, কিন্তু সে সেই জমির উৎকর্ষসাধন করিবার কোন ইচ্ছা করে না, কারণ সে জানে যে, গ্রাম্যমণ্ডলী যে কোন সময়ে জমি পুনর্ব্বণ্টন করিতে পারে, সুতরাং সে জমির উৎকর্ষসাধন জন্য যে পরিশ্রম করিবে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আমি এক্ষণে গ্রাম্যমণ্ডলীর সম্পত্তির উপকারিতার বা অপকারিতার সবিস্তার বর্ণনা করিতে সক্ষম নহি, কিন্তু এ সম্বন্ধে যে একটা গোলযোগপূর্ণ মত দেখা যায়, তাহার কতকটা দূর করিতে চেষ্টা করিতে পারি। এ সম্বন্ধে যাঁহারা লেখেন এবং মুখে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রায়ই দেখেন না যে, দেশের সকল স্থানের গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি একভাবে সৃষ্ট এবং একবিধ ক্ষমতাপন্ন নহে। কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রদেশের দেয় কর, জমির চলিত ন্যায্য খাজানা অপেক্ষা কম, সুতরাং সেখানে গ্রাম্যমণ্ডলীভুক্ত হওয়া বিশেষ লভ্য এবং উত্তর কৃষিপ্রদেশে দেয় কর, জমির চলিত খাজানা অপেক্ষা অধিক হওয়ায়, সেখানে গ্রাম্যমণ্ডলীভুক্ত হইলে কেবল ভার বহন করিতে হয়। এক্ষণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উত্তর প্রদেশের গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি বাস্তবিকই পূর্ব্বতন দাসাধ্যক্ষ জমীদারদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং মণ্ডলীর লোকদিগের উপর প্রায় দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে; কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, ইহার জন্য গ্রাম্যমণ্ডলী অধিক অপরাধী নহে। গ্রাম্যমণ্ডলী, সকলপ্রকার দেয় কর এবং খাজানার জন্য দায়ী, অথবা যে পরিমিত উপকার পাওয়া যায়, সেই দেয় কর তদপেক্ষা সমধিক, সুতরাং গ্রাম্যমণ্ডলীর লোকদিগের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মণ্ডলীভুক্ত করিয়া রাখে। সহজ কথায় এ প্রদেশের গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি, করসংগ্রাহক-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। করভার অধিক হওয়ায়, এবং সেই দেয় করের জন্য দায়ী থাকায়, মণ্ডলী কাজেই কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অতএব যাহাকে গ্রাম্যমণ্ডলীর অত্যাচার বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্যমণ্ডলী তজ্জন্য দোষী হইতে পারে না, কারণ এসম্বন্ধে গ্রাম্যমণ্ডলী কেবল রাজ্যের রাজস্ববিভাগের হস্তে অত্যাচার-যন্ত্রস্বরূপ অবস্থিত। এই অত্যাচার কেবল মুক্তিদান-আইনের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে, কারণ সেই আইন, এই অঞ্চলের কৃষকদিগের অমতে তাহাদিগকে যে জমি দেওয়া হয়,

সেই জমি ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া, তদ্বারা স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রদেশে জমির চলিত খাজানা অপেক্ষা দেয় করহার অধিক না হওয়ায়, তাহার ফলস্বরূপ গ্রাম্যমণ্ডলীভুক্ত হইতে সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টিত হয়, সুতরাং সেখানে গ্রাম্যমণ্ডলীর অত্যাচারের কথা কিছুই শুনিতে পাই না। এখানকার গ্রাম্যমণ্ডলীর কোন সভ্য কোথাও চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে, যে কোন প্রতিবাসী, অধিক জমিপ্রার্থী, তাহার হস্তে স্বীয় জমির অংশ এবং স্বীয় দেয় করভার দান করিতে পারে। এমন কি তাহার ইচ্ছা হইলে, সে একেবারে গ্রাম্যমণ্ডলীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করিয়া, কোন নগরে গিয়া, নগরবাসীরূপে নাম লিখাইতে পারে; কারণ গ্রাম্যমণ্ডলীর অন্যান্য লোকেরা সেই ব্যক্তির জমির অংশ লইয়া, তাহার দেয় কর দান করিতে অনিচ্ছুক হয় না। এমতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাধারণ্যে গ্রাম্যমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে সকল অনুযোগ উপস্থিত করা হয়, তৎসমস্ত রাজপক্ষ হইতে সৃষ্ট করদানপ্রণালীর বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেয় কর যতই গুরুতর বা অন্যায় হউক না কেন, করসংগ্রাহক, স্বকর্ত্তব্য পালন করে বলিয়া, বিশেষতঃ সে অনিচ্ছায় করসংগ্রাহক হইতে বাধ্য হইলে, তাহাকে কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না।

যাহা হউক, জমিতে গ্রাম্যমণ্ডলীর স্বত্বাধিকার থাকায়, এবং সময়ে সময়ে সেই সাধারণ্যে পুনর্ব্বণ্টন করিবার প্রথা চলিত থাকায়, তাহা কৃষকদিগের স্বেচ্ছাক্রমে স্বস্ব অংশে চাষ করিবার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিরূপ বাধা দিতেছে, এবং জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে তাহাদিগকে কিরূপ প্ররোচণা করিতেছে না, এখন এই কঠিন প্রশ্নটী মীমাংসা করিতে বাকি আছে। মূলতঃ এই প্রশ্নটী বড়ই গুরুতর, এবং ভবিষ্যতে ইহা বিশেষরূপে বিবেচ্য বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আমার মতে বর্ত্তমানে এই প্রশ্নকে যতদূর গুরুতর বলা হয়, ততদূর গুরুতর নহে। একত্র একখণ্ড জমি পাইলে, কৃষক আপন ইচ্ছামত তাহার যে কোন অংশে চাষ করিতে পারে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি স্থানে স্থানে এক এক টুকরা জমি পাওয়া যায়, এবং তাহা গোলাবাড়ী হইতে বহুদূরবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সেই নানা স্থলে খণ্ড খণ্ড জমিতে চাষ করা বড়ই কষ্টকর, তাহার কোন সন্দেহই নাই; এবং জমিতে যদি কৃষকের স্থায়ী স্বত্ব থাকে, অথবা যদি জমি ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে সেই জমির উৎকর্ষ সাধন জন্য যে শ্রম এবং অর্থব্যয় করে, যদি তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার আশা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সেই জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই কথাগুলি অবশ্যই অবিবাদনীয় সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু আমরা এক্ষণে যাহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত এ কথাগুলির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বর্ত্তমানে কিছুই নাই। কৃষকেরা প্রচুর মূলধন লইয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কর্ষণযন্ত্রযোগে চাষ করিলে ভাল হয় কি না, আমরা সে প্রশ্নটী বিবেচনা করিতেছি না। মূলপ্রশ্ন এই যে, কৃষকগণ যে, আপনাদিগের প্রকৃত বর্ত্তমান অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিতেছে

না, ইহার কারণ কি? এখন আমরা মূলপ্রশ্ন ছাড়িয়া যাইতেছি, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি দুইটী কার্য্যের দ্বারা বাধাদান করিতেছে, এক্ষণে এমত অনুমিত হয়—প্রথমতঃ প্রচলিত প্রণালীতে কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে দিতেছে না; দ্বিতীয়তঃ কৃষকদিগকে জমির স্থায়ী উৎকর্ষ সাধন করিতে এবং উচ্চ অঙ্গের কৃষিকার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে দিতেছে না। অভিজ্ঞতার দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার দ্বারাই ইহার পরীক্ষা করিয়া লওয়াই ভাল।

গ্রাম্যমণ্ডলী, কৃষকদিগকে চলিত নানাবিধ উচ্চ অঙ্গের কৃষিকার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে দেয় না বলিয়া যে, অনুযোগ করা হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদানের আবশ্যক দেখা যায় না। কৃষকেরা এখনও সে বিষয়ের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার চিন্তা করে না; আর যদিই তাহারা সেরূপ চিন্তা করে, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে তাহাদিগের অভিজ্ঞতাও নাই এবং প্রয়োজনীয় মূলধনেরও অভাব। অনেক গ্রামের কতকগুলি ধনবান এবং বুদ্ধিমান কৃষক, জমি ক্রয় করিয়া, আপনাদিগের ইচ্ছামত চাষ করিতেছে, এবং সেই চাষসম্বন্ধে গ্রাম্যমণ্ডলীর কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ তাহাদিগকে মানিতে হয় না; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকৃত ভূমিতে তাহাদিগের যে অংশ থাকে, তাহারা সেই অংশে যেভাবে চাষ করে, উক্ত জমিতেও সেইভাবেই চাষ করিয়া থাকে। এই সকল কৃষক, তাহাদিগের সহকৃষকদিগের অপেক্ষা যে, অধিক বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, এবং উদ্যমশীল, তাহার সন্দেহ নাই; ইহারা যদিও উচ্চ অঙ্গের কৃষিপ্রণালী অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছে না বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে, অন্যপক্ষে আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, সাধারণ কৃষকগণ এ বিষয়ে আদৌ চিন্তা করিতে শিখে নাই। নূতন প্রকার জিনিসের চাষ সম্বন্ধে যে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিয়াছি যে, মীর সে বিষয়ে বড় একটা বাধা দেয় না। চিনি প্রস্তুতের জন্য বীট পালঙ্গের চাষ গত কয় বর্ষের মধ্যে মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে সমধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে, এবং পূর্ব্বে যে উত্তরাঞ্চলে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য সামান্য পরিমিত শণের চাষ হইত, এখন তথায় তাহার চাষ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রাম্যমণ্ডলী-প্রণালীটী প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত স্থিতিস্থাপক এবং মণ্ডলীর সমধিক সংখ্যক লোক যখন বুঝে যে, কোন একটা পরিবর্ত্তন সাধন করিলে, উপকার লাভ হইবে, তখন সেই বিষয়ের যতদূর ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। কৃষকেরা যখন পয়ঃপ্রণালী, খালখনন প্রভৃতি স্থায়ী উপকারমূলক অনুষ্ঠান করিবার চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহারা গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতিপ্রণালীকে বাধাস্বরূপ জ্ঞান না করিয়া, সাহায্যকারী জ্ঞান করিবে; কারণ সেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইলে, বৃহদাকারেই করিতে হইবে এবং যে মীর এখন সর্ব্বত্র দৃঢ় স্থায়ী হইয়াছে, সেই মীরগুলির বিশেষ সহায়তা পাইবে।

যে সকল জমি এক্ষণে পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই গুলির উদ্ধার সাধন করাই বর্ত্তমানের পক্ষে একমাত্র স্থায়ী উন্নতিজনক কার্য্য; এবং এরূপ উন্নতি সাধন মধ্যে মধ্যে আরম্ভও হইয়াছে। আমি জানি যে, ইয়ারসলাক প্রদেশের অন্তর্গত কপরিণা নামক স্থানের গ্রাম্যমণ্ডলী, বেতনভোগী শ্রমজীবী নিযুক্ত করিয়া, বহুল পরিমিত পতিত জমির উদ্ধার সাধন করিয়াছে। কোন কৃষকও যদি একা এরূপে পতিত জমির উদ্ধার চেষ্টা করে, মীর তাহার কোন বাধা দেয় না। উত্তরাঞ্চলের অনেক গ্রাম্যমণ্ডলীতে এসম্বন্ধে প্রচলিত নিয়মমত কাজ হয়, অর্থাৎ যদি কোন কৃষক পতিত জমির উদ্ধার সাধন করে, তাহা হইলে, সেই উদ্ধারসাধনকার্য্যে তাহার যত শ্রম ও অর্থব্যয় হয়, তাহার পরিমাণানুসারে তাহাকে ততবর্ষ সেই জমি ভোগ করিতে দেওয়া হয়।

যেরূপ চাষপ্রণালী প্রকৃতরূপে প্রচলিত, গ্রাম্যমণ্ডলী, তদনুসারে উত্তমরূপে চাষ করিবার বাধা দিতেছে কি না?

রুষীয়ার কৃষি-প্রণালীর মধ্যে (দূরবর্ত্তী উত্তরাঞ্চল এবং আসিয়িক পতিত বিস্তৃত প্রদেশ ব্যতীত, কারণ তথাকার চাষপ্রণালী স্থানীয় অবস্থার গুণে স্বতন্ত্র প্রকার।) সাধারণ তিন চাষপ্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। এই প্রণালীমত উত্তমরূপে চাষ করিতে হইলে ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সার দিতে হয়। মীরের অস্তিত্ব সূত্রে কৃষকগণ কি আপনাদিগের ক্ষেত্রে উত্তমরূপে সার দান করিতে পারিতেছে না?

যে সকল লোক এসম্বন্ধে অভিজ্ঞের ন্যায় মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা ভাবেন যে, সাধারণ্যে কৃষকেরা তাহাদিগের ক্ষেত্রে আদৌ সার দেয় না। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। একথা সত্য বটে যে, যে প্রদেশের কৃষ্ণমৃত্তিকার আজিও অনেকটা আদিম উর্ব্বরতা আছে, তথায় সার দেওয়া হয় না। সারস্বরূপ গোবর প্রভৃতি জ্বালানি-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বা ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ তথাকার কৃষকদিগের বিশ্বাস যে, সেই সারের দ্বারা ক্ষেত্রের কোন উপকার হইবে না, এবং তাহাদিগের এই বিশ্বাস কতকটা সত্যও বটে; কিন্তু উত্তর কৃষিপ্রদেশের ক্ষেত্র সমূহে উক্ত প্রকার সার না দিলে, আদৌ চাষ হয় না বলিয়া, কৃষকেরা উক্ত প্রকার সমস্ত সারই ক্ষেত্রে প্রদান করে। যদিই তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমিত সার দেয় না, এমত বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদিগের গবাদি পশুর সংখ্যা কম বলিয়া, প্রচুর সারও পায় না। মধ্যবর্ত্তী যে প্রদেশের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা দ্রুতগতি কমিতেছে, তথাকার চাষারা সারগুলি ক্ষেত্রে দান করিলে বিশেষ উপকার পাইত বটে, কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু গ্রাম্যমণ্ডলীর নিষেধেই যে, তাহারা এমত করে, তাহা নহে, তাহারা সারের উপকারিতা জানে না বলিয়াই এবং চিরদিন এক-ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে বলিয়াই সেরূপ করে। এই প্রদেশের অনেক ভুস্বামীও উক্ত প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেন। কৃষকেরা যখনই জানিতে পারে যে, সার ব্যবহার করিতে যে পরিশ্রম লাগে, তাহার ফল তদপেক্ষা অধিক হয়,

তখনই নিশ্চয় তাহারা সার ব্যবহার করিতে থাকে, এবং তাহা লাভজনক জানিতে পারিলেই সেই প্রথা রক্ষা করিয়া চলে।

এরূপ বলা হয় যে, উত্তর প্রদেশের কৃষকদিগের যদি গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতির অবিচারের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আপনাদিগের পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমিতে সার দিতে পারিত।

উক্ত আপত্তির উত্তর দান করিতে হইলে, উক্ত গ্রাম্যমণ্ডলীর অবিচারটা কি, অগ্রে তাহাই পরিষ্কাররূপে জানা উচিত। কৃষকেরা দুইটী ভয় করে, এমত অনুমিত হয়। প্রথম ভয় এই যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর বকেয়া দেয় করের জন্য (সে নিজের দেয় কর ও খাজানা সম্পূর্ণরূপে দিলেও) তাহাদিগের পশুগুলিকে সম্রাটের পুলিসের লোকেরা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবে; এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রাম্যমণ্ডলী আবার সমস্ত ভূমি বিভক্ত ও পুনর্ব্বণ্টনকালে যে ব্যক্তি নিজে বহু বর্ষ হইতে যে জমিতে সার দিয়া আসিতেছে, সেই জমি তাহাকে না দিয়া, অন্যকে দিতে পারে।

প্রথমোক্ত ভয়ের কারণটী প্রায় ঘটিয়া থাকে; এবং যে কোন কৃষক আপনাদিগের পশুসংখ্যা বাড়াইতে ইচ্ছুক, তদ্দ্বারা অবশ্যই সেই ইচ্ছার বাধা প্রদত্ত হয়; কিন্তু এখানেও আবার গ্রাম্যমণ্ডলীর উপর দোষ পড়িতেছে না, সম্রাটের রাজস্ব-প্রণালীরই দোষ। গ্রাম্যমণ্ডলীর দায়িত্বের জন্য এই যে, কৃষকদিগের গুপ্ত সম্পত্তি বাজে আপ্ত করা হয়, এই প্রথা ক্ষুদ্র রুষীয়াতেও আছে, কিন্তু সেখানে প্রকৃত গ্রাম্য মণ্ডলী নাই।

যাঁহারা গ্রাম্যমণ্ডলীকে একেবারে উঠাইয়া দিতে অভিলাষী, উক্ত দ্বিতীয় ভীতিটী তাঁহাদিগের প্রিয় অস্ত্রস্বরূপ; কিন্তু আমার ধারণা যে, লোকে যত মনে করে, বাস্তবিক কৃষকগণ তত ভয় করে না। উক্ত অস্ত্রটীকে সমস্ত বল প্রয়োগ করিতে দিবার জন্য আমি উক্ত অস্ত্রব্যবহারকারীগণের ন্যায় কতকটা ভয়াল কল্পনা করিব। সত্য বটে!—সমধিকসংখ্যক কৃষকই সকল প্রকার ন্যায় বিচারের দাবীই গ্রাহ্য করে না—গ্রাম্যমণ্ডলীতে সরল বিশ্বাস আদৌ নাই, এবং মণ্ডলীর সমধিক সংখ্যক সভ্যই আপনাদিগের পক্ষে সুবিধা বোধ করিলেই দুর্ব্বল কমসংখ্যক কৃষকদিগের দ্রব্য অপহরণ করে। এক কথায় আমি এ সম্বন্ধে নৈতিক কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, কেবল মাত্র প্রকৃত তথ্যগুলির পরীক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিব। কিন্তু সেই তথ্যগুলি কি বলিতেছে? দক্ষিণাঞ্চলের যেখানে সার দান করা আদৌ প্রয়োজন হয় না, সেখানে প্রতিবর্ষে বর্ষেই ভূমি বিভাগ ও পুনরায় বণ্টন করা হয়; আমরা যতই উত্তরমুখে গমন করি, ততই সেই বণ্টনের সময় বৃদ্ধি দেখিতে পাই; এবং উত্তর কৃষিপ্রদেশে সারদান অনিবার্য্য থাকায়, সেখানে সাধারণ্যে ভূমি ভাগ বা বণ্টন আদৌ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইয়ারাসলফ প্রদেশে গ্রাম্যমণ্ডলীর জমি সাধারণ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, সার দেওয়া জমি গ্রামের নিকটেই থাকে, এবং যে জমিতে সার দেওয়া হয় না, তাহা তাহার পরে থাকে। "কেবল

এই শেষোক্ত জমিই মধ্যে মধ্যে পুনরায় বণ্টিত হয়। প্রথমোক্ত জমি প্রায়ই পুনরায় বণ্টন করা হয় না, এবং যদি কখনও কোন নূতন পরিবারকে এক অংশ দান করা দরকার হয়, তাহা হইলে, কাহারও কোন স্বার্থের যাহাতে ক্ষতি না হয়, এমত উপায়ে তাহা করা হইয়া থাকে।

যাঁহারা বলেন যে, মীরের দ্বারা প্রকৃতরূপে গ্রাম্য অধিবাসীগণের স্থায়ী আর্থিক উন্নতির বিষম বাধা প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা দ্বিবিধ প্রতীকারের ব্যবস্থা করায়, তদনুসারে তাঁহাদিগকে দুইদলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল বলেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূসম্পত্তিপ্রথা অবিলম্বে একেবারে উঠাইয়া দিয়া, গ্রামে যত পরিবারের বাস, তাহার সংখ্যানুসারে সেই জমি ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। অন্য শ্রেণী বলেন যে, বর্ত্তমানে গ্রাম্যমণ্ডলীপ্রণালী রক্ষা করা হউক, কিন্তু একটা আইন সৃষ্টি করিয়া, ইহার কার্য্যপ্রণালী ধার্য্য করিয়া দেওয়া বিহিত।

আমি উক্ত দুইটী প্রস্তাবই ভ্রান্ত বোধ করিতেছি। মণ্ডলীর সম্পত্তিপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিলে, এরূপ আর্থিক বিপ্লব উপস্থিত হইবে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, মুক্তিদানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিপ্লব অতি সামান্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং আমার মতে পূর্ব্ববিবৃত কারণে বর্ত্তমানে তাহা করা অনাবশ্যক। যাঁহারা বলেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীপ্রণালী, চিরদিনের জন্য নিঃস্ব জনমণ্ডলী সৃষ্টি রহিত করিয়া রাখিবে, আমি তাঁহাদিগের মত সমর্থন করি না, এবং যাঁহারা এই মণ্ডলীপ্রণালীকে সকলপ্রকার সামাজিক অশুভানিষ্টনিবারক জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের মত আরও সমর্থন করি না। তদ্বিপরীতে আমি বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমানে যে, সময়ে সময়ে ভূমিবণ্টনপ্রণালী, মণ্ডলীর একটী বিশেষ কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা সম্ভবতঃ অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনাচক্রাধীনে যাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে, তাহাকে হঠাৎ বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেওয়া মহা ভ্রান্তির কাজ হইবে। কৃষকেরাই এ বিষয়ের যোগ্য বিচারক, কারণ কেবলমাত্র তাহারাই গ্রাম্যমণ্ডলীপ্রণালীর প্রত্যক্ষ কার্য্যকারিতা এবং ফলাফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহই এই প্রথা উঠাইয়া দিতে চাহে না। গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতি, জমিগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে তাহা চিরদিনের জন্য দান করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে; কিন্তু অতি অল্প গ্রাম্যমণ্ডলীই—যে সকল মণ্ডলী "অনাথদিগের অংশ" পাইয়াছে, সেগুলি ব্যতীত— এ পর্য্যন্ত উক্ত ক্ষমতাচালনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

আমি বলি, আইন সৃষ্টির দ্বারা গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির কার্য্য নির্দ্ধারণ করাও কম আপত্তিজনক নহে। এখন যে চিরপ্রচলিত আচার ও রীতিনীতিমত মণ্ডলীর কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, নিঃসন্দেহই এমত সময় আসিবে, যখন সেই প্রাচীন আচার বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ কার্য্যকর বিবেচিত হইবে না, এবং তখন নির্দ্ধারিত আইন সৃষ্টির আবশ্যক হইবে। কিন্তু সে সময় এখনও আইসে নাই। এই মণ্ডলীপ্রণালীর

এখনও এমত জীবন্ত শক্তি আছে যে, বাহ্যিক অন্য কোন সাহায্যের আবশ্যক বোধ করে না। যাহারা, মণ্ডলীর জন্য আইন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, মণ্ডলী তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের নিজের স্বার্থ অনেকটা অধিক বুঝে; এবং এগুলি, নিজের উপকারের জন্য নিজেদের কার্য্যপ্রণালীর যে কিছু নূতন পরিবর্ত্তন আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তাহা নিজেই করিয়া লইতে ক্ষমবান। খাঁটী বিভাগতন্ত্রশাসনপ্রণালীপ্রিয় লোকেরা কেন যে, এই গ্রাম্যমণ্ডলীপ্রণালীকে চক্ষুঃশূলস্বরূপ দেখেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কারণ রুষীয়ার মধ্যে কেবল একমাত্র এই গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতিই শাসনবিভাগের অনিষ্টকারী প্রাবল্যের অধীন নহে—কেবল একমাত্র ইহারই খাঁটী স্বতঃসৃষ্ট স্বাধীন জীবন আছে, এবং ইহা কেন্দ্রস্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে তাড়িতযোগে জীবনীশক্তি প্রার্থনা করে না; কিন্তু যে সকল লোক আপনাদিগকে স্বায়ত্বশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারাই আবার দেশের মধ্যে কেবল এই একমাত্র স্বায়ত্বশাসনটুকু বিলুপ্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, ইহাই অতি বিচিত্র বোধ হইতেছে। রুষীয়ায় আর যে সকল স্বায়ত্বশাসনযন্ত্র দেখা যায়, সেগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে কৃত্রিম এবং বাহ্যিক অলঙ্কারস্বরূপ, এবং যে শক্তির দ্বারা সেগুলি সৃষ্ট হইয়াছে, কোনপ্রকার বিশেষ হাঙ্গামার উৎপত্তি না করিয়া, সেই শক্তি সহজেই সেগুলির ধ্বংসসাধন করিতে পারে; একমাত্র গ্রাম্যমণ্ডলী প্রথাই প্রজাদিগের আচার ব্যবহার, প্রবাদ সংস্কার এবং দৈনন্দিন স্বার্থের মধ্যে আমূলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এ বিষয়ে কৃষকেরাও বিচার করিবার বিশেষ যোগ্যপাত্র, এবং তাহারা, তাহাদিগের উক্ত বন্ধুবর্গ এবং স্বতঃসৃষ্ট পক্ষাবলম্বীদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার আশু কারণ পাইয়াছে।

এখন আমরা শেষ সমালোচক এবং সংস্কারেচ্ছুদলের কথা বলিতেছি। তাঁহাদিগের মত যে, গবর্ণমেণ্ট, কৃষকদিগকে যেরূপ আর্থিক কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার জন্যই কৃষকগণ আপনাদিগেব স্থায়ী আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং তাঁহারা বলেন যে, বর্ত্তমান রাজস্বগ্রহণপ্রণাগীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন এবং যাহাতে সমধিক উর্ব্বর এবং কম বসতিপূর্ণ স্থানে কৃষকেরা যাইতে পারে, এমত ব্যবস্থার দ্বারাই ইহার প্রতীকার হইবে। এস্থলে আমি এক কথা বলিয়া লইতে পারি যে, এই ব্যাখ্যাটা অতীব প্রিয়, এবং এরূপ হইবার নিতান্ত স্বাভাবিক কারণও বিদ্যমান, কারণ ইহা মূলসমস্যাটাকে নিতান্ত সহজ এবং প্রতিকারও নিতান্ত সহজলব্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহা রুষীয়দিগের মনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কারণ যাঁহারা এই মত ব্যক্ত করেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধেই সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করিতে পারিতেছেন এবং অশুভ-অনিষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া আছেন।

সাধারণ্যে বর্ত্তমান রাজস্বপ্রণালী এবং বিশেষতঃ করসংগ্রহপ্রণালী, কৃষকদিগের মঙ্গলোন্নতির কতদূর হানি সাধন করিতেছে, সেই প্রশ্নটী বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে হইলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। বর্ত্তমানে আমার সেরূপ করিবার ইচ্ছা নাই। এই প্রশ্নটী এক্ষণে যে আঁধারাচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেই অন্ধকার কতকটা বিদূরিত করিবার জন্য এসম্বন্ধে এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারি।

কৃষকেরা এক্ষণে দুই প্রকার প্রত্যক্ষ কর দিয়া থাকে—প্রথম প্রকৃত কর, এবং দ্বিতীয়তঃ জমির জন্য দেয় অর্থ। এই দুইটীকে কখন কখন—অনেক সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক—এক করা হয়, কিন্তু এ দুটীকে সাবধানে পৃথক করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃত করকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রাজকীয়, স্থানীয় এবং গ্রাম্যমণ্ডলীকে দেয় কর। প্রথমটী রাজপক্ষ হইতে ধার্য্য হয়, দ্বিতীয়টী জেমসভো বা স্থানীয় নির্ব্বাচিত শাসনসভার দ্বারা ধার্য্য এবং তৃতীয়টী গ্রাম্যমণ্ডলীর দ্বারা ধার্য্য হয়। এই ত্রিবিধ করকে এক করিলে, প্রত্যেক পুরুষ অধিবাসী প্রতি সার্দ্ধ নয় রুবল মুদ্রা হয়, অতএব যদি আমরা প্রত্যেক পরিবারের গড়ে পুরুষসংখ্যা আড়াই জন হিসাবে ধরি, তাহা হইলে প্রত্যেক পরিবারের দেয় কর পৌনে ৩২ রুবল মুদ্রা অর্থাৎ ৩০ টাকার অনেক অধিক হয়—সমধিকসংখ্যক কৃষক-পরিবারের পক্ষে ইহা নিতান্ত গুরুভারস্বরূপ।

জমির জন্য দেয় অর্থকে প্রকৃতপক্ষে কর বলা যায় না, কারণ কৃষক সেই টাকার বিনিময়ে জমিতে কতক অংশে স্থায়ী স্বত্ব পায়; কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে, এই দেয় টাকা কিন্তু একপ্রকার কর বটে, কারণ এই টাকার পরিমাণ উভয়পক্ষের স্বেচ্ছাচুক্তির দ্বারা ধার্য্য হয় নাই. বরং কৃষকদিগের অমতেই উক্ত টাকাদানে জমিক্রয়ের ভার তাহাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশের কোন কোন অংশে এই ভারদানটা উপকারী বিবেচিত হয়; এবং অন্যত্র ইহা গুরুভারস্বরূপ গণ্য। প্রথমোক্ত স্থলে অর্থাৎ যেখানে দেয় টাকা চলিত খাজানা অপেক্ষা কম, সেখানে কৃষক, জমি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, উক্ত অর্থদান হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে; শেষোক্ত স্থলে অর্থাৎ যেখানে চলিত খাজানা অপেক্ষা দেয় টাকার হার অধিক, সেখানে কিন্তু কৃষক উক্তপ্রকারে মুক্তি পাইতে পারে না, কারণ গ্রাম্যমণ্ডলী বা মণ্ডলীর যে কোন সভ্য উক্ত সর্ত্তে তাহার জমি লইতে চাহে না। সুতরাং চলিত খাজানা অপেক্ষা যে টাকাটা অধিক লওয়া হয়, আমরা অবশ্যই সেটাকে কর বলিতে পারি। দৃষ্টান্ত যথা—যদি কোন কৃষককে আমরা গ্রাম্যমণ্ডলীর জমি উপভোগের জন্য ১৮ রুবল মুদ্রা দিতে দেখি, তাহা হইলে তন্মধ্যে সেই জমির প্রকৃত খাজানা ১০ রুবল মুদ্রা বাদ বাকি ৮ রুবল মুদ্রা প্রকৃত করস্বরূপ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, দক্ষিণ কৃষিপ্রদেশের উক্ত অতিরিক্ত দেয় হার নাই। সেখানে জমির জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, বাস্তবিকই জমি তদপেক্ষা অধিক

মূল্যবান, সুতরাং তাহারা সেখানে সেই দেয়কে কর বলিতে পারে না। যদি কোন কৃষক সেই দেয় টাকা হইতে মুক্তিলাভ করিতে, চায়, তাহা হইলে সে অনায়াসে তাহার জমি গ্রাম্যমণ্ডলীকে বা কোন কৃষককে প্রত্যর্পণ করিয়া, মুক্তিলাভের কোন বাধা পায় না। কিন্তু উত্তর কৃষিপ্রদেশের কৃষক সেরূপে অর্থদান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এমত উপায় নাই, কারণ সেখানকার দেয় টাকার হার চলিত খাজানা অপেক্ষা অধিক, সুতরাং আমরা সেই দেয় টাকার অধিকাংশকেই করস্বরূপ বিবেচনা করিতে পারি। এক্ষণে যদি উক্ত দেয় টাকার সেই অতিরিক্ত অংশের সহিত প্রকৃত করের যোগসাধন করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয় এবং যে সকল কৃষক কেবলমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত গুরুভাররূপে বিবেচিত হয়। সেই দেয় টাকা যতদিন বার্ষিকহারে দিবার বিধি চলিত থাকিবে, ততদিন কৃষকগণ আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিবার সুবিধা পাইবে না। বরং তাহাদিগের অবস্থা আরও দিন দিন মন্দ হইতেছে, কারণ রাজকীয় তালিকায় প্রকাশ যে, এই প্রদেশের কৃষকদিগের গবাদি পশুর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে, এবং ইহার দ্বারাই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ক্ষেত্রে সার দান ও শস্যের পরিমাণও হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

অতিরিক্ত করভারই যে, কৃষকদিগের—বিশেষতঃ উত্তর কৃষিপ্রদেশের কৃষকদিগের উন্নতির প্রধান অন্তরায়স্বরূপ, এই কথার মধ্যে কতকটা সত্য দেখা যাইতেছে, কিন্তু একটা কোন সাধারণ কারণ, দেশের সর্ব্বত্রই কি সমভাবে উন্নতির বাধা দিতেছে না? কৃষকগণ কি এমত কোন বিচিত্র অবস্থায় পতিত হয় নাই, যাহার জন্য উন্নতির বিষম বাধা প্রাপ্ত হইতেছে? আমার বিশ্বাস যে, সেরূপ কারণ ও সেরূপ বাধা বিদ্যমান, এবং এক্ষণে আমি তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দাসত্বপ্রথার সময়ে কৃষকদিগের পরিবার সাধারণতঃ অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। কতকটা পরিজনতন্ত্রপ্রণালীর প্রাবল্যের জন্য একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিত এবং প্রধানতঃ ভূস্বামীগণ একান্নবর্ত্তিতার বিশেষ সুবিধা বুঝিতেন বলিয়াই তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র থাকিবার বাধা দিতেন। ভূস্বামীদিগের শাসন ক্ষমতার বিলোপ সাধন হইবামাত্রই একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা-ভঙ্গারম্ভ হয়, এবং দ্রুতগতি সেই প্রথা উঠিয়া যাইতে থাকে। প্রত্যেকেই তখন স্বাধীনভাবে থাকিতে চায়, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রত্যেক সবলকায় বিবাহিত কৃষক নিজে নিজে এক একটী বাটী নির্ম্মাণ করে। গ্রাম্যমণ্ডলীর স্বায়ত্বশাসনের উপর ইহা কিরূপ প্রাবল্য বিস্তার করে, আমি তাহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; ইহার দ্বারা আর্থিক অবস্থারও নিতান্ত ক্ষতি সাধিত হয়। একটী বাটীর স্থানে দুই তিনটী বাটী নির্ম্মাণ এবং তাহা রক্ষা করা সমধিক পরিমিত অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাও যেন স্মরণ করা হয় যে, যে সকল বিপদাপদ একান্নবর্ত্তী বহুপরিবারের দ্বারা সহজে নিবারিত হইতে পারিত, সেই সকল বিপদাপদ নিবারণে অক্ষম হওয়ায়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন পরিবারগুলি

একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাই কেবল শেষ শোচনীয় ফল নহে। একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা ভঙ্গ হওয়ায়, কিরূপ ক্ষতিজনক ফল ফলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে, মুক্তিদান আইনের সহিত সেই তথ্যগুলিকে মিলাইয়া দেখা আবশ্যক।

কৃষকদিগের যত জমির প্রয়োজন হয়, মুক্তিদান আইনের দ্বারা তাহাদিগকে তত পরিমিত জমি দেওয়া হয় না; সুতরাং যে কৃষক সেই আইনানুসারে যে পরিমিত জমি পায়, তাহাতে তাহাকে যেমন অধিক শ্রম করিতে হয় না, সেইমত তাহার আয়ও অতি কম হইতে থাকে। কিন্তু যদি তাহার পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক হইত, তাহা হইলে সহজেই সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারিত। বাটীর এক জন পুরুষ, স্বীয় স্ত্রী, এবং ভ্রাতৃজায়া ও শস্যকর্ত্তনের সময় একজন বেতনভোগী শ্রমজীবির সাহায্যে পরিবারের সমস্ত জমির চাষ করিতে পারিত, এবং পরিবারের অপর সমস্ত বয়স্ক পুরুষ অন্যত্র অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কর দিবার জন্য বা অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত বাটীতে টাকা পাঠাইতে পারিত বা নিজে উপার্জ্জন করিয়া আনিতে পারিত। কিন্তু যখন প্রত্যেক সবলকায় পুরুষই নিজে নিজে স্বতন্ত্র সংসার করিয়া স্বীয় পরিবারের কর্ত্তা হয়, তখন উক্ত প্রকার উপায়াবলম্বন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেরূপ প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাই হয় বাটীতে থাকিতে, নয় স্ত্রীর উপর জমির প্রাপ্য অংশের চাষ করিবার ভার দিতে বাধ্য হয়। বাটীতে থাকিতে হইলে, সে যদি সুলভ হারে নিকটবর্ত্তী অন্য জমি জমা না লয়, তাহা হইলে সে নিজে যে অংশটুকু পায়, তাহাতে সেই জমির কাজ করিয়া, তাহাকে অনেক সময় আলস্যে কাটাইতে হয়; এবং যদি সে স্থানান্তরে গমন করে, এবং তাহার স্ত্রীর উপর চাষ করিবার ভার দিয়া যায়, তাহা হইলে, চাষের দ্বারা অতি কম শস্য উৎপন্ন হয়, কারণ স্ত্রীকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে না হইলেও সে পুরুষের মত চাষ করিতে পারে না। অনেক স্থানে গ্রামের নিকটেই কর্ষণীয় জমি জমা লইতে হইলে, অনেক কৃষককে এরূপ হারে সেই জমি জমা লইতে হয় যে, তাহাকে নিতান্ত অতিরিক্ত হার বলা যাইতে পারে।

কিরূপে এই অশুভগুলির একেবারে প্রতিকার হইতে পারে, আমি যে তাহা জানি, এমত বলি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, সাধারণ্যে সর্ব্বত্র দেয় করহার পুনরায় সংস্কার এবং বিশেষতঃ জমির জন্য দেয় অর্থের হার হ্রাস করিয়া দিলে, অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। ইহার উপর সমধিক পরিমাণে একস্থান হইতে কৃষকেরা যাহাতে স্থানান্তরে গিয়া চাষ করিতে পারে, এমত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উত্তর এবং পশ্চিমের অনুর্ব্বর প্রদেশের কতক কৃষক পূর্ব্ব প্রদেশের উর্ব্বর অংশে গিয়া, সহজে চাষ করিতে পারিবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগণের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি এইমত সিদ্ধান্ত করিলাম। সুদীর্ঘ কাল ধীরভাবে অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ আমি ইহা স্থির করিয়াছি,

কিন্তু পাঠকগণ যেন ইহাকে একজন নিরপেক্ষ তত্ত্বানুসন্ধায়ীর ব্যক্তিগত মন্তব্য ভিন্ন অন্য কিছু জ্ঞান না করেন।

ভবিষ্য সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। লোকে ভবিষ্য সম্বন্ধে যতটা নিরাশ হইতেছে, আমি ততটা নিরাশের কারণ দেখি না। এখন রুষীয়ার আর্থিক অবস্থার মহান পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং পরিবর্ত্তনযুগে যে সকল অশুভ উৎপন্ন হয়, রুষীয়া কেবল তৎসমস্তই ভোগ করিতেছে। রুষীয়া যেরূপ সাহসের সহিত-সফলতার সহিত দাসদিগের মুক্তিদানমূলক কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে এখনও যে সকল প্রশ্ন রুষীয়ার সমক্ষে উপস্থিত রহিয়াছে, যথাসময়ে সফলতার সহিত সে গুলিরও মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। *

---

* এই অধ্যায়ের কতক অংশ, ই, এন, বেজাকের হস্তলিখিত প্রবন্ধ হইতে অনুবাদিত হইয়া, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ভেসনিক য়ুরোপীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নূতন বিচারালয়সকল।

প্রাচীনকালের বিচারপ্রণালী—ত্রুটী এবং অবিচার—পূর্ণসংস্কার—নূতন প্রণালী—জষ্টিস অব দি পিস এবং মাসিক বিচারাধিবেশন—স্থায়ী প্রকৃত বিচারালয়সকল—পুনর্ব্বিচারের আদালত—মূল প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন—এই প্রণালীতে কিরূপ কাজ চলিতেছে?—বিচারকশ্রেণী—ব্যবহারাজীবশ্রেণী—জুরিগণ—যে সকল অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হয়—কৃষক, বণিক এবং উচ্চবংশীয়গণকে জুরিরূপে নিয়োগ—নবীন বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা।

দাসত্বপ্রশ্নের পরই বিচারবিভাগের সংস্কারের প্রতি সংস্কারকদিগের আশু দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, কারণ আদালতগুলি এতদূর অকর্ম্মণ্য এবং জঘন্য হইয়া যায় যে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

অতি আদিমকালে রুষীয়ার বিচারকার্য্যটী আদিম অবস্থাপন্ন দেশগুলির ন্যায় প্রজাদিগের দ্বারা সমাধা হইত। রাজশক্তির তখন শৈশব অবস্থা, সুতরাং তখন ধন, প্রাণ এবং ব্যক্তিগত স্বত্বরক্ষার ভার প্রায় প্রধানতঃ প্রজাদিগের নিজের উপরই অর্পিত ছিল। তখন আত্মসাহায্যই বিচারের মূলভিত্তিস্বরূপ ছিল, এবং রাজশক্তি তখন কেবলমাত্র প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বত্বরক্ষা এবং যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও স্বত্বের অনিষ্ট করিত, তাহার প্রতিহিংসাদানের সহায়তা করিত মাত্র।

সম্রাটের স্বেচ্ছাচারশাসনশক্তি দ্রুতগতি পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, এতৎসমস্তই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেই স্বেচ্ছাচারশাসনশক্তি স্বীয় অসাহায্যপ্রাপ্ত বলের দ্বারা সমাজচক্রকে ঠিক রাখিয়া, পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে এবং প্রজারা নিজে আপন ইচ্ছায় সে সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে থাকে, তৎপ্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ ও সন্দেহ করিতে থাকে। এমতে সম্রাট স্বহস্তে বিচারভার গ্রহণ করায়, শেষ তাহা শাসনবিভাগের অধীন হইয়া যায়, এবং তৎপ্রতি প্রজাসাধারণের আর কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকে না। বিচারাধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রকাশ্য বাজার হইতে অবসৃত হইয়া, একটী আঁধারময় কক্ষে আবদ্ধ হয়েন, এবং বিবাদমান পক্ষগুলি এবং প্রজাসাধারণে যাহাতে সেই কক্ষের মধ্যে আদৌ দৃষ্টিদান করিতে না পারে, এমত প্রবল ব্যবস্থা করা হয়। দেবী কেবলমাত্র সেক্রেটরি অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক এবং লেখকদিগকে লইয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং সেই সেক্রেটরিগণ, অর্থীপ্রত্যর্থিগণের দাবী দাওয়াগুলি আপনারা নিজে যেমন ইচ্ছা সেইমত ধার্য্য করেন। দেবীর নিজের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সমক্ষে যে সকল যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দিতেন, তিনি

কেবল সেই গুলির উপর নির্ভর করিয়া মোকদ্দমার রায় দিতে থাকেন, এবং কেবলমাত্র যাহাকে দণ্ড দান করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন, তাহাকে দণ্ড দান জন্য এবং পূর্ব্ব হইতে লিখিত রায় প্রকাশ জন্য এক একবার সেই নিভৃত স্থান হইতে তাহাকে দেখা দিতেন।

এই পরিবর্ত্তন যদিও কতকটা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার ফল নিতান্তই মন্দ হইতে থাকে। শাসনমুক্ত মনুষ্যস্বভাব যেমন হইয়া থাকে, বিবাদমান অর্থীপ্রত্যর্থিগণ এবং লোকসাধারণের শাসন হইতে মুক্ত থাকায়, আদালতগুলিও সেইমত করিতে থাকে। অবিচার, বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ, উৎকোচ গ্রহণ, এবং ভ্রষ্টতা বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করে, এবং তন্নিবারণ জন্য সম্রাট, কেবল পেঁচাও নিয়মপ্রণালী এবং তত্ত্বাবধারণের ব্যবস্থা করাই প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় জ্ঞান করেন। বিচারকদিগকে বহুল নিয়ম এবং প্রণালীর দ্বারা আবদ্ধ করা হয়, এবং সেগুলি এত অধিক এবং এত পেঁচাও যে, নিতান্ত অবিচারকারী বিচারপতিও ন্যায়বিচারের পথ হইতে কোনমতে অন্যায়বিচারের পথে যাইতে পারিবেন না, এমত বোধ হইতে থাকে: মোকদ্দমার প্রকৃত তথ্যগুলির অনুসন্ধান, সাক্ষীদিগের এজেহার এবং প্রমাণগুলির গুরুত্ব নির্দ্ধারণ জন্য বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মপ্রণালী ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়; প্রত্যেক সাক্ষীর যে কিছু এজেহার এবং প্রত্যেক যে কোন আইনমূলক ভিত্তির উপর রায় লিখিত হইবে, তৎসমস্ত কাগজে লিখিয়া লওয়া হইতে থাকে। সেই ঘোরফেরযুক্ত নিয়মপ্রণালীর মধ্য দিয়া, শেষ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে যে কোন কাজ করা হইত, তাহা প্রকৃত দস্তাবেজাতের ন্যায় গণ্য করিয়া, অনেক গুলি খাতাপত্রের মধ্যে তাহা রীতিমত বর্ণবদ্ধ করিতে হইত; প্রত্যেক দলীল দস্তাবেজাত এবং রেজেষ্টরি পুস্তকে অনেকগুলি কর্ম্মচারীকে (যাঁহারা পরস্পরের উপর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন) স্বাক্ষর করিতে হইত। প্রত্যেক রায়ই উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত প্রেরিত হইতে পারিবে, এবং বিভাগীয় শাসনতন্ত্রযন্ত্রের মধ্যে সেগুলিকে আবার নিক্ষেপ করা যাইতে পারিবে, এমত ধার্য্য হয়। এক কথায় ব্যবস্থাপকগণ, এরূপ ঘোরফেরযুক্ত পেঁচাও নিয়মপ্রণালীর মধ্য দিয়া ধরাবাঁধা লেখা পড়ার দ্বারা বিচার করিবার ব্যবস্থা করেন যে, তাঁহারা ভাবেন যে, তদ্বারা বিচারকের ভ্রম হওয়া বা অসাধুতামূলক অবিচার করা একেবারে অসম্ভব হইবে।

এপ্রকার বিচারপ্রণালী অন্য কোন দেশে সন্তোষপ্রদ ফল প্রসব করিতে পারে কি না, সে বিষয়ে হেতুসঙ্গত সন্দেহ করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানকার বিচারালয়গুলির মধ্যে জনসাধারণের দৃষ্টি দিবার ক্ষমতা থাকে না, অর্থাৎ যেখানে বিচারকেরা সঙ্গোপনে বিচার করেন, সেখানে ন্যায়বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া যায়, এবং তথায় বিচিত্র শক্তির সহিত অনেক কদাকার অশুভানিষ্টের উৎপত্তি হয়। যাহাতে পক্ষপাতিতা, অসাধুতা এবং নির্দ্ধারিত নিয়মভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য রাজসৃষ্ট তন্মূলক বেষ্টনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ফাটলের

মধ্য হইতে সেই পক্ষপাতিতা, সেই নিয়মভঙ্গ এবং সেই অসাধুতা আসিয়া দেখা দেয়। সেই ছিদ্র ফাটলগুলি একেবারে বুজাইয়া দিবার কোন উপায়ই সে সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই ছিদ্রগুলি বুজাইয়া দিবার জন্য যে নিয়মপ্রণালী এবং শাসন বা পুনর্ব্বিচারের আদালত-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, তদ্বারা কেবল মাত্র বিচারপ্রণালীর একঘেয়ে ভাবই বৃদ্ধি হয় এবং বিচারালয়গুলিকে সাধারণের শাসন হইতে আরও মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিবাদমান অর্থী এবং প্রত্যর্থীগণকে বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, প্রকাশ্যে পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে দিবার বিধি না থাকায়, বিচারকের পক্ষে ন্যায় বিচার করা সমধিক কঠিন হয়। এরূপ বিচারপ্রণালীর দ্বারা সফলতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, কতকগুলি দক্ষ, বুদ্ধিমান, সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারকপদে নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে তাঁহারা উৎকোচের প্রলোভন বা অন্য কোনপ্রকার প্রলোভন প্রাপ্ত না হয়েন, এমত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

কিন্তু রুষীয়ায় উক্ত কোন নিয়মই পালন করা হয় না। সম্রাট, সুশিক্ষিত বিচারকশ্রেণীর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা না করিয়া, যে সকল লোক কোনকালে কোন প্রকার আইন শিক্ষা করেন নাই, অথবা কোনপ্রকার বিদ্যাশিক্ষাও করেন নাই, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রজাপুঞ্জের দ্বারা কিছুদিনের জন্য বিচারপতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার প্রথার দিকেই দিন দিন অধিক ঝোঁক দিতে থাকেন; অন্যপক্ষে বিচারপতিগণকে এত সামান্য বেতন দেওয়া হইতে থাকে, এবং সাধারণে সেই পদকে এত সামান্য জ্ঞান করিতে থাকে যে, তাঁহাদিগের পক্ষে উৎকোচগ্রহণাদি অসাধুতাবলম্বনেচ্ছা ত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে যেমন প্রজাসাধারণের আদালত ছিল, এগুলিকে সেই রকম মূর্ত্তি দান জন্যই প্রজাদিগকে আপনাদিগের মধ্য হইতে বিচারক নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়; কিন্তু একটা বিশেষ প্রত্যক্ষ কারণেই এ প্রথা সফল হয় না। যেখানকার আদালতগুলি প্রকাশ্যে বিচার করেন, এবং বিচারপ্রণালীও সহজ, কেবল সেই সেই স্থানেই বিচারক নির্ব্বাচন উপকারী হইতে পারে; কিন্তু যেখানে বিচারকার্য্য কেবলমাত্র লিখিত কাগজ ও দলীলপত্র লইয়া শেষ করিতে হয়, এবং বিচার করিবার কার্য্যবিধি নিতান্ত পেঁচাও, সেখানে কিন্তু এই প্রথার দ্বারা নিশ্চয়ই কুফল ফলে। রুষীয়াতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত বিচারপতিগণের বিচার করিবার যোগ্যতা থাকিত না, এবং কিছুদিন পরেই তাঁহাদিগকে আবার বিচারপতি পদ ছাড়িয়া দিতে হইত বলিয়া, তাঁহারা আইন বা বিচারকার্য্যবিধি সম্বন্ধে প্রায়ই কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র অলস ভূস্বামী ছিলেন, এবং বিচারালয়ের স্থায়ী কর্ম্মচারীগণ যে সকল রায় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাঁহারা কেবল তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন মাত্র। যদিই কোন বিচারপতির কিছুমাত্র আইনজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলেও তিনি তাহা কার্য্যে প্রয়োগ

করিবার সুযোগ পাইতেন না, কারণ যে সকল দলীলপত্র দেখিয়া রায় লিখিতে হইবে, তিনি নিজে প্রায়ই সে সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন না। কোন মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বানুষ্ঠানিক সমস্ত কার্য্য—যাহা বিচারের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য—সেই সমস্ত কার্য্যই বিচারালয়ের সেক্রেটরি বা কার্য্যসম্পাদকের আদেশানুসারে আদালতেরই নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সাধিত হইত। দৃষ্টান্ত যথা—ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত সেক্রেটরি, সাক্ষীদিগের লিখিত সাক্ষ্যগুলি পরীক্ষা করিতেন, (সকল সাক্ষ্যই লিখিয়া লওয়া হইত), এবং তিনি নিজে যে গুলি প্রয়োজনীয় বোধ করিতেন, তন্মধ্য হইতে সে গুলি উদ্ধৃত করিয়া, আপনার মনোমতরূপে সজ্জিত করিতেন এবং সে স্থলে আইনের কোন্ কোন্ ধারা তাঁহার মতে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা বিবৃত করিয়া, একখানি বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত পূর্ব্বক বিচারপতিগণের সমক্ষে তাহা পাঠ করিতেন। বিচারপতিগণের নিজের কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকিলে, তাঁহারা অবশ্যই সেক্রেটরির সেই মতেই মত দিতেন। যদি তাঁহারা কোন মোকদ্দমায় সেক্রেটরির মতে মত না দিতেন, সে স্থলে তাঁহারা নিজে পুনরায় সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠানিক কাজ করিতেন, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক বিচারপতিই সেরূপ করিতে সক্ষম ছিলেন এবং সেরূপ করিতে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আবার কম বিচারপতিই ইচ্ছুক ছিলেন। এরূপে দেখা যাইতেছে যে, সেক্রেটরি এবং নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ, যাঁহারা মোকদ্দমা সাজাইবার ভার পাইতেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদিগের হস্তেই রায় নির্ভর করিত। কিন্তু সাধারণ্যে সেক্রেটরি বা নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ সেরূপ ক্ষমতা পাইবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না। তাঁহারা কিরূপ নূতন কৌশলে আপনাদিগের যৎসামান্য বেতন বর্দ্ধিত করিয়া লইতেন এবং কিরূপ সাধারণ্যে বাদীপ্রতিবাদী উভয়পক্ষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতেন, এস্থলে তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আদালতগুলি কেবল নীচ অর্থগৃধ্নু দুশ্চরিত্রদিগের আড্ডাস্বরূপ ছিল। *

আদালতগুলির উক্ত ত্রুটী এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এত ভয়ানক হইয়া উঠে যে, সম্রাট নিকোলাস পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিয়া, বিচারালয়গুলির আমূল সংস্কার করিতে মনন করেন। সেই উদ্দেশ্যে চলিত আইনগুলি সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রণালীবদ্ধ করিয়া সংহিতাকারে প্রকাশ করেন। কার্য্যবিধিপ্রণালীও যাহাতে সহজ হয়, তজ্জন্য সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। যাহা হউক, সে কাযটী অতি ধীরগতিতে চলে, এবং শেষটা যেন অন্তিম আসন্ন দশায় পতিত হয়,

---

* প্রাচীন গ্রন্থাবলীর তালিকার মধ্যে "অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ; বা সৎ সেক্রেটরি" নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। আমি কখনও সেই বিচিত্র গ্রন্থ দেখি নাই, কিন্তু প্রাচীন বিচারপ্রণালীর বিচিত্রতা সম্বন্ধে যে ইহা লিখিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনপ্রারম্ভে সংস্কারাগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিলে, তাহা আবার হঠাৎ সজীব হইয়া উঠে। যে সময়ে স্বদেশীয় সমিতিসমূহে মুক্তিদান-প্রশ্ন সমালোচিত হইতে থাকে, সেই সময়েই কাউন্সিল অব ষ্টেট নামক রাজ্যের প্রধান সভা, বিচার বিভাগের সকল বিষয়ের সংস্কার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া, শেষ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিচারবিভাগের প্রচলিত সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই প্রয়োজনীয় বিষয়টী বিবেচনা করিবার জন্য যে সমিতি নিযুক্ত হয়, সেই সমিতি এই বিচারবিভাগের পঞ্চবিংশতিটী ভয়ানক ক্রুটীর উল্লেখ করিয়া, ইহার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই ক্রুটীগুলি দূর করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয় যে, শাসনবিভাগের অপর যে সমস্ত শাখার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, সেই সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে বিচারকার্য্য সম্পাদন, ফৌজদারী বিচারকালে আদালতসমূহে জুরির সাহায্য গ্রহণ প্রথা প্রচলন, সামান্য সামান্য অপরাধের বিচার জন্য জষ্টিস অব দি পিসদিগের বিচারালয় স্থাপন, এবং সাধারণ স্থায়ী বিচারালয়গুলির কার্য্যপ্রণালী সমধিক পরিমাণে সহজ করিয়া দিতে হইবে।

সম্রাটের আদেশানুসারে এই মূলনীতিসূত্রগুলি দাসদিগের মুক্তিদানাজ্ঞা প্রচারের দেড় বর্ষ পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ সেপ্টেম্বরে প্রচার করা হয়, এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বরে উক্তবিধ নূতন আইনে সম্রাটের সম্মতি প্রদত্ত হয়।

অন্যান্য নবানুষ্ঠানগুলির ন্যায় এই নূতন বিচারপ্রণালীও অতি সহজ এবং সমপরিমিত হয়। মোটামুটী এই নবানুষ্ঠানরূপ ইমারতের গঠনপ্রণালীটা ফরাষীগঠনপ্রণালীর মত হয়, কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা ইংরাজিগঠনপ্রণালীর প্রাবল্যের অভ্রান্ত লক্ষণ দেখিতে পাই। ইহা কিন্তু কোন প্রাচীন ইমারতের অবিকল অনুকৃতি নহে; এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদিও ইহার প্রত্যেক অঙ্গটী বিদেশীয় আদর্শে গঠিত, কিন্তু সাধারণ্যে ইহার মধ্যে কতকটা নূতনত্ব আছে।

এই নবপ্রণালীরূপ ইমারতের নিম্নতল দুইটী বড় শাখায় বিভক্ত, দুইটীই পৃথক এবং দুইটীই স্বতন্ত্র স্বাধীন। সেই দুইটীর মধ্যে একটী জষ্টিস অব দি পিসদিগের আদালত এবং অন্য শাখাটী প্রকৃত স্থায়ী সাধারণ আদালত। দুইটী শাখারই একটী নিম্ন আদালত এবং একটী আপীল বা পুনর্ব্বিচারের আদালত আছে। ইমারতের উপরিতলটীও উক্ত দুইটী শাখার উপর স্থাপিত এবং তাহা সেনেট নামে বিদিত। তাহা চূড়ান্ত পুনর্ব্বিচারের আদালত।

উক্ত দুইটী স্বাধীন শাখার পার্থক্য দৃষ্টিমাত্রেই জানিতে পারা যায়। যে সকল মোকদ্দমায় বিশেষ আইনঘটিত কোন গোলযোগ না থাকে, জষ্টিস অব দি পিস নামক বিচারকগণ কেবল সেই সকল সামান্য সামান্য মোকদ্দমার বিচার করেন, এবং দৈনন্দিন জীবনে স্বভাবতঃই যে সকল বিবাদবিসম্বাদ ঘটে, তাঁহারা তৎসমূহের বিচার বা সম্ভব হইলে, উভয়পক্ষের মতানুসারে মিটমাট করিয়া দেন। যে সকল

কঠিন মোকদ্দমার সহিত কোন লোকের বা কোন পরিবারের সম্মান বা ধনসম্পত্তি ন্যূনাধিক পরিমাণে বিজড়িত, সেই সকল অপরাধের বা যে সকল অপরাধের জন্য সাধারণের শান্তিভঙ্গ হয়, স্থায়ী সাধারণ আদালতগুলি সেই সকল অপরাধের বিচার করেন। উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, এরূপ প্রকারেই উক্ত দুই শ্রেণীর বিচারালয় সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিচারালয়গুলির কার্য্যপ্রণালী সহজ এবং বিচারকদিগের বিচারক্ষমতা কেবল সামান্য সামান্য অপরাধের বিচারের মধ্যেই আবদ্ধ। সাধারণ্যে স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতেই সেই বিচারকগণ নির্ব্বাচিত হয়েন। শেষোক্ত বিচারালয়ে অনেকটা আড়ম্বর এবং বিধি-শক্তি দৃষ্ট হয়। কার্য্যপ্রণালী ধরাবাঁধা এবং নিয়মানুগত, বিচারকদিগের বিচারশক্তি অসীম, এবং বিচারকগণ রীতিমত শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ। সম্রাট, নিজে তাঁহাদিগকে মনোনীত করেন।

জষ্টিস অব দি পিসগণ ৫০০ রুবল পর্য্যন্ত ঋণ, এবং ক্ষতিপূরণ বা দায়িত্বপালনের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। যে সকল ফৌজদারী অপরাধের আইনানুসারে ৩০০ রুবল মুদ্রার অনধিক অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড হইতে পারে, তাঁহারা তাহার বিচার করিতে পারেন। কাহার অভিযোগ করিবার আবশ্যক হইলে, সে ব্যক্তি জষ্টিস অব দি পিসের (মীরোভই সুডিয়া) নিকট গমন করিয়া, মুখে বা কাগজে লিখিয়া অনুযোগের কথা জ্ঞাত করিতে পারে; এবং যদি তাহার অনুযোগ সত্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিচারক, মোকদ্দমার একটা দিন ধার্য্য করিয়া, অন্যপক্ষকে যথাসময়ে হাজির হইবার জন্য সংবাদ দেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, বাদী বা প্রতিবাদী নিজে বা তাহাদিগের দ্বারা নিয়োজিত প্রতিনিধি প্রকাশ্যরূপে মৌখিক বক্তৃতায় তর্কবাদ করিতে পারে। যদি মোকদ্দমাটা দেওয়ানী হয়, তাহা হইলে, বিচারপতি অবিলম্বে উভয়পক্ষকে মোকদ্দমা আপোশে মিটাইয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন, এবং তিনি যেরূপ বন্দোবস্ত ভালবোধ করেন, তাহাও বলিয়া দেন। এই সহজ উপায়ে অনেক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া যায়। কিন্তু যদি বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে কেহ আপোশে মিটাইতে না চায়, তাহা হইলে, মোকদ্দমার আইনমত বিচার করিয়া, বিচারপতি রীতিমত রায় প্রদান করেন এবং শেষ সিদ্ধান্তের কারণগুলিও তৎসহ লিখিয়া দেন। ফৌজদারী মোকদ্দমা হইলে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি পুস্তক দৃষ্টে দণ্ডের পরিমাণে ধার্য্য করা হয়।

যদি বিচার্য্য দাবীর টাকার পরিমাণে ৩০ রুবল অর্থাৎ প্রায় ৪০ টাকার অধিক, অর্থদণ্ডের পরিমাণে ১৫ রুবল অর্থাৎ প্রায় ২০ টাকার অধিক, এবং যদি কারাদণ্ড তিনদিনের অধিক হয়, তাহা হইলে, এসেম্ব্লি অব জষ্টিসেস নামক উপরিতন বিচারালয়ে তাহার পুনর্ব্বিচার উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইহা ফরাসী আদালতের পরিবর্ত্তে ইংরাজদিগের আদালতের আদর্শে স্থির করা হইয়াছে। ফ্রান্সে "জজ ডি পেই" নামক নিম্নপদের বিচারপতিদিগের সমস্ত বিচারের বিরুদ্ধে "ট্রাই-

বিউনাল ডি আরণ্ডাইসমেন্ট” নামক উচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা যাইতে পারে, সুতরাং সেইসূত্রে জষ্টিস অব দি পিসদিগের বিচারালয়, স্থায়ী সাধারণ বিচারালয়ের অধীন। অন্যপক্ষে ইংলণ্ডে জষ্টিস অব দি পিসদিগের দ্বারা বিচারিত কতকগুলি মোকদ্দমার আপীল কেবল কোয়ার্টার সেসন নামক চাতুর্ম্মাসিক উচ্চ বিচারালয়ে করা হইতে পারে। রুষীয় ব্যবস্থাবিদগণ এই শেষোক্ত প্রণালীই সমধিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এক একজন জষ্টিস যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন, জেলার সমস্ত জষ্টিস একত্র মাসিক অধিবেশন করিয়া, সেই সকলের আপীল শুনিয়া থাকেন। নিম্ন আদালতের ন্যায় এখানকার বিচারের কার্য্যপ্রণালীও অতি সহজ কিন্তু প্রোকিউরার নামক প্রধান ব্যবহারাজীবের এক একজন প্রতিনিধি এখানে বিচারকালে উপস্থিত থাকেন। কোন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় এবং সকলপ্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমায় উভয়পক্ষের তর্কবাদের পর ইনি সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং বিচারপতিগণ তাঁহার সেই মন্তব্য বুঝিয়া রায় দিয়া থাকেন।

বিচারবিভাগের অপর প্রধানশাখা অর্থাৎ স্থায়ী সাধারণ ধর্ম্মাধিকরণগুলিও দুইশ্রেণীতে বিভক্ত অর্থাৎ নিম্ন আদালত এবং উপরিতন পুনর্বিচারের আদালত। এক একটী নিম্ন আদালতের অধীনে কয়েকটী করিয়া জেলা আছে, এবং উপরিতন আপীল বিচারালয়গুলির অধীনে কতকগুলি করিয়া প্রদেশ আছে। কিন্তু জষ্টিসদিগের নিম্ন এবং উচ্চ বিচারালয়ের মধ্যে পরস্পরের যেমন সম্বন্ধ আছে, এই বিচালয়গুলির পরস্পর সম্বন্ধ সেরূপ নহে। সাধারণ বিচারালয়গুলির মধ্যে নিম্ন আদালতের সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের (টাকার পরিমাণ যতই কেন সামান্য হউক না) বিরুদ্ধে উপরিতন আদালতে আপীল হইতে পারে এবং সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার নিম্ন আদালতেই জুরিদিগের সাহায্যে নিস্পত্তি হয়। এমতে দেখা যাইতেছে যে, উপরিতন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী মোকদ্দমার রীতিমত আপীলের আদালত নহে, কিন্তু এই আদালতের অনুমতি ব্যতীত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করার বিধি না থাকায়, ইহা কতক পরিমাণে নিম্ন আদালতের কার্য্যের উপর শাসনশক্তি চালাইয়া থাকে।

বিচারালয়গুলির কার্য্যবিধির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ পাঠ করিতে বোধ করি সাধারণ পাঠকগণের ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বলি যে, এই আদালতগুলিতে প্রায়ই অন্ততঃ তিনজন করিয়া বিচারপতি, বিচার করিতে বসেন, প্রকাশ্যরূপে বিচার করেন, এবং রাজপক্ষ হইতে যে সকল লোক উকীল বলিয়া স্বীকৃত হয়েন, তাঁহারাই মৌখিক বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। ফৌজদারী বিচারের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বিশদ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি, কারণ এ বিষয়টী বিশেষ জ্ঞাতব্য।

বিচারবিভাগের আধুনিক সংস্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফৌজদারী অপরাধের বিচার

কার্য্য অতি সংগোপনে সাধিত হইত। অপরাধীব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার কোন সুবিধাই পাইত না, কিন্তু অন্যপক্ষে নিরপরাধী যাহাতে দণ্ড না পায়, তজ্জন্য রাজপক্ষ হইতে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা হইত। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এই হইত যে, বিচারপতিগণ যতদিন না বন্দী ব্যক্তিকে নিরপরাধী জ্ঞান করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ অনেক খর্বকাল তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইত এবং অন্যপক্ষে চালাক চতুর অপরাধীগণ বহুবর্ষ ধরিয়া আপনাদিগের বিচার স্থগিদ করিয়া রাখিতে পারিত।

যাঁহাদিগের উপর রুষীয়ার বিচারবিভাগের সংস্কার জন্য নূতন ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা অন্যান্য নানা দেশের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া, জানিতে পারেন যে, রুষীয়া যে অশুভ সম্ভোগ করিতেছে, য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশই পূর্ব্বে এইমত ফৌজদারী বিচার সম্বন্ধে অশুভ সম্ভোগ করিত, এবং পর্য্যায়ক্রমে এক একটী দেশ বুঝিতে পারে যে, সংগোপনে তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ফৌজদারী বিচারের পরিবর্ত্তে সেই অশুভ নিবারণের পক্ষে আইনানুগত কার্য্যবিধি অবলম্বন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, কারণ সেরূপ প্রথাবলম্বন করিলে, বাদী বা অপরাধীর প্রতি পক্ষপাৎ করা হইবে না, উভয়েই সমান বিচারক্ষেত্র পাইবে, এবং বিচারকালে উভয়পক্ষই যে কোন আইনরূপ অস্ত্রের সাহায্য লইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে। আরও আবিষ্কৃত হয় যে, এবিষয়ে সবিশেষ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকগণের মতানুসারে এই আধুনিক বিচারযুদ্ধপ্রণালীর শেষ মীমাংসার ভার, মাননীয় নগরবাসীগণকে জুরি বা পঞ্চায়েৎরূপে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের হস্তেই অর্পণ করা ভাল। এমতে অন্যান্য জাতি বহু পরীক্ষার পর যে প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল, রুষীয়াকে সেই প্রথাবলম্বন করিতে হওয়ায়, অবিলম্বেই তাহা গৃহীত হয়। বিচারবিভাগের বিচারক এবং পুলিশ এই উভয়কে সযত্নে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়; রাজপক্ষীয় উকীল এবং প্রতিবাদীর পক্ষীয় উকীলের মধ্যে মৌখিক তর্কবাদ, তৎসহ সাক্ষীদিগের মৌখিক সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা করিবার প্রথাও সেই কার্য্যবিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়; এবং ফৌজদারী বিচারকার্য্যে জুরিনিয়োগপ্রথাও প্রচলিত হয়।

যখন কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা জষ্টিস অব দি পিসদিগের বিচারালয়ে বা স্থায়ী সাধারণ বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তখন আইনের ঠিক ব্যবস্থামত তাহার আর আপীল হইতে পারে না, কিন্তু আইনঘটিত বা কার্য্যবিধিঘটিত কোনপ্রকার গোলযোগ হইলে, সেই পুনর্ব্বিচার জন্য আবেদন করা যাইতে পারে। ফরাসীদিগের উক্তিমত আপিল হইতে পারে না বটে, কিন্তু রায় রদের জন্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে। যদি কোন মোকদ্দমার বিচারকালে আইনের ভ্রান্ত অর্থ করা হয়, বা আইনের অনুপযুক্ত ধারা প্রয়োগ করা হয়, অথবা যদি আইনগত কার্য্যবিধির কোন মূল অংশ ভঙ্গ করা হয়, বা যদি আদালত স্বীয় আইনগত ক্ষমতার

সীমা অতিক্রম করেন, তাহা হইলে যে পক্ষ সেই বিচারকে অন্যায় জ্ঞান করিবে, সেই পক্ষ পুনর্ব্বিচার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। * ফরাসীদিগের বিচারবিধিমতে ইহাকে আপীল বলে না। যে বিচারালয়ের নিকট উক্তপ্রকার আবেদন করা হয়, সেই বিচারালয়, মোকদ্দমার মূল বিষয়ের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন না, কেবলমাত্র ঠিক আইনানুগত বিচার করা হইয়াছে কি না এবং আইনের প্রকৃত ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, কেবল তাহারই তদন্ত করেন; এবং যদি দেখেন যে, সেরূপ করা হয় নাই, তাহা হইলে নিজে পুনর্ব্বিচার না করিয়া, নিম্নআদালতকে পুনরায় বিচার করিতে আজ্ঞা দেন। রুষীয়ার নূতন প্রণালীমত সেনেট নামক সভাই, জষ্টিস অব দি পিসদিগের আদালত বা সাধারণ স্থায়ী আদালতগুলির বিচারের বিরুদ্ধে উক্তপ্রকার আবেদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এমতে সেনেট, রুষীয়ার সমগ্র বিচারবিভাগের নিয়ামকের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহার নিকট যেগুলি উপস্থিত করা হয়, ইহা কেবল সেইগুলির প্রতিই দৃষ্টিদান করে, কিন্তু ইহা বিচারযন্ত্রের কোনপ্রকার চালকশক্তি প্রদান করে না। যদি কোন নিম্ন আদালত অতি ধীরগতিতে কার্য্য চালাইতে থাকে বা কার্য্য করিতে একেবারেই ক্ষান্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেনেট সে তথ্য আদৌ জানিতে পারে না অথবা জানিলেও নিজে সে সম্বন্ধে আপনাদিগের পদক্ষমতানুসারে কোন তত্ত্ব লইতে ক্ষমবান নহে। এই জন্যই নিম্ন আদালতগুলির যাহাতে স্বতঃ জীবনীশক্তি সঞ্চিত হয়, তাহা করা আবশ্যক বিবেচিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগের শাসন জন্য একটা মধ্যস্থানীয় বিশেষ কার্য্যালয় স্থাপিত এবং বিচারবিভাগের মন্ত্রী নামক একজন প্রধান রাজপুরুষের অধীনে তাহা রক্ষিত হয়। উক্ত রাজপুরুষ "প্রোকিউরার জেনেরল" অর্থাৎ রাজকীয় প্রধান ব্যবহারাজীব মন্ত্রী নামে গণ্য এবং প্রত্যেক আদালতে তাঁহার একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। আইনের শক্তি অব্যাহত রাখা, বিচারবিভাগের অভাব এবং ত্রুটী আবিষ্কার এবং সংশোধন, রাজপক্ষের স্বার্থ রক্ষা, এবং যাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে অসক্ষম বিবেচিত হয়, তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষা, এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা সম্বন্ধে রাজকীয় সাধারণ ব্যবহারাজীবের কাজ করাই উক্ত পদের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগ কতকটা আইনের দ্বারা এবং কতকটা অবস্থার বলের দ্বারা গৌণ-ক্ষমতা পাইয়াছে, আমি যে সময়ে আদালতগুলির স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার কথা বিবৃত করিব, সেই সময়ে এসম্বন্ধে কিছু বলিব।

সমস্তটা একত্রে কিছু দূর হইতে দেখিলে, এই বিরাট বিচারপ্রণালীরূপ হর্ম্ম্যটীর সকল বিষয়ের সমান সামঞ্জস্য আছে এমত বোধ হয়, কিন্তু নিকটে গিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে জানা যায় যে, এই বাহ্যিক সৌসাদৃশ্যটা কেবল ভ্রান্ত এবং কৃত্রিম

---

* পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে কারস কারলিচের যে আপীলের কথা লেখা হইয়াছে, ইহা তাহা।

কার্য্য অতি সংগোপনে সাধিত হইত। অপরাধীব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার কোন সুবিধাই পাইত না, কিন্তু অন্যপক্ষে নিরপরাধী যাহাতে দণ্ড না পায়, তজ্জন্য রাজপক্ষ হইতে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা হইত। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এই হইত যে, বিচারপতিগণ যতদিন না বন্দী ব্যক্তিকে নিরপরাধী জ্ঞান করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ অনেক দীর্ঘকাল তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইত এবং অন্যপক্ষে চালাক চতুর অপরাধীগণ বহুবর্ষ ধরিয়া আপনাদিগের বিচার স্থগিদ করিয়া রাখিতে পারিত।

যাঁহাদিগের উপর রুষীয়ার বিচারবিভাগের সংস্কার জন্য নূতন ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা অন্যান্য নানা দেশের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া, জানিতে পারেন যে, রুষীয়া যে অশুভ সম্ভোগ করিতেছে, য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশই পূর্ব্বে এইমত ফৌজদারী বিচার সম্বন্ধে অশুভ সম্ভোগ করিত, এবং পর্য্যায়ক্রমে এক একটী দেশ বুঝিতে পারে যে, সংগোপনে তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ফৌজদারী বিচারের পরিবর্ত্তে সেই অশুভ নিবারণের পক্ষে আইনানুগত কার্য্যবিধি অবলম্বন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, কারণ সেরূপ প্রথাবলম্বন করিলে, বাদী বা অপরাধীর প্রতি পক্ষপাৎ করা হইবে না, উভয়েই সমান বিচারক্ষেত্র পাইবে, এবং বিচারকালে উভয়পক্ষই যে কোন আইনরূপ অস্ত্রের সাহায্য লইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে। আরও আবিষ্কৃত হয় যে, এবিষয়ে সবিশেষ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকগণের মতানুসারে এই আধুনিক বিচারযুদ্ধপ্রণালীর শেষ মীমাংসার ভার, মাননীয় নগরবাসীগণকে জুরি বা পঞ্চায়েৎরূপে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের হস্তেই অর্পণ করা ভাল। এমতে অন্যান্য জাতি বহু পরীক্ষার পর যে প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল, রুষীয়াকে সেই প্রথাবলম্বন করিতে হওয়ায়, অবিলম্বেই তাহা গৃহীত হয়। বিচারবিভাগের বিচারক এবং পুলিশ এই উভয়কে সযত্নে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়; রাজপক্ষীয় উকীল এবং প্রতিবাদীর পক্ষীয় উকীলের মধ্যে মৌখিক তর্কবাদ, তৎসহ সাক্ষীদিগের মৌখিক সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা করিবার প্রথাও সেই কার্য্যবিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়; এবং ফৌজদারী বিচারকার্য্যে জুরিনিয়োগপ্রথাও প্রচলিত হয়।

যখন কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা জষ্টিস অব দি পিসদিগের বিচারালয়ে বা স্থায়ী সাধারণ বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তখন আইনের ঠিক ব্যবস্থামত তাহার আর আপীল হইতে পারে না, কিন্তু আইনঘটিত বা কার্য্যবিধি ঘটিত কোনপ্রকার গোলযোগ হইলে, সেই পুনর্ব্বিচার জন্য আবেদন করা যাইতে পারে। ফরাসীদিগের উক্তিমত আপিল হইতে পারে না বটে, কিন্তু রায় রদের জন্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে। যদি কোন মোকদ্দমার বিচারকালে আইনের ভ্রান্ত অর্থ করা হয়, বা আইনের অনুপযুক্ত ধারা প্রয়োগ করা হয়, অথবা যদি আইনগত কার্য্যবিধির কোন মূল অংশ ভঙ্গ করা হয়, বা যদি আদালত স্বীয় আইনগত ক্ষমতার

সীমা অতিক্রম করেন, তাহা হইলে যে পক্ষ সেই বিচারকে অন্যায় জ্ঞান করিবে, সেই পক্ষ পুনর্ব্বিচার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। * ফরাসীদিগের বিচারবিধিমতে ইহাকে আপীল বলে না। যে বিচারালয়ের নিকট উক্তপ্রকার আবেদন করা হয়, সেই বিচারালয়, মোকদ্দমার মূল বিষয়ের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন না, কেবলমাত্র ঠিক আইনানুগত বিচার করা হইয়াছে কি না এবং আইনের প্রকৃত ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, কেবল তাহারই তদন্ত করেন; এবং যদি দেখেন যে, সেরূপ করা হয় নাই, তাহা হইলে নিজে পুনর্ব্বিচার না করিয়া, নিম্নআদালতকে পুনরায় বিচার করিতে আজ্ঞা দেন। রুষীয়ার নূতন প্রণালীমত সেনেট নামক সভাই, জষ্টিস অব দি পিসদিগের আদালত বা সাধারণ স্থায়ী আদালতগুলির বিচারের বিরুদ্ধে উক্তপ্রকার আবেদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১০

এমতে সেনেট, রুষীয়ার সমগ্র বিচারবিভাগের নিয়ামকের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহার নিকট যেগুলি উপস্থিত করা হয়, ইহা কেবল সেইগুলির প্রতিই দৃষ্টিদান করে, কিন্তু ইহা বিচারযন্ত্রের কোনপ্রকার চালকশক্তি প্রদান করে না। যদি কোন নিম্ন আদালত অতি ধীরগতিতে কার্য্য চালাইতে থাকে বা কার্য্য করিতে একেবারেই ক্ষান্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেনেট সে তথ্য আদৌ জানিতে পারে না অথবা জানিলেও নিজে সে সম্বন্ধে আপনাদিগের পদক্ষমতানুসারে কোন তত্ত্ব লইতে ক্ষমবান নহে। এই জন্যই নিম্ন আদালতগুলির যাহাতে স্বতঃ জীবনীশক্তি সঞ্চিত হয়, তাহা করা আবশ্যক বিবেচিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগের শাসন জন্য একটা মধ্যস্থানীয় বিশেষ কার্য্যালয় স্থাপিত এবং বিচারবিভাগের মন্ত্রী নামক একজন প্রধান রাজপুরুষের অধীনে তাহা রক্ষিত হয়। উক্ত রাজপুরুষ "প্রোকিউরার জেনেরল" অর্থাৎ রাজকীয় প্রধান ব্যবহারাজীব মন্ত্রী নামে গণ্য এবং প্রত্যেক আদালতে তাঁহার একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। আইনের শক্তি অব্যাহত রাখা, বিচারবিভাগের অভাব এবং ত্রুটী আবিষ্কার এবং সংশোধন, রাজপক্ষের স্বার্থ রক্ষা, এবং যাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে অসক্ষম বিবেচিত হয়, তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষা, এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা সম্বন্ধে রাজকীয় সাধারণ ব্যবহারাজীবের কাজ করাই উক্ত পদের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগ কতকটা আইনের দ্বারা এবং কতকটা অবস্থার বলের দ্বারা গৌণক্ষমতা পাইয়াছে, আমি যে সময়ে আদালতগুলির স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার কথা বিবৃত করিব, সেই সময়ে এসম্বন্ধে কিছু বলিব।

সমস্তটা একত্রে কিছু দূর হইতে দেখিলে, এই বিরাট বিচারপ্রণালীরূপ হর্ম্ম্যটীর সকল বিষয়ের সমান সামঞ্জস্য আছে এমত বোধ হয়, কিন্তু নিকটে গিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে জানা যায় যে, এই বাহ্যিক সৌসাদৃশ্যটা কেবল ভ্রান্ত এবং কৃত্রিম

---

* পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে কারল ক্যারলিচের যে আপীলের কথা লেখা হইয়াছে, ইহা তাহা।

দ্বার ও গবাক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সাধিত হইয়াছে। নির্ম্মাণকালে মূল নকসায় যে, অনেক অঙ্গ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অভ্রান্ত লক্ষণও দেখা যায়। যদিও কেবল ছয় বর্ষ কাল ধরিয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়া, যে সকল গথিক্ ক্যাথিড্রাল ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হয়, সেই গুলির মত ইহারও উপরিতলের গঠনের সহিত নিম্নতলের গঠনের মিল দেখা যায় না। কিন্তু এসম্বন্ধে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু উক্ত সামান্য পরিমিত সময়ের মধ্যেই এসম্বন্ধে রাজপুরুষগণের অনেকটা মতপরিবর্ত্তন ঘটে। যে সময়ে উন্নত উদারমতবাদমূলক কল্পনা এবং প্রস্তাবগুলির অবাধাপ্রাপ্ত আগ্রহ উপস্থিত হয়, বিজ্ঞানের আদেশের প্রতি অসীম বিশ্বাস স্থাপিত হয়, জনসাধারণের সততা, জনসাধারণের শাসন এবং জনসাধারণের দেশহিতৈষিতার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করা হয়, এবং যে সময়ে সাধারণে বিশ্বাস করে যে, নবাজাতশিশুকে যেমন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয়, সেইমত শাসন বিভাগীয় কঠোর বিধিরূপ বস্ত্রে প্রজাসাধারণকে যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই বস্ত্র উত্তোলন করিয়া লইলেই প্রজাসাধারণে স্বাধীনতা পাইয়া, সর্ব্বসাধারণের উপকারমূলক প্রয়োজনীয় প্রত্যেক কার্য্যেই প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছায় নিযুক্ত হইবে, সেই সময়েই এই বিচারবিভাগের সংস্কার-কল্পনা হয়। নিকোলাসের কঠোর শাসনের জন্য তখনও পর্য্যন্ত সাধারণে ক্ষুব্ধ ছিল, সুতরাং তাঁহারা তখন সাধারণ শান্তিরক্ষার দিকে তত দৃষ্টি না দিয়া, ব্যক্তিগত স্বত্বসাধীনতা রক্ষার জন্যই অধিক মনোযোগ দান করিতে থাকেন এবং সে সময়ে সোস্যালিষ্ট নামক সম্প্রদায়ের যে মতটা চলিত ছিল, তাহার প্রাবল্যাধীনে অপরাধীগণকে হতভাগ্য এবং সামাজিক অসমতা ও অবিচারের অনিচ্ছায় দণ্ডভাগী বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু শেষকালে এই সমস্ত মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করেন যে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সহজেই যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইতে পারে, সাধারণ কার্য্যে যে স্বতঃসম্ভূত আগ্রহ দেখা যায়, তাহা প্রধানতঃ শূন্য কথাতেই নিঃশেষিত হয়, এবং সাধারণ শাসনযন্ত্র চালাইবার জন্য কতকটা রাজকীয় শাসন শক্তির প্রয়োজন। এই কারণেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সংস্কার সম্বন্ধে যে সাধারণ নীতিসূত্র নির্দ্ধারিত এবং প্রচারিত হয়, সেইগুলিকে অবিকল সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। এমন কি আইনের যে সকল ধারা ইতিপূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়াছিল, সেগুলিরও অপ্রত্যক্ষভাবে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। এস্থলে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারী অপরাধসকলের তদন্তের ভার পুলিশের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া, "জজ ডি ইনশট্রকসন" নামক একশ্রেণীর বিচারকদিগের হস্তে অর্পিত হয়, তাঁহারা রাজকীয় প্রধান উকীলের কিছুমাত্র অধীন ছিলেন না, এবং তাঁহারা আইনঘটিত কোনরূপ অন্যায় কার্য্য না করিলে, প্রকৃত বিচারালয়ের বিচারপতিগণ তাঁহাদিগকে অবসৃত করিতে পারিবেন না এমত বিধি হয়। এই

সংস্কার দর্শনে প্রথমে সকলে মহানন্দিত এবং আশান্বিত হয়েন, কারণ ইহাঁদিগের নিয়োগসূত্রে পুলিশের লোকেরা আর অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না, সকলে এমত ভাবেন। কিন্তু শীঘ্রই এই প্রণালীর ত্রুটীগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে। উক্ত নবনিয়োজিত জজগণ আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন জানিয়া এবং নিতান্ত বেআইনী কাজ না করিলে, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইবে না, ইহাও জানিয়া, অলস এবং অকর্ম্মণ্যভাবে সময়াতিবাহিত করিতে থাকেন। * এরূপ অবস্থায় সেই অলস রাজপুরুষদিগকে দণ্ডিত করা প্রায়ই কঠিন এবং সময়ে সময়ে অসম্ভব হইত, কারণ সেই আলস্য বিরাটমূর্ত্তি না ধরিলে আর প্রকৃত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না, সুতরাং বিচারবিভাগের মন্ত্রী, সম্রাটের সম্মতি না লইয়া নিজেই অস্থায়ী "জজ ডি ইনশট্রকশন" নিযুক্ত করিতেন, এবং আপন ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে পদচ্যুতও করিতেন।

যাহা হউক এই সকল মূলসূত্রগত ত্রুটীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজনীয়। প্রজাসাধারণের পক্ষে, প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এই যে,—এই নবানুষ্ঠানগুলি স্থানীয় অবস্থার সহিত কিরূপে মিলিত হইয়া কিরূপ কাজ করিতেছে?

এই প্রশ্নটী যে কেবল রুষীয়দিগের পক্ষেই বিশেষ বিবেচ্য এমত নহে, যাঁহারা সামাজিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও ইহা প্রয়োজনীয়, কারণ এপ্রকার অনুষ্ঠানরূপ বৃক্ষগুলি কিরূপ সফলতার সহিত বিদেশীয় ভূমিতে রোপন করা যাইতে পারে, সেই কঠিন বিষয়ের প্রতি ইহা আলোক নিঃক্ষেপ করিতেছে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মত এই যে (সেরূপ মত ব্যক্ত করিবার হেতুও আছে), কোন দেশের কোন নবানুষ্ঠান যদি সেই দেশের অতীত ইতিহাস কর্ত্তৃক স্বাভাবিকরূপে প্রসূত না হয়, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠান প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কাজ করিতে পারে না। আমরা এস্থলে সেই মতসূত্রটী অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছি। বিদেশীয় ব্যবস্থাবিদ্গণ যে সকল বিধিসূত্র সৃষ্টি করেন, রুষীয়ার এই নবীন বিচারপ্রণালী, সেই সূত্রাবলম্বনে কৃত্রিমরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা রুষীয়ার এতৎসম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রণালী সৃষ্টি করেন, তাঁহারা ইহার ইতিহাস সম্বন্ধীয় যে কিছু বলেন, তাহা কেবল মুখের কথামাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা চিরপ্রচলিত বিচারপ্রণালী একেবারেই উঠাইয়া দেন। যদি বিচারকালে মৌখিক কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন এবং জুরি বা পঞ্চায়েতের দ্বারা বিচারপ্রণালী প্রচলনকে প্রাচীন প্রথার পুনঃ প্রচলন বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, এ প্রথা বহুকাল পূর্ব্বেই রুষীয়ার সকলেই একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, কেবল প্রত্নতত্ত্ববিদগণই ইহা জানিতেন মাত্র এবং বাস্তবিক পুরাকালে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, ঠিক সেইমত প্রথা প্রচলন জন্য বিশেষ চেষ্টাও হয় না। সত্য বটে,

---

* আমি নিজে এরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছি।

সংহিতার মধ্যে মৌখিক বিচারের একটা ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহা একেবারেই অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং এই নূতন বিচারপ্রণালীর সৃষ্টিকর্ত্তাগণ তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন নাই, এমত বোধ হইতেছে। *

স্বেচ্ছাচারী আইনপ্রণেতাদিগের মস্তিষ্কসম্ভূত বিধিগুলির প্রতি সাধারণ্যে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকায়, এই নবসৃষ্ট যে বিচারপ্রণালী সংহিতাগ্রন্থমধ্যে বেশ ভাল দেখাইতেছে, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাহা নিতান্ত অসার এবং অকর্ম্মণ্য দেখিতে পাইব, আমি এমত আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু অনুসন্ধানে আমার সেই আশাটী সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বরং এই যে নূতন বিচারপ্রণালী এখনও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, আমি সেই বিচারপ্রণালীকে বিশেষ কার্য্যকর এবং ইতিমধ্যেই দেশের প্রভূত হিতসাধকরূপেই দেখিতে পাই।

যদিও দশবর্ষ হয় নাই, এই সংস্কারকার্য্যারম্ভ হইয়াছে (সাম্রাজ্যের অনেক স্থলেই এখনও এই প্রণালী প্রচলিত হয় নাই), কিন্তু জষ্টিস অব দি পিসদিগের যে বিচারালয়কে এই নবীন প্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা নূতন অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে, সেই বিচারালয়গুলি এরূপ কার্য্যকর এবং উপযোগী হইয়াছে যে, যেন সেগুলি বহুপুরুষ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ অধিবাসীসাধারণে বা জষ্টিসগণ নিজে এই বিচারালয়গুলির প্রকৃত কর্ত্তব্য এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই। অনেক কৃষক দাস, পূর্ব্বে প্রাচীন পরিজনতন্ত্রপ্রণালীর সদয়হৃদয় ভূস্বামীগণকে যে চক্ষে দেখিত, এই জষ্টিসগণকেও সেই চক্ষে দর্শন করিয়া, তাহাদিগের দুঃখ এবং অভাবগুলি জষ্টিসদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহারা যে কোনরূপেই হউক, সেই দুঃখ এবং অভাবগুলি বিমোচিত করিবেন, এমত আশা করিত। কৃষকগণ প্রায়ই জষ্টিসদিগের নিকট আপনাদিগের সংসারের এমত সকল গুপ্তকথা এবং বৈবাহিক কথাও উপস্থিত করিত যে, কোন আদালতই সে সকল বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষমবান নহেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাহারা আবার এরূপ নির্দ্ধারিত চুক্তিপত্রমত কাজ করাইয়া লইবার জন্য অনুযোগ উপস্থিত করিত যে, সেরূপ চুক্তিপত্র কেবল আইনের সম্পূর্ণ বিপরীত এমত নহে, সাধারণ নীতিরও সম্পূর্ণ বিপরীত। † কোন কোন জষ্টিসও আবার সময়ে সময়ে আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথভ্রষ্টাপরাধে অপরাধী হইতেন। দাসত্বপ্রথার দ্বারা যে সকল বিশ্বাস, ধারণা এবং আচারের উৎপত্তি এবং পুষ্টি হইয়াছে, সেইগুলি একেবারে বিদূরিত করাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, এমত জ্ঞান করিয়া, তাঁহারা সময়ে সময়ে পরোপকারমূলক উদারমতবাদ সম্বন্ধে উপদেশদান করিতেন,

---

* পিটার দি গ্রেট ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র দ্বারা "সুড পো ফরম" নামে যে প্রথা প্রচলন করেন, আমি তাহারই কথা বলিয়াছি। বিধিসংহিতার মধ্যে আমি হঠাৎ ইহা দেখিতে পাইয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হই।

† এই প্রকার অনেক বিচিত্র অভিযোগের কথা আমি জ্ঞাত হইয়াছি, কিন্তু সেগুলি এরূপ যে, সাধারণ পাঠকদিগের জন্য লিখিত গ্রন্থে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

এবং যাহাদিগকে তাঁহারা সাধারণ মঙ্গলোন্নতির শত্রু জ্ঞান করিতেন, সেইসূত্রে তাহাদিগের হৃদয়ে বেদনাদান এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের আর্থিক অনিষ্টও করিতেন। প্রভু এবং ভৃত্য বা নিয়োগকর্ত্তা ও নিয়োজিতের মধ্যে যে সকল বিবাদসূত্রে মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, উক্ত শ্রেণীর জষ্টিসগণ, ধনীদিগের ধনসম্ভূত অত্যাচার নিবারণ করা, আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহারা সমাজসংস্কারকমূর্ত্তিতে আপনাদিগের বিচারক-পদটী বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। সুখের বিষয় যে, প্রজাসাধারণের উক্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং জষ্টিসদিগের উক্ত নির্দ্দিষ্ট পথভ্রষ্টতা দ্রুতগতি বিদূরিত হইয়া আসিতেছে, এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই অতীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

সাধারণ স্থায়ী আদালতগুলিও উক্তপ্রকার এত অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যকর এবং উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা সহজে বিশ্বাস্য হয় না। সাধারণ্যে বিচারপতিগণ প্রগাঢ় আইনজ্ঞ নহেন, এবং বিচারাসনের সহিত যে ধীরতা এবং গাম্ভীর্য্য বিজড়িত বলিয়া আমরা জ্ঞান করি, তাঁহারা প্রায়ই সেই ধীরতা এবং গাম্ভীর্য্য হারাইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা সৎ, শিক্ষিত এবং সাধারণ্যে আইনসম্বন্ধে তাঁহাদিগের বেশ জ্ঞান আছে। যত শিক্ষিত আইনজ্ঞ বিচারপতির প্রয়োজন, তত পাওয়া যায় না, এই জন্যই রাজপক্ষ এরূপ অনেক লোককে বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়েন যে, সাধারণ অবস্থায় সেই সকল লোক কোনমতেই আপনাদিগকে পদপ্রার্থীরূপে উপস্থিত করিবার কল্পনাও করিতেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে যে, ৩২টী বিচারালয় ছিল, তাহাতে ২২৭ জন বিচাপতি নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে ৪৪ জন আইনসম্বন্ধে কোন শিক্ষাই পান নাই। * এমন কি প্রেসিডেণ্টগণের মধ্যে সকলেও কোন আইন-বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই। যাঁহারা বিশেষরূপে আইনশিক্ষা করিয়াছেন, এবং বিচারবিভাগে যাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাঁহারা যতদিন না সমস্ত জজপদে নিযুক্ত হইতেছেন, ততদিন অবশ্যই বিচারালয়গুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবে না। সময়ে নিঃসন্দেহ এরূপ হইবে, এবং ইতিমধ্যেই অনুমান করিয়া বলা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বিচারকশ্রেণীর পর যাঁহারা বিচারাসনে উপবেশন করিবেন, তাঁহারা আরও শিক্ষিত এবং কার্য্যদক্ষ হইবেন।

বিচারকশ্রেণী হইতে উকীলশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি দান করিলে, আমরা সন্তোষলাভের আরও কম কারণ প্রাপ্ত হই। সমধিক সংখ্যক দক্ষ, মান্য, এবং বিশ্বস্ত উকীলব্যতীত এই নূতন বিচারপ্রণালী সফলতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে না এবং সেরূপ উকীলশ্রেণী এখনও সৃষ্ট হয় নাই। ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে কেহ ওকা-

---

* ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের "ভেসনিক য়ুরোপী"র ৭৮০ পৃষ্ঠা হইতে এই সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে।

লতী করিতে পারে। দেওয়ানী মোকদ্দমার দুইশ্রেণীর ব্যবহারাজীব আছেন, একশ্রেণী নিয়মিত বারিষ্টার, এবং অন্যশ্রেণী অনুমতিপ্রাপ্ত উকীল। বারিষ্টারগণ প্রায় সকলেই আইন-বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; দ্বিতীয়শ্রেণীর পক্ষে কোনপ্রকার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন করে না, কেবলমাত্র একটা পরীক্ষা দিতে হয়, তাহাও নাম মাত্র। এই দুইশ্রেণীর মধ্যেই স্বকর্ত্তব্যপালনে সবিশেষ দক্ষ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আবার এমত অনেক বারিষ্টার দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিচারকালে কিরূপে তর্কবাদ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা মূল মোকদ্দমার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল সেই বিবরণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার শিক্ষা লাভ করাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। প্রায়ই এমত ঘটিয়া থাকে—বিশেষতঃ যে সকল মোকদ্দমায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়—যে, বারিষ্টারগণ নবার্জ্জিত বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা করেন, এবং মূল মোকদ্দমার সহিত কোন সংশ্রব না থাকিলেও অকারণে ফরাষী, জার্ম্মাণ বা ইংরাজি আইনের উল্লেখ করেন। নিতান্ত যুবক বারিষ্টারদিগের মধ্যেই এইরূপ অধিক দেখা যায়। তাঁহারা এক্ষণে কিরূপ প্রণালীতে আইন শিক্ষা করেন, এই তথ্যটী তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আইনের অধ্যাপকগণ কেবলমাত্র রুষীয়ার চলিত আইনগুলির বিশদরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া, প্রায়ই অস্ফুট বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করিতে থাকেন, মধ্যে মধ্যে বিদেশের আইনের উল্লেখ করেন, সুতরাং অনেক ছাত্রই আইনশিক্ষা সমাপ্তির পর কেবলমাত্র অবিশদ মূলসূত্র, বিদেশীয় আইনপ্রণালী, ব্যবস্থাদর্শন এবং বার্ত্তাশাস্ত্র সম্বন্ধে এলোমেলোভাবে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এবং রুষীয়ার আইন ও কার্য্যবিধি সম্বন্ধে নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।

নৈতিক চক্ষে দেখিলে, ব্যবহারাজীবশ্রেণীকে প্রশংসা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, বারিষ্টারগণ বড়ই দুষ্ট লোক, কারণ তাঁহারা মোকদ্দমার গলদগুলি চাপিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র কূটতর্ক করিতে থাকেন, আমি তাঁহাদিগের মতে মত দিতে পারি না; কিন্তু আমার মতে স্বীয় ব্যবসা-সম্মান, এবং ব্যবসা-গৌরবের দিকে প্রত্যেক বারিষ্টারের দৃষ্টি রাখা বিধেয় এবং ব্যবসার নৈতিক উচ্চতা যতদূর সাধ্য বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। আমি দেখিয়াছি যে, রুষীয়ার ব্যবহারাজীবশ্রেণীর নৈতিক অবস্থাটা এখনও অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং প্রায় প্রত্যেক বারিষ্টারই এখন ভয়ঙ্কর অর্থলোভীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ব্যবহারাজীবগণ সাধারণ্যে অর্থী প্রত্যর্থীর সহিত একটা চুক্তি করিয়া লয়েন, যদি মোকদ্দমায় জয়লাভ হয়, তাহা হইলে, সেই চুক্তিমত তিনি অনেক টাকা পান এবং যদি পরাজয় হয়, তাহা হইলে মধ্যবিধ পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। ফৌজদারী মোকদ্দমার পূর্ব্বেই চুক্তি করা হয় যে, দণ্ডের পরিমাণ যত কম হইবে, ব্যবহারাজীব তত, অধিক টাকা পাইবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অপরাধী ব্যক্তি অনেক দর দস্তুরের পর এই বলিয়া

প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি সে মুক্তি পায়, তাহা হইলে ১০০০০ রুবল মুদ্রা দিবে, যদি তাহার একবর্ষ কারাদণ্ড হয়, তাহা হইলে ৫০০০ রুবল দিবে, এবং যদি সে ১৫ বর্ষের জন্য সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত হয়, তাহা হইলে, ১০০০ রুবল দিবে ; কিন্তু ব্যবহারাজীব সেই টাকার অধিকাংশই যে, অগ্রিম গ্রহণ করে, তাহা বলা বাহুল্য। কেবল ইহাই যে নিন্দনীয় এবং বারিষ্টারগণ যতদূর সম্ভব বহুল টাকা লইবার চেষ্টা করেন, তাহা নহে, টাকার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কখন কখন তাঁহারা অসাধু উপায়ও অবলম্বন করেন। সাধারণ্যে যাহাতে অপরাধীগণ ভীত হয়, তজ্জন্য অতিরঞ্জিত বর্ণে দণ্ডের কথা বলিতে থাকেন। অন্যপক্ষে যে সময়ে মোকদ্দমার বিচার চলিতে থাকে, সেই সময় উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণকে হস্তগত করিবার জন্য আসামীর নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দ্বিবিধ উপায়ই প্রায়ই সফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের যেমন বিশ্বাস ছিল যে, মামলা মোকদ্দমা এবং ফৌজদারীকাণ্ডে জয়লাভ করা বড়ই কঠিন, আইনকানুন থাকিলেও যে ব্যক্তি যত চাতুরী ও চালাকী করিতে পারে, তাহার জয় ততই নিশ্চিত এবং জয়লাভ করিতে চাহিলে, উৎকোচদান এবং গোপনে তোষামোদ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই বিশ্বাসটী আজিও সাধারণের মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এমতে প্রজাসাধারণে—বিশেষতঃ অশিক্ষিত বণিকশ্রেণী, বিশেষ বিখ্যাত ব্যবহারাজীবের প্রতি বালকদিগের ন্যায় নিতান্ত অন্ধ বিশ্বাস জ্ঞাপন করে, এবং উক্ত ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে কতক গুলি ব্যবহারাজীব সেই বিশ্বাসকে চতুরতার সহিত অপনাদিগের স্বার্থপূরণে নিয়োগ করিয়া, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুরপরিমিত অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়াছেন। মক্কেলদিগের সহিত বারিষ্টারদিগের যে চুক্তি হয়, তাহা অবশ্যই গোপনে রক্ষিত হইয়া থাকে, * কিন্তু যদিই সেরূপ চুক্তি কখনও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তৎপ্রতি সাধারণের কিছুমাত্র দৃষ্টি আকৃষ্ট বা ক্রোধ প্রকাশিত হয় না। এসম্বন্ধে সাধারণ মতবাদ, এত সদয়ভাব প্রকাশ করে যে, ইহার দ্বারা কোন বারিষ্টারের কিছুমাত্র দুর্নাম হয় না, কিন্তু ইংলণ্ডে এরূপ হইলে, বারিষ্টারের যথেষ্ট কলঙ্ক হয় এবং তিনি আর বারিষ্টারিও করিতে পারেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই এসম্বন্ধে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সেণ্টপিটাসবর্গ এবং মস্কাউর বারিষ্টারগণ নিজে সমবায়িত সমাজবদ্ধ হইয়াছেন। কাউন্সিল নামক সভা সেই সমাজের কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, এবং সেই সভা যে কোন অপরাধী বারিষ্টারকে ভৎর্সনা করিতে, পল্লীগ্রামের আদালতে নির্ব্বাসিত করিতে বা একেবারে বিতাড়িত করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মতবাদ যতদিন না এবিষয়ে প্রবল দৃষ্টিদান করিয়া, উক্ত কাউন্সিলের সহায়তা করিতেছে,

---

* সংগোপনে রক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা আছে, কারণ ইংলণ্ডে যেমন এটর্ণি বা সলিসিটারদিগের মধ্য দিয়া, বারিষ্টারগণের সহিত চুক্তি হয়, রুষীয়ায় সেরূপ হয় না, কারণ এখানে সেরূপ এটর্ণি বা সলিসিটারশ্রেণী নাই।

ততদিন যে, উক্ত উপায়ে স্থায়ী গুরুতর প্রাবল্যবিস্তার হইতে পারিবে, কখনই এমত ন্যায়সঙ্গত আশা করা যাইতে পারে না।

বিচারপ্রণালীর সকলপ্রকার নূতন অনুষ্ঠানের মধ্যে জুরি নিয়োগটী সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সংস্কারকালে বিচারবিভাগে জুরিপ্রণালী প্রচলন হইলে, শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে সমধিক মৌখিক আগ্রহ দেখা যায়। এই জুরিপ্রণালী উদারনীতিমূলক এবং ফৌজদারী বিধির শেষবর্ত্তী সংহিতাকারগণ ইহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছেন, শিক্ষিত সাধারণে ইহা জানিতেন। কেবল সেই জন্যই ইহা সাধারণ্যে সমাদরে গৃহীত হয় এবং ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হইবে বলিয়া, মহা আশা করাও হইতে থাকে। কিন্তু গত দশবর্ষের অভিজ্ঞতা সেই আগ্রহ একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে, এবং জুরিপ্রণালী প্রচলনটা বড়ই ভুল হইয়াছে, অনেকের মুখেই এখন এ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে অনেকেরই মত যে, রুষীয়গণ এখনও এমত শিক্ষিত হয় নাই যে, রুষীয়ায় জুরিপ্রথাপ্রচলন করা যাইতে পারে। তাঁহারা সেই মত সমর্থন জন্য জুরির বিচারের অনেক রঙ্গরহস্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন। একজন জুরি, কোন অপরাধী দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আইকনের সমক্ষে স্ফূর্ত্তিক্রীড়ার ন্যায় কাগজ নিক্ষেপ করিয়া, তাহার ফলানুসারে নির্দ্দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করেন! এতদ্ব্যতীত অপরাধীরা আদালতে সম্পূর্ণরূপে আত্মদোষ স্বীকার করিলে, জুরিগণ প্রায়ই তাহাদিগকে "নির্দ্দোষী" বলিয়া মত জ্ঞাপন করেন।

এই রঙ্গরহস্যের কথাগুলি কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদিই উক্তপ্রকার ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই এত সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে যে, তদবলম্বনে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল নিন্দাবাদ করা যাইতে পারে না। কিন্তু অপরাধীরা সম্পূর্ণরূপে আত্মদোষ স্বীকার করিলে, জুরিগণ যে, তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন, এ তথ্যটী যে সম্পূর্ণ সত্য তাহার সন্দেহ নাই, সুতরাং এই তথ্যটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান করা কর্ত্তব্য।

উক্ত তথ্যটী প্রাপ্ত হইয়া, অনেক ইংরাজই স্থির করিবেন যে, রুষীয়গণ এখনও এমত শিক্ষিত হয় নাই যে, তথায় জুরির দ্বারা বিচারপ্রণালী প্রচলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে রুষীয়ার ফৌজদারী কার্য্যবিধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অপরাধীকে কিরূপ দণ্ড দেওয়া হইবে, ইংলণ্ডের বিচারপতিগণকে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ জন্য সমধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সেই জন্যই তথাকার জুরিগণ কেবলমাত্র ধৃত ব্যক্তির মূল দোষ সম্বন্ধেই আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিতে থাকেন এবং অপরাধী কিরূপ অবস্থায় পতিত এবং কিরূপ দণ্ড পাইবার যোগ্য, বিচারপতিই তাহার মীমাংসা করেন। কিন্তু রুষীয়ার জুরিদিগের অবস্থা অন্যবিধ। রুষীয়ার ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অপরাধের কিরূপ দণ্ড হইবে,

তাহার পরিমাণ একেবারে ঠিক নির্দ্দেশ করা আছে, সুতরাং বিচারপতিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে কম বা বেশী দণ্ডদান করিতে পারেন না। রুষীয় জুরিগণ বেশ জানেন যে, যদি তাঁহারা ধৃত ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া মতদান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি দণ্ডবিধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দণ্ড পাইবে। এই ফৌজদারী দণ্ডবিধির অধিকাংশ ধারা বিদেশীয় দণ্ডবিধি হইতে সঙ্কলিত, এবং রুষীয়গণ যে যে কার্য্যকে যেরূপ প্রকারের অপরাধ বলিয়া গণ্য করে, ইহা তাহাদিগের সেই ধারণামত এই দণ্ডবিধির মধ্যে দণ্ড নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এমত অনেক অপরাধ যাহা রুষীয়গণ অতি সামান্য জ্ঞান করে, বা আদৌ অপরাধ বলিয়া গণ্য করে না বা যে কার্য্যকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে, দণ্ডবিধি অনুসারে সেই অপরাধ বা কার্য্যের কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। আবার যে সকল ধারার সহিত লোকসাধারণের মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যেও অনেকগুলির দণ্ডের ব্যবস্থা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। আমি নিজে যে একটী ঘটনা দেখিয়াছিলাম, দৃষ্টান্তস্বরূপ এইস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একটী গ্রামে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, গ্রামের মণ্ডল, কতিপয় যুবক সহ-গ্রামবাসীকে সে সময়ে নিতান্ত আলস্য এবং ঔদাস্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া, আইনের মধ্যে তাঁহার যে ক্ষমতার সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই সীমাতিক্রমপূর্ব্বক সেই যুবকদিগকে ভর্ৎসনাকালে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করেন। সেই গ্রাম্যমণ্ডল অবশ্যই তজ্জন্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না, এবং কৃষকেরাও নিশ্চয়ই তাঁহাকে অপরাধী বলে না, কিন্তু যদি সেই মণ্ডলের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, তাঁহার অপরাধ প্রমাণিত করা হয়, তাহা হইলে সেই দণ্ডবিধিমত তাঁহাকে কয়েক বর্ষের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হয়। সেরূপ স্থলে জুরিরা কি করিবেন? ইংলণ্ডে সেরূপ ঘটনা হইলে, জুরিরা, তাঁহাকে দোষী বলিয়া, বিচারপতিকে উপস্থিত অবস্থা এবং ঘটনার প্রতি দৃষ্টিদান করিতে বলিবেন; কিন্তু রুষীয়ার জুরিগণ সেরূপ করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, উক্তপ্রকার মণ্ডলকে অপরাধী বলিয়া মত দিলেই বিচারপতি তাঁহাকে ফৌজদারী দণ্ডবিধিমত দণ্ড দিবেন। সেই জন্যই সেস্থলে তাঁহারা কেবল একটীমাত্র উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, অর্থাৎ তাহাকে নির্দ্দোষী বলিতে পারেন; এবং রুষীয় জুরিদিগের সম্মানার্থ বলিতে হইবে যে, সাধারণ্যে উক্তরূপ স্থলে তাঁহারা এইমত উপায়ই অবলম্বন করেন। এমতে যে সকল অপরাধে দণ্ডবিধিমত অতি কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়, জুরিগণ সে স্থলে সেই অন্যায় দণ্ডের বিশেষ সমতা সাধন করিয়া দেন। ইহা সত্য বটে যে, সময়ে সময়ে তাঁহারা এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হইয়া, আপনারা নিজেই অপরাধীকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হয়েন, কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি বিরল। আমি কেবল সেরূপ একটী ঘটনার কথা জানি। একব্যক্তি অতি গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই বিচারের দিন জাতীয় মহা ধর্ম্মোৎসব ছিল, সুতরাং জুরিগণ স্থির করেন যে, যদি

আজি অপরাধীকে ক্ষমা করি, তাহা হইলে, প্রকৃত খ্রীষ্টানের যোগ্য কাজ করা হইবে !

ব্যাবস্থাপকগণ উক্তপ্রকারে ক্ষমা করাকে নিতান্তই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে জুরিগণ সেরূপ করিতে না পারেন, তজ্জন্য ব্যবস্থা করেন যে, কোন ব্যক্তি অপরাধীরূপে প্রমাণিত হইলে, তাহার কিরূপ দণ্ড হইবে, যাহাতে জুরিগণ পূর্ব্বে তাহা জানিতে না পারেন, তজ্জন্য যেন যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। এই নূতন উপায় যে, কেবল উদ্দেশ্যসাধন করিয়া লইতে অক্ষম হয় এমত নহে, বরং সময়ে সময়ে এই সূত্রে বিপরীত ফলও ফলে। কিরূপ দণ্ড প্রদত্ত হইবে, ইহা জানিতে না পারায়, সম্ভবতঃ অতি গুরুতর দণ্ড হইবে ইহা ভাবিয়া, জুরিগণ কখন কখন অপরাধীকে নির্দ্দোষী বলিয়া মত দেন, কিন্তু হয়ত কিরূপ দণ্ড হইবে, ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, তাঁহারা নিষ্কৃতি দিতেন না। আবার যখন জুরিদিগকে প্রবঞ্চিত করা হয়, এবং জুরিগণ জানিতে পারেন যে, দণ্ডটা অতি গুরুতর হইল, তখন তাঁহারা পরবর্ত্তী অপর সমস্ত মোকদ্দমায় সেই বঞ্চনার জন্য কেবল প্রতিশোধ লইয়া থাকেন। আমি এরূপ একটী ঘটনা জানি। কতিপয় জুরি, একব্যক্তিকে অতি সামান্য অপরাধে অপরাধী জ্ঞান করিয়া, তাহাকে দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দণ্ডবিধিমত সেই ব্যক্তির কঠিন শ্রমসহ সাতবর্ষ কারাদণ্ড হয় ! জুরিগণ এই অপ্রত্যাশিত কঠোর দণ্ডে এরূপ বিস্মিত এবং ভীত হয়েন যে, উক্ত মোকদ্দমার পর অন্য যত মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, সেগুলির অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও তাঁহারা সকলকেই নির্দ্দোষী বলিয়া মতপ্রকাশ করেন !

জুরিশ্রেণীতে সমধিকসংখ্যক কৃষককে নিযুক্ত করা হয় বলিয়াই এই অনুমিতি বা প্রকৃত ত্রুটীর উৎপত্তি হইয়াছে, সাধারণ্যে এমত বলা হয় ; এই মনগড়া মতটা অনেকে এতদূর সত্য বোধ করেন যে, ইহার প্রমাণ চাহেন না। কৃষকেরা অনেক বিষয়েই নিতান্ত অজ্ঞ, এবং সেই জন্যই তাহারা বিবাদমান সাক্ষ্যগুলির ভিতর হইতে প্রকৃত সত্য বাছিয়া লইতে পারে না, এমত মনে করা হয়। এই মতটা পরিষ্কার এবং চূড়ান্ত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু আমার মতে ইহা ভ্রান্ত মত। কৃষকগণের শিক্ষা-জ্ঞান অবশ্যই অল্প, কিন্তু তাহাদিগের সহজ বিবেকবুদ্ধি যথেষ্ট আছে; এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে (অনেক বিচারপতি এবং রাজকীয় ব্যবহারাজীবদিগের নিকট আমি এরূপ শুনিয়াছি) যে, শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্য হইতে যে সকল জুরি নির্ব্বাচিত হয়েন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কৃষকশ্রেণীর উপর অধিক বিশ্বাস অর্পণ করা যাইতে পারে। যাহাহউক, ইহা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষক জুরিদিগের একটা স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য আছে, এবং সেই বৈচিত্র্যটা কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কৃষকদিগকে জুরিশ্রেণীতে নিযুক্ত করিলে, প্রথমতঃ তাহারা পরিজনতন্ত্রপ্রণালীমত বিচার করিতে বসে। বিচারকালে যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয়,

তাহারা কেবল সেইগুলির উপর দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। লোক সাধারণে সচরাচর কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে যেমত মন্তব্য গঠন করিয়া থাকে, তাহারাও সেইমত করে, এবং জুরিদিগের মধ্যে যদি কেহ অপরাধীকে প্রত্যক্ষ চিনেন, তাহা হইলে, সেই জুরির মতের উপরই সকলে সমধিক নির্ভর করে। যদি কতিপয় জুরি, সেই অপরাধীকে দুশ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহা হইলে সেই অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণশৃঙ্খল সম্পূর্ণ না হইলেও তাহার নিষ্কৃতিলাভের কোন আশা থাকে না। প্রমাণের একটু সামান্য অভাব ঘটিলে অথবা আইনসংক্রান্ত কোন বিষয়ের কিছু ত্রুটী ঘটিলে, নিতান্ত বিখ্যাত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কেন যে, বিনাদণ্ডে মুক্তি পাইবে, কৃষক জুরিগণ তাহা বুঝিতে পারে না। বাস্তবিক ফৌজদারী বিচারের কার্য্যবিধিসম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণা সেই আদিমকালের মতই আছে। গ্রাম্যমণ্ডলী যেরূপ প্রণালীতে অপরাধীর দণ্ড দেয়, তাহাদিগের বিশ্বাস যে, সুনিয়মসম্পন্ন সমাজের পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট। মীর, গ্রাম্যমণ্ডলীসমিতির আদেশমত বিনা বিচারে গ্রাম্যলীর যে কোন অদম্য ব্যক্তিকে সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত করিতে পারে! * কৃষকেরা এই অবিধিমূলক সরাসরি বিচারপ্রণালী উত্তম জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি নিতান্ত বিখ্যাত বদমায়েস বলিয়া গণ্য, সে ব্যক্তি আবার আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য কেন অর্থ দিয়া উকীল নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পায়, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না, এবং সেরূপ উকীলদিগের বক্তৃতার প্রতি তাহারা আদৌ কর্ণপাৎ করে না। আমি আদালতের মধ্যে প্রায় যেরূপ কথা শুনিতে পাইয়াছি, তাহাতে জানি যে, সেরূপে উকীল নিয়োগকে তাহারা বিচারপতিকে উৎকোচদানের তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে।

দ্বিতীয়তঃ কৃষকগণ যখন জুরিরূপে নিযুক্ত হয়, তখন সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তৎসমস্তের অতি কঠোর দণ্ড দিয়া থাকে। তাহারা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই এইমত করে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা চোর এবং দুশ্চরিত্রদিগের দ্বারা ক্রমাগত নিগৃহীত হইয়া থাকে। তাহারা যে কাষ্ঠের বাটীতে বাস করে, তাহাতে সহজেই আগুণ লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; একটা বালকেও তাহাদিগের আস্তাবল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। রাত্রিতে একটা বৃদ্ধলোক গ্রামের প্রহরিতা করে মাত্র, এবং সে একা কিছু সকল সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, এবং যে একস্থানে থাকে, সেইখানেই সে নিদ্রা যায়; গ্রামের

---

* যে সময়ে আমি মীরের বর্ণনা করি, সে সময়ে ভ্রমক্রমে আমি মীরের এই স্বত্বের কথা উল্লেখ করি নাই। উক্তপ্রকারে নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত কৃষকেরা খনিতে প্রেরিত হয় না, তাহারা বহুদূরবর্ত্তী ইয়ুরাল পর্ব্বতের বহির্দ্দেশের পতিত ভূমিতে উপনিবেশীরূপে বাস করে। মীর, এই নির্ব্বাসনদণ্ডদান করিতে যে প্রায় ক্ষান্ত থাকে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, মীরকে সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তিকে পাঠাইবার ব্যয়ভার লইতে হয়, এবং আরও কারণ এই যে, কোন অধৃত অপরাধীকে সেরূপে নির্ব্বাসিত করা হইবে, ইহা যদি সে জানিতে পারে, তাহা হইলে সে গ্রামে আগুণ ধরাইয়া দিবে বা সেই প্রকার কোন কাণ্ড করিয়া প্রতিশোধ লইবে, মীর এমত ভয় করিয়া থাকে।

মধ্যে একটা প্রকৃত অপরাধ না হইলে, পুলিশের লোকদিগকে প্রায়ই গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। কয়েকজনমাত্র চালাক অশ্বচোরই অনেক পরিবারের সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারে, এবং যে কেহ, কোন শত্রুকে প্রতিহিংসা দান করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই শত্রুর বাটীতে আগুণ লাগাইয়া, সমস্ত গ্রাম ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। এই সকল কারণেই কৃষক জুরিগণ, চুরি এবং গৃহদাহ প্রভৃতি অপরাধের কঠোর দণ্ড দিয়া থাকে; এবং রাজকীয় উকীল যদি উক্তপ্রকার কোন অপরাধে অপরাধীর দণ্ডদান করাইতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে তিনি জুরিশ্রেণীর মধ্যে সমধিকসংখ্যক কৃষক নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা করেন।

নানাপ্রকার জুয়াচুরি, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধের প্রতি কৃষক জুরিগণ অনেকটা সদয়ভাব প্রকাশ করে, কারণ বাণিজ্যসম্বন্ধে সদসৎ ব্যবহারের পরিষ্কাররূপে রেখাপাৎ করিতে তাহারা অসক্ষম। অনেকের ধারণা যে, কতকটা চালাকীর সহিত শঠতা না করিলে, বাণিজ্যকার্য্যে উন্নতিলাভ করা যাইতে পারে না; সেই জন্যই তাহারা সেরূপ কার্য্যকে সামান্য অপরাধ জ্ঞান করে। কেহ অন্যায় উপায়ে কাহারও টাকা আত্মসাৎ করিয়া, যদি পুনরায় তাহা প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে তাহার অপরাধ হয় না, এমত বিবেচিত হয়। এমতে কোন গ্রাম্যমণ্ডল যদি সাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করে, এবং তাহার সেই অপরাধের বিচার হইবার পূর্ব্বেই যদি সে তাহা পরিশোধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং কখন কখন বা তাহাকেই আবার মণ্ডলরূপে পুনরায় নির্ব্বাচিত করা হয়!

অবমাননা, মারামারি, এবং নিষ্ঠুরতামূলক অপরাধগুলির প্রতিও কৃষক জুরিগণ সদয়নেত্রে দৃষ্টিদান করে। ইহার কারণ সহজেই প্রকাশ পায়। শিক্ষা এবং নৈতিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আর্থিক অবস্থা ভাল হইলেই শারীরিক যন্ত্রণাকষ্টের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, কিন্তু রুষীয় কৃষকদিগের আজি পর্য্যন্ত সেগুলি সঞ্চিত হয় নাই। যে কোন লোক, রুষীয় কৃষকদিগকে বিলক্ষণ জানেন, তিনিই তাহাদিগকে নিজের বা অপরের শারীরিক কষ্টের প্রতি বিশেষ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া অবশ্যই বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। মদ্যপানের পর মাতলামীসূত্রে যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে কেহ কাহারও মাথা ফাটাইয়া দিলে বা দেহে দারুণ আঘাত করিলে, অন্যান্য দর্শকেরা কোন বাধাদান করে না। যদি সেইসূত্রে কোন নিতান্ত শোচনীয় কাণ্ড না ঘটে, তাহা হইলে কৃষকেরা রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করাও আবশ্যক বোধ করে না, এবং বিবাদকারীগণের মধ্যে কেহ যে, সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত হইবার যোগ্য, এমত জ্ঞান করে না। সামান্য সামান্য আঘাত বা ক্ষত আপনা আপনিই সারিয়া যায়, এবং তজ্জন্য আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন বিশেষ ক্ষতিও হয় না, সুতরাং যে অপরাধী ব্যক্তি কোন পরিবারকে সর্ব্বস্বান্ত করে, উক্ত আঘাতকারীকে তাহার তুল্য অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয় না।

কৃষকদিগের এই মতটা অনেকের পক্ষে নিতান্ত মন্দ বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে অবশ্যই অনেকটা সরল জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়।

যতপ্রকার নিষ্ঠুরতা আছে, তন্মধ্যে সুসভ্য মনুষ্যসমাজের পক্ষে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতাই নিতান্ত হৃদয়ভেদী বলিয়া গণ্য; কিন্তু রুষীয় কৃষকেরা এরূপ অপরাধের প্রতি বিশেষরূপে সদয়নেত্রে দৃষ্টিদান করে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বত্বক্ষমতাচালনাসম্বন্ধে রুষীয় কৃষকগণ এখনও সেই আদিমকালের ধারণা পোষণ করিয়া থাকে, এবং কোমলাঙ্গিনী রমণীদিগের সম্বন্ধে যে নিতান্ত মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করে, অনেক প্রবাদবাক্যে তাহা জানিতে পারা যায়। *

কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ অবস্থার কারণেই উক্ত তথ্যগুলির মধ্যে কৃষকদিগের নৈতিক ধারণার উক্তবিধ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বণিকগণ, যাঁহারা প্রায় সকলেই কৃষক-বংশ হইতে উৎপন্ন, তাঁহাদিগের উক্তপ্রকার ধারণা নাই। বণিকেরা সম্পত্তিঘটিত অপরাধ অপেক্ষা শারীরিক অপরাধগুলির প্রতি অধিক দণ্ডদান করিতে অভিলাষী। তাহার কারণটী সহজেই জানা যায়। বণিকেরা আপনাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিবার উপায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং যদি তাঁহাদিগের সম্পত্তি চুরি যায়, তাহা হইলে সেসূত্রে তাঁহাদিগের বিশেষ অধিক ক্ষতি হয় না। অন্যপক্ষে অবমাননা, প্রহার প্রভৃতি অপরাধের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে; কারণ কৃষকদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের শিক্ষাজ্ঞান এবং নৈতিক ধারণা সমধিক না হইলেও তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা ভাল এবং তাঁহারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করিতে অভ্যস্ত, সুতরাং শারীরিক কষ্টের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি স্বভাবতই অধিক পরিমাণে পতিত হয়।

শঠতা প্রভৃতি অপরাধসম্বন্ধে বণিকেরাও কৃষকদিগের মত সদয়নেত্রে দৃষ্টিদান করে। শঠতাসূত্রে বাণিজ্য ব্যবসার শেষটা মহদনিষ্ট হইতে থাকে, সুতরাং বণিকদিগের এই কার্য্য বিচিত্র বোধ হইতে পারে। কিন্তু রুষীয় বণিকগণ আজিও উক্ত কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন নাই, এবং শঠতাসূত্রে অনেক বণিক, মহাধনী হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রমাণস্বরূপ তাহা দেখাইয়াও দিতে পারেন।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা পৃথক হইলেও বণিক ও কৃষকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা এবং বিশ্বাস সমান, সুতরাং দেবতা ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সকল কার্য্য, অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তৎপ্রতি উভয়শ্রেণীই সমভাবে কঠোর দণ্ডদানাভিলাষী। এই জন্যই কোন লোক ধর্ম্মসম্বন্ধে অনাচার বা ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিলে, কেহই কোনকালে বিচারালয়

---

* সেরূপ প্রবাদসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টীর উল্লেখ করা যাইতে পারে,— "দশটা স্ত্রীলোক এক করিলে, একটা আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়।" "স্ত্রীলোকদিগের আত্মা নাই, কেবল বাষ্প আছে।" "রমণীদিগের বড় বড় চুল আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধিজ্ঞান অতি কম।" সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগকে বিষধরীর সহিত তুলনা করা হয়।

হইতে মুক্তি পায় না, তবে সেরূপ মোকদ্দমায় জুরিশ্রেণীতে শিক্ষিত লোকেরা নিযুক্ত হইলে, অন্যবিধ ফল ফলে।

যে শিক্ষিতশ্রেণী হইতে জুরি নির্ব্বাচন করা হয়, তাঁহারা সাধারণ বিষয়ে যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনপ্রকার মতপ্রাবল্যের অধীন হয়েন না, বিচার বিষয়েও তাঁহারা সেইমত করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে সময়ে তাঁহারা অন্য একবিধ মতবাদের প্রাবল্যাধীনে পরিচালিত হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন জুরি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সাক্ষ্যের মূল্যসম্বন্ধে তিনি নিজের একটা বিচিত্র মতপ্রকাশ করেন, অথবা তাঁহার প্রবলমত হয় যে, সহস্র অপরাধী যদি নিষ্কৃতি পায়, সেও ভাল, তথাপি যেন একজনও নিরপরাধী দণ্ড না পায়। তাঁহারা মৌখিক মেকি পরোপকারিতাভাবে আক্রান্ত হয়েন, অথবা তাঁহার বিশ্বাস জন্মে যে, দণ্ডদান করা বৃথা, কারণ তদ্দ্বারা অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হয় না এবং অপরাধ-সংখ্যাও কমে না, এককথায় রুষীয়া বর্ত্তমানে যে নৈতিক ধারণাসম্বন্ধীয় গোলযোগে পড়িয়াছে, তাঁহারা তন্মধ্যে পড়িয়া মস্তিষ্ক হারাইয়া থাকেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মাণীতে সেরূপ জুরি, স্বীয় সহ-জুরিগণের উপর কিছুমাত্র প্রাবল্যবিস্তার করিতে পারেন না, কারণ সেই সেই দেশের লোকেরা কোন একটা নূতন অসম্ভব সত্য মতের দ্বারা তাঁহাদিগের চিরপ্রচলিত ধারণা বা মতকে পরিত্যাগ বা অপনাদিগের সহজ জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চাহেন না; কিন্তু রুষীয়ার নৈতিক ধারণার সাধারণ মূলসূত্র পর্য্যন্ত অস্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং সেখানে উক্তশ্রেণীর জুরি সহজেই অপরাপর জুরিগণকে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়। আমি একাধিকবার এমত অনেক লোককে গর্ব্বপ্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা অপর জুরিগণকে হস্তগত করিয়া, বিচারার্থ নীত প্রত্যেক অপরাধীকে নিষ্কৃতি দেওয়াইয়াছেন। সেই অপরাধীগণকে নির্দ্দোষী বলিয়া কিম্বা প্রমাণ অভাবে তাহাদিগকে যে সেরূপে নিষ্কৃতি দেন, তাহা নহে, দণ্ডদান করা নিতান্ত বর্ব্বরতার কাজ এবং তদ্দ্বারা কোন ফল হয় না ভাবিয়াই তাঁহারা সেরূপ করেন। যাঁহারা বলেন যে, ইংলণ্ডে যে, সমস্ত জুরির একমত গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে, রুষীয়াতেও সেই প্রণালী প্রচলন করা হউক, উক্ত তথ্যগুলি স্মরণ করিলে, আমি কিন্তু সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।

উপসংহারে নূতন বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্বন্ধে একটী কথা বলিব। যখন প্রকাশ্যে বিচারপ্রণালীর সংস্কার প্রস্তাব-উপস্থিত হয়, তখন অনেক লোকেই আশা করিয়াছিল যে, নূতন আদালতগুলি সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং প্রকৃত স্বাধীনতা পাইবে এবং তাহাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূলভিত্তিস্বরূপ হইবে। সেই সময়ের অন্যান্য বহুল বিচিত্র কল্পনার ন্যায় এই আশাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বহুল পরিমিত ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা বাস্তবিক কাগজেকলমে প্রদত্ত হইয়াছে। আইনের মধ্যে নির্দ্দেশ করা হয় যে, কোন বিচারপতি কোন একটা বিশেষ অপরাধে অপরাধী না হইলে, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে না, এবং বিচারালয়-

সমূহে যে সকল বিচারপতির পদ শূন্য হইবে, বিচারপতিগণই সেই পদের যোগ্য লোক নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন ; কিন্তু এবম্বিধ এবং এই শ্রেণীর অন্যবিধ সমস্ত স্বক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যদিও বিচারবিভাগের মন্ত্রী কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি যে কোন বিচারপতির পদোন্নতি রহিত, এবং উপাধি ও পদকপ্রাপ্তির পথও বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, এবং যাহাতে সেই বিচারপতি স্বীয় পদত্যাগ-পত্র অর্পণ করেন, তজ্জন্য সহজেই তিনি অপ্রত্যক্ষে বলপ্রয়োগ করিতে সক্ষম ; এবং যদিও বিচারালয়গুলি এখনও পর্য্যন্ত কোন শূন্যপদে নূতন বিচারপতি নির্ব্বাচন করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু বিচারবিভাগের মন্ত্রীরও সেইমত ক্ষমতা আছে, এবং তিনি নিজে যাহাকে মনোনীত করেন, তাহাকেই নিযুক্ত করিয়া লইতে পারেন। মধ্যস্থানীয় বিভাগীয় শাসনপ্রণালীর যে মধ্যস্থলাকর্ষণীশক্তি আছে, সেই শক্তির প্রাবল্যের দ্বারাই প্রোকিউরারগণ প্রধান বিচারপতিদিগের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া থাকেন, এবং সেস্থলে বিচারপতিদিগের স্বাধীনতা কেবল নামমাত্র না হইয়া, তদপেক্ষা কতকটা ভাল হয় মাত্র।

এমতে বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়ায়, সাধারণের অনুমান যে, গবর্ণমেণ্ট, উদারনীতি এবং উন্নতির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। একথার কতকটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ তথ্যটী যে দুঃখজনক, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না। স্বায়ত্বশাসন জিনিসটা নিজে যে ভাল, তাহার সন্দেহ নাই। রুষীয়ার পক্ষে সেই স্বায়ত্বশাসন বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই স্বায়ত্বশাসনের দ্বারা কথন সকল বিষয়েই অব্যর্থ ঐন্দ্রজালিক কার্য্য হইতে পারে না, এবং যে দেশের লোকেরা দীর্ঘকাল হইতে সায়ত্বশাসনে আদৌ অভ্যস্ত নহে, সে দেশে হঠাৎ সেই স্বায়ত্বশাসন-পাদপ রোপণ করিলে প্রায়ই সুফল ফলে না। এ পর্য্যন্ত রুষীয়ায় যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহা তত আশাপ্রদ নহে—বিশেষতঃ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহিত আদালতগুলির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, সেইগুলির ফল ভাল হইতেছে না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অতীত শেষ কয় বর্ষের ইতিহাস বিদিত আছেন, আদালতগুলিকে সমধিক স্বাধীনতা এবং ক্ষমতাপ্রদান করিলে, সেগুলির যোগ্যতা বৃদ্ধি হইবে কি না, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গতরূপেই সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালীর যে উল্লেখ করিয়াছি, যতদিন পর্য্যন্ত সেই প্রণালীমত রাজ্য শাসিত হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিচারালয়গুলির স্বাধীনতার কোনপ্রকার রাজনৈতিক মূল্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন শিক্ষিতশ্রেণী অন্যান্য বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ খাঁটী স্বাধীনতা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এবং যখন সর্ব্বশাসক প্রবল সাধারণ মতবাদ সৃষ্ট হইবে, আমার মতে তখন স্থানীয় বিচারালয়গুলিকে মধ্যস্থানীয় শাসকদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার সময় উপস্থিত হইবে।*

উনত্রিংশ অধ্যায়।

সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি এবং প্রাচ্যপ্রশ্ন।

রুষীয়ার দ্রুতগতি অঙ্গবিস্তার—কৃষিজীবী প্রজাদিগের রাজ্যবিস্তার জন্য আগ্রহ—রুষ-স্লাভ-জাতি—উত্তরীয় বন্য দেশ এবং আসিয়িক বিস্তৃত পতিত দেশ—উপনিবেশ স্থাপন—রাজ্যবিস্তারসম্বন্ধে সম্রাটের কার্য্য—পশ্চিমাভিমুখে রাজ্যবিস্তার—তালিকার দ্বারা রাজ্যবিস্তৃতির চিত্র প্রকাশ—নবজীত দেশের প্রজাদিগকে বশীকরণ—ইংলণ্ডীয় রাজনীতি সম্বন্ধে রুষীয়গণের মত—রাজ্যবিস্তারের আনুষঙ্গিক কারণ—রক্ষণশীল বাণিজ্যশুল্ক—রাজ্যবিস্তার-কামনা-বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিস্তৃতি—রুষীয়ার ভারতাভিমুখে অগ্রসর হওয়ন—কনষ্টাণ্টিনোপালাধিকার কামনা; ধর্ম্মগত, জাতিগত এবং রাজনীতিগত কারণ—রুষীয়ার আধুনিক গতি—রুষ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি—উপসংহার।

রুষীয়ার দ্রুতগতি অঙ্গবিস্তৃতি, আধুনিক ইতিহাসের একটা নিতান্ত গণনীয় তথ্য। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে একটা সামান্য জাতি বা কতিপয় সংমিলিত জাতি, নিয়েপার এবং পশ্চিম বীণার তীরস্থ একটা ক্ষুদ্র প্রদেশে বাস করিত, সেই জাতি এখন একটা মহান জাতিতে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহার সাম্রাজ্য বালটীক হইতে, উত্তর প্রসান্ত সাগর এবং পোলার সমুদ্র হইতে তুরস্ক, পারস্য, আফগানস্থান এবং চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আমরা এস্থলে একটী বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য তথ্য পাইতেছি, এবং সেই রাজ্যসীমা যখন অবিশ্রান্ত দ্রুতগতি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং সেইসূত্রে যখন আমাদিগের জাতীয় স্বার্থনাশ-ভীতি উপস্থিত, সাধারণ্যে এমত অনুমিত হইতেছে, তখন কেবল বৈজ্ঞানিক স্বার্থের জন্য নহে, অন্য কারণে এই তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি সবিশেষ মনোযোগদান করা আমাদিগের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই পরিবর্দ্ধনশীলশক্তির গুপ্ত কারণটী কি? ইহা কি কেবল বর্ব্বরতামূলক রাজ্যগ্রাসকামনা, না ইহার অন্য কোন ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য আছে? কিরূপেই বা সেই রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? কোন একটা নূতন প্রদেশ আত্মসাৎ করিয়া, সেই দেশকে কি রুষীয়ভাবাপন্ন বা সেই দেশবাসীগণকে রুষীয়দিগের সমতুল্য করা হইতেছে, না সেই নবার্জ্জিত দেশবাসীগণ প্রাচীন অবস্থাতেই থাকিতেছে? বর্ত্তমান বিস্তৃত সাম্রাজ্যটী কি সমস্ত একজাতীয় প্রজাপূর্ণ, না বিভিন্নজাতীয় প্রজাসমষ্টিপূর্ণ এবং মধ্যস্থানীয় শাসনযন্ত্র দ্বারা বাহ্যিক বন্ধনে সকলগুলিই কি একত্র আবদ্ধ? যদি আমরা এই প্রশ্নগুলির সন্তোষপ্রদ উত্তর প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে নূতন রাজ্যগ্রাসসূত্রে রুষীয়া কিরূপ সবল হইয়াছে অথবা দুর্ব্বল হইয়াছে,

তাহা স্থির করিতে পারি, এবং কিরূপে, কবে এবং কোথায় এই বিস্তৃতি নিবৃত্তি হইবে, তৎসম্বন্ধে একটা সম্ভবপর অনুমানও করিতে পারি।

আর্থিকচক্ষে রুষীয়ার ইতিহাসের প্রতি দৃকপাৎ করিলে, আমরা সহজেই রাজ্য-বিস্তৃতির একটা বিশেষ কারণ দেখিতে পাই।

যে কৃষিজীবী জাতি, কেবলমাত্র অতি আদিমকালের প্রণালীমত চাষ করে, সে জাতি সততই রাজ্যের সীমান্ত বৃদ্ধি করিতে বিশেষরূপে অভিলাষী হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, শস্যোৎপাদনও সতত বৃদ্ধি করিতে চায়, কিন্তু সেইসূত্রে আদিমপ্রণালীমত চাষ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া আইসে এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও ক্রমশঃ কমিয়া যায়। উপরোক্তপ্রকার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মালথস বলেন যে, জনসংখ্যা যে পরিমাণে দ্রুতগতি বাড়িতে থাকে, সে পরিমাণে দ্রুতগতি আহার্য্য সংগৃহীত হয় না, কিন্তু সে কথাটা প্রায়ই সত্য হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়ে। লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, আহার্য্য সংগ্রহ তদনুসারে কম বা একেবারে কম হইয়া পড়িতে পারে। যখন কোন জাতি উক্তবিধ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়, তখন সেই জাতি দুইটী উপায়ের মধ্যে অবশ্যই একটী উপায় অবলম্বন করে, হয় যাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইতে পারে এমত উপায় অবলম্বন করে, নয় আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, অবশ্যই এমত চেষ্টা করে। যদি প্রথমোক্ত উপায়াবলম্বন করে, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীসে শিশুদিগের প্রতি যেরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করা হইত, সেইমত ব্যবহার করা আইনসঙ্গতরূপে ধার্য্য করিয়া লয়; অথবা সারকেশিয়াতে যেমত অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমধিকসংখ্যক যুবতী এবং বালককে নিয়মিতরূপে বিক্রয় করা হইত, সেইমত বিক্রয় করিতে পারে; অথবা নবম শতাব্দীতে স্কাণ্ডিনেভীয়ার যেমন অতিরিক্ত অধিবাসীরা বিদেশে উপনিবেশীরূপে চলিয়া যাইত এবং এক্ষণে আমরা যেমন শান্তিসূচক প্রণালীতে তাহা করিতেছি, সেইমত বিদেশে চলিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইলে, হয় কৃষিভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি নয় কৃষিকার্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন করিতে হয়।

রুষ-শ্লাভজাতি কৃষিজীবী হওয়ায়, উক্তবিধ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের সে সঙ্কট তত গুরুতর হয় নাই। তাহাদিগের দেশটী যেরূপ স্থলে যেরূপ অবস্থায় স্থাপিত, তাহাতে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের—অন্যত্র পলায়নের বেশ সুবিধা ছিল। তাহারা অভ্রভেদী শিখরমালা বা তরঙ্গায়িত জলধির দ্বারা চারিদিকে আবদ্ধ হইয়া ছিল না। তাহাদিগের দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিকে অতি নিকটেই ক্ষীণ বসতিযুক্ত অসীম বিস্তৃত অতি উর্ব্বর অকর্ষিত ভূমি পতিত, কৃষকদিগের শ্রমের জন্য অপেক্ষিত এবং সেই শ্রমবিনিময়ে অত্যন্ত প্রচুরপরিমিত শস্য দান করিতে প্রস্তুত ছিল। সেই কারণেই কৃষকগণ, শিশুদিগের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার, এবং কন্যাদিগকে বিক্রয় না করিয়া, কেবলমাত্র পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই উপায়াবলম্বন কিন্তু যেমন স্বাভাবিক সেইমত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ লোকসংখ্যা

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার যতপ্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে উপরিবিবর্ণিত অবস্থায় কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই সহজ এবং বিশেষ উপকারী উপায়। কৃষিকাৰ্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন দ্বারা এইরূপ ফললাভ করা যাইতে পারিত বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা করা অসম্ভব ছিল। ভূমির পরিমাণ যতদিন সহজে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, ততদিন অল্প ভূমির মধ্যে প্রচুর শস্যোৎপাদনের চেষ্টা অবলম্বিত হয় না। যখন আর কোন দিকেই নূতন ভূমি পাইবার আশা থাকে না, তখনই কেবল সীমাবদ্ধ ভূমির মধ্যে প্রচুরপরিমিত শস্যোৎপাদন করা গৌরবের বিষয় হয়, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অতি নিকটেই অকর্ষিত উর্ব্বর ভূমি পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত সেরূপ উপায়ে প্রচুর শস্যোৎপাদনের চেষ্টা করা নিতান্তই বিসদৃশ।

উপরোক্ত যে একটীমাত্র কারণে রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়, তাহার সহিত সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর একটী অন্যবিধ কারণ বিশেষ প্রাবল্য বিস্তার করে। রাজপুরুষসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায়, করভার বর্দ্ধিত হওয়ায়, ভইভড এবং তাঁহাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিতে থাকায়, কৃষক এবং বাসশূন্য স্বাধীন পর্য্যটক লোকদিগকে দাসশ্রেণীভুক্ত করায়, ধর্ম্মবিভাগের সংস্কার এবং তাহার ফলস্বরূপ ধর্ম্মমতামান্যকারীদিগের প্রতি উৎপীড়ন, প্রজাদিগকে ক্রমাগত সৈন্যদলে বলপূর্ব্বক গ্রহণ, এবং পিটার দি গ্রেটের দ্বারা প্রবল সংস্কার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে থাকায়, হাজার হাজার লোক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র পলায়নপূর্ব্বক যে স্থানে কোন রাজপুরুষ, কোন করসংগ্রাহক, এবং কোন ভূস্বামী ছিল না, তথায় গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু রাজপক্ষ, বহুল করসংগ্রাহক এবং রাজপুরুষ লইয়া, সেই পলাতকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করেন, এবং যাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অভিলাষী হয়, তাহারা তদ্দৃষ্টে আরও দূরে পলায়ন করে। লোকসাধারণে যে যে স্থানে প্রকৃতরূপে বাস করিত, রাজপক্ষ তাহাদিগকে সেই একস্থানবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও উপনিবেশী-তরঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হইতে থাকে।

উপনিবেশীগণের সমক্ষে যে বিশাল প্রদেশ পতিত ছিল, তাহা পর্ব্বতমালা বা নদীশ্রেণীর দ্বারা বিভক্ত না হইলেও নানাবিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতাযুক্ত দুইটী পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। একটী পূর্ব্ব য়ুরোপ এবং আসিয়ার সমগ্র উত্তরপ্রদেশ; তাহা বহুল নদী, সমধিক হ্রদ এবং জলাভূমির দ্বারা ছিন্নবিছিন্ন এবং তাহাকে সাধারণ্যে বন্য প্রদেশও বলা যায়; অন্যটী দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে মধ্য আসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত, রুষীয়গণ ইহাকে আসিয়িক পতিত বিস্তৃত প্রদেশ এবং আমেরিকানগণ ইহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষপূর্ণ প্রদেশ বলিয়া থাকেন।

উক্ত দুইটী প্রদেশই উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে বিচিত্র প্রলোভন এবং বিচিত্র বাধা প্রদান করে। কেবলমাত্র সমধিক শস্যোৎপাদনের পক্ষে দক্ষিণ প্রদেশই উত্তম বলিয়া গণ্য হয়। উত্তর প্রদেশের মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্ব্বরতা ছিল না, এবং

তাহা এরূপ গহনবনে আচ্ছন্ন ছিল যে, শস্যোৎপাদন করিবার পূর্ব্বে সেই বন পরিষ্কার জন্য সমধিক সময় ব্যয় ও শ্রম করিবার দরকার হয়। অন্যপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে কোনপ্রকার বৃক্ষ কর্ত্তন বা বন পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতি নিজেই উপনিবেশীদিগের জন্য যেন পূর্ব্বেই সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া, সমধিক উর্ব্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা (বহু শতাব্দীকাল চাষ দ্বারা আজি পর্য্যন্ত যাহার উর্ব্বরতা হ্রাস হয় নাই) প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষকেরা এই প্রস্তুতীকৃত উর্ব্বর প্রদেশের পরিবর্ত্তে প্রায় উত্তরীয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছিল কেন?

উপনিবেশীরা যে, দক্ষিণাঞ্চল ত্যাগ করিয়া, উত্তরাঞ্চলে গমন করিত, তাহার অনেকগুলি উত্তম এবং বলবৎ কারণ ছিল। সেই প্রাচীন সময়েও রুষীয় মুঝিকগণ সমধিক শ্রম করিতে ভাল বাসিত না, এবং দক্ষিণাঞ্চলের জমিতে যে, উৎকৃষ্টরূপে চাষ করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা তাহারা বেশ জানিত। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ের প্রতি কেবল কৃষিচক্ষে দৃষ্টিদান করিত না। তাহাদিগকে উভয় প্রদেশের শস্য-পুষ্প প্রভৃতির প্রতি যেমন দৃষ্টি দিতে হইত, সেইমত উভয় প্রদেশের পশ্বাদি এবং অধিবাসীগণের প্রতিও দৃষ্টিদান করিতে হইত। উত্তরীয় বন্যপ্রদেশে শান্তিপ্রিয় পরিশ্রমী ফিন জাতি বাস করিত, এবং যে সকল উপনিবেশী তাহাদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার উপদ্রব করিত না, ফিনগণ, তাহাদিগকে তথায় উপনিবেশ স্থাপনের কোন বাধা দিত না; অন্যপক্ষে আসিয়িক বিস্তৃত পতিত প্রদেশে দস্যুতাপ্রিয় পশুপাল জাতি বাস করিত এবং তাহারা শান্তিপ্রিয় কৃষকদিগকে আক্রমণ, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। যাহারা উপনিবেশ স্থাপনে অভিলাষী হইত, তাহারা উক্ত তথ্যগুলি এবং কৃষির অবস্থা বিদিত থাকায়, কোন্‌স্থানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন প্রার্থনীয়, তাহা স্থির করিয়া লইত। যদিও রুষীয় কৃষকগণ সাধারণ্যে নির্ভীক এবং হঠাৎ সমুত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা বিস্তৃত আসিয়িক প্রদেশের বিপদ-সঙ্কট একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বন্য প্রদেশের কঠোর শ্রম সহ্য করা ভাল জ্ঞান করে।

দুইটী প্রদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা এবং অধিবাসীগণের বিভিন্ন স্বভাবচরিত্র অনুসারে দুই স্থানে উপনিবেশ স্থাপনকার্য্যও দ্বিবিধ হয়। যদিও বিনা রক্তপাতে উত্তরপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু মোটামুটী বলিতে গেলে তাহা অনেক শান্তিসূচক উপায়ে সাধিত হয়, সেই জন্যই সমসাময়িক ইতিবেত্তাগণ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। অন্যপক্ষে আসিয়িক বিস্তৃত প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনকার্য্যে কোশাকদিগের সহায়তার প্রয়োজন ঘটে, এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই উপনিবেশ স্থাপনকার্য্যটী য়ুরোপীয় ইতিহাসের নিতান্ত রক্তাক্ত অধ্যায়স্বরূপ।

এমতে আমরা দেখিতেছি যে, উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে যে রাজ্যসীমাবিস্তৃতি হয়, তাহা কৃষিজীবীগণের আপন ইচ্ছায় গমনসূত্রে ঘটে, এমত বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ইহা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, একথাগুলি অসম্পূর্ণ এবং একপক্ষীয় বর্ণনা। যদিও প্রজারা নিজেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপনারম্ভ করে, কিন্তু এ কার্য্যে রাজপক্ষও বিশেষ গুরুতর অংশাভিনয় করেন।

পুরাকালে যখন রুষীয়ায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমষ্টি ছিল, তখন সেই সকল রাজ্যের রাজগণ, সুনীতি এবং রাজনীতি অনুসারে স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতে দায়ী ছিলেন, এবং তাঁহারা স্বভাবতই যে, স্ব স্ব রাজ্যপরিমাণ পরিবর্দ্ধিত করিতে অভিলাষী হয়েন, সেই সূত্রে উক্ত দায়িত্বের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্য ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সময়ে মস্কাউর প্রধান রাজা, বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে একত্রিত করিয়া, আপনাকে সেই সংমিলিত রাজ্যের জার নামে বিঘোষিত করেন, তখন তিনি সমগ্র সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া, সমধিক পরিমাণে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিবার কল্পনা করেন। উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিবার জন্য বিশেষ শ্রম করিতে হয় না। নভগরডের সাধারণতন্ত্রসম্প্রদায়, সহজেই ইয়ুরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত উত্তর রুষীয়ার অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, এবং মস্কাউর সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই ক্ষুদ্র একদল কোশাক সাইবিরীয়া জয় করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং জার কেবলমাত্র সেই প্রদেশগুলি আত্মসাৎ করিয়া লয়েন। উত্তরপ্রদেশে রাজপক্ষ অন্যবিধ অংশের অভিনয় করেন। তথাকার বহুবিস্তৃত সীমান্তের কৃষিজীবীগণকে ক্রমাগত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, কারণ সেই সীমান্তের চারিদিকই অরক্ষিত ছিল এবং ভ্রমণকারী পশুপালজাতিসকল আসিয়া উপদ্রব লুণ্ঠন করিত। সেই উপদ্রব লুণ্ঠন নিবারণ জন্য সেই সীমান্তে সৈন্য-শৃঙ্খল স্থাপন করিতে হয়, কিন্তু যাহারা সীমান্তের অতি নিকটে বাস করিত, তাহাদিগকে উক্ত উপায়ে সকল সময়ে নিরাপদে রক্ষা করিতে পারা যাইত না। ভ্রমণকারী পশুপালজাতি প্রায়ই দুর্দ্দমনীয় প্রবল দলবল লইয়া উপস্থিত হইত, সুতরাং কেবলমাত্র বহুল পরিমিত সৈন্যদল দ্বারাই তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে দেশের সমগ্র সৈন্য নিয়োগ করিলেও তাহাদিগকে দমন করিতে পারা যাইত না। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সেই তাতারগণ বারম্বার দেশ মধ্যে পতিত হইয়া, গ্রাম নগর সকল ভস্ম করিতে থাকে, এবং যে যে স্থানে আসিয়া দেখা দেয়, সেই সেই স্থানই বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে এবং দুই শতাব্দীর অধিককাল পর্য্যন্ত রুষীয়া, খাঁদিগকে শুল্ক করদান করিতে বাধ্য হয়।

জারগণ ক্রমশঃ সেই কষ্টকর শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে সক্ষম হয়েন। টেরিবল অর্থাৎ ভয়াল নামে বিদিত জার আইভান, তাতার খাঁদিগের অধিকৃত নিম্নভলগার কাজান, কিপচাক এবং অস্ত্রাখান নামক তিনটী প্রদেশ আত্মসাৎ করেন এবং সেইসূত্রে বিদেশীয়দিগের আধিপত্য একেবারে অপসারিত করিয়া দেন। কিন্তু সেইসূত্রে দূরবর্ত্তী প্রদেশের প্রজাদিগকে চিরদিন নিরাপদে রক্ষা করিবার সুবিধা সংগৃহীত হয় না। সীমান্তের নিকট যে সকল পর্য্যটনকারী পশুপালজাতি বাস করিত, তাহারা

পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমাগত আক্রমণ উপদ্রব করিতে থাকে, এবং তাহারাই রুষীয়া এবং পোলাণ্ড হইতে মনুষ্যদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, ক্রিমিয়ার ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রয় করিতে থাকে।

অরক্ষিত সীমান্তে দুর্দ্দান্ত পশুপালজাতির আক্রমণ-উপদ্রব নিবারণ জন্য ত্রিবিধ উপায় দৃষ্ট হয়,—একটা বিশাল প্রাকার নির্ম্মাণ, প্রবল সৈন্যশৃঙ্খল স্থাপন, এবং আক্রমণকারী দুর্দ্দান্ত জাতিগুলিকে চিরদিনের জন্য দমনপূর্ব্বক অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করণ। উক্ত তিনটী উপায়ের মধ্যে প্রথম উপায়টী রোমানগণ ব্রিটেনে এবং চৈনেয়গণ তাহাদিগের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবলম্বন করিয়াছিল। ইহা কিন্তু বহুব্যয়সাধ্য, এবং রুষীয়ার ন্যায় দেশের পক্ষে ইহা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; দ্বিতীয় উপায়টী বারম্বার অবলম্বিত হইত এবং বারম্বারই তাহা অকর্ম্মণ্যরূপে প্রকাশ পাইত; তৃতীয় উপায়টীই একমাত্র কার্য্যকর এবং সম্ভবপর।

সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে রাজপক্ষ যে, বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন, তাহার ফলস্বরূপ এক এক সময়ে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বেই রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারটা অনেক অগ্রগামী হইয়া পড়িত। তুরস্কযুদ্ধের পর ২য়া ক্যাথারাইনের শাসনকালে যে নূতন রাজ্য গ্রাস করা হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ সে সময়ে রুষীয়ার দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থান প্রায়ই মনুষ্যের বসতিশূন্য ছিল। কিরূপ নিয়মিতরূপে উপনিবেশী আনাইয়া এইস্থলে বাস করান হয়, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়েও আসিয়িক প্রদেশে বহুল ভূমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু উপনিবেশীগণ তথায় শ্রম করিলে বিশেষ শুভ ফল পাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বাঞ্চল ত্যাগ করিয়া, যদি পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিদান করি, তাহা হইলে, তথায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল, এমত দেখিতে পাই। আদিমকালে যেস্থলে রুষ-শ্লাভজাতি বাস করিত, তাহার পশ্চিমাভিমুখীন প্রদেশটীর মৃত্তিকা উর্ব্বর ছিল না, এবং তথাকার বসতিও একপ্রকার ঘন ছিল, সুতরাং সে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের কোন আশা-অভিলাষ উপস্থিত হয় না। এতদ্ব্যতীত তথায় যে, রণতেজা কৃষিজীবী জাতিসকল বাস করিত, তাহারা যে কেবল আপনাদিগের দেশ রক্ষা করিতে সক্ষম ছিল, এমত নহে, তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতিবাসীগণের রাজ্য গ্রাস করিতে প্রবলরূপে অভিলাষী ছিল। এই জন্যই রুষীয় কৃষকেরা স্বেচ্ছাক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন না করায়, সেই সূত্রে সে দিকে সীমা বিস্তৃত হয় না, রাজপক্ষ নিজে ধীরগতিতে রাজনৈতিক জালবিস্তার এবং সৈন্যদলের সাহায্যে সে দিকে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়া লয়েন; কিন্তু এরূপ করিবার কতকটা ঐতিহাসিক ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুষীয়গণ, তাতারদিগের অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচনপূর্ব্বক স্বাধীন হইবামাত্রই পশ্চিমপ্রদেশ হইতে রুষীয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতা এমন কি তাহার জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার মহাভীতি উপস্থিত হয়। রুষীয়গণের ন্যায় তাহাদিগের পাশ্চাত্য প্রতিবাসীগণও

আপনাদিগের রাজ্যবিস্তার কামনা করিত, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এক্ষণে যে বিস্তৃত সমতল প্রদেশ রুষীয় সাম্রাজ্য নামে বিদিত, সেই সময়ে এই প্রদেশ শেষটা কাহাদিগের হস্তগত হইবে, এমত সন্দেহ উপস্থিত হয়। মস্কাউর জারগণ এবং পোলাণ্ডের রাজগণ প্রধান প্রতিযোগীরূপে দেখা দেন। প্রথম প্রথম শেষোক্ত রাজগণেরই জয়লাভের সুবিধা সুযোগ দেখা দেয়। পশ্চিম য়ুরোপের সহিত অতি নিকট সংস্রব থাকায়, পোলাণ্ডের রাজগণ তৎকালে সমরবিভাগের যে সকল উৎকৃষ্ট উন্নতপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা পূর্ব্বেই নিয়েপারে মূল্যবান উপত্যকা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। একবার তাঁহারা স্বাধীন, কোশাকদিগের সাহায়তায় সমগ্র মস্কাউ রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হয়েন এবং পোলদিগের রাজার একপুত্র মস্কাউর জাররূপে বিঘোষিত হয়েন। পোলগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য পরিণাম চিন্তা না করিয়া নিতান্ত ত্বরা করিতে থাকায়, রুষীয়ায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং দেশহিতৈষিতামূলক এরূপ প্রবল বাত্যা উত্থিত হয় যে, সেই সূত্রে অতি শীঘ্রই তাহারা সেই নবার্জ্জিত দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া যায় ; কিন্তু রুষীয়া তখন অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়, এবং বুদ্ধিমান জারগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, এই বিবাদ সংগ্রামে সফলতালাভ করিতে হইলে, স্বরাজ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু আমদানী করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ তদ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ বিশেষ বলবান হইয়া উঠিয়াছে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরাজ নাবিক চীন এবং ভারতবর্ষে গমনের সহজ পথাবিষ্কার করিতে বহির্গত হইয়া, হঠাৎ শ্বেতসমুদ্রে আর্কঞ্জেলের বন্দর আবিষ্কার করেন, এবং সেই সময় হইতেই জারগণ ইংলণ্ডের সহিত রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যগত সংস্রব রক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু সেই আবিষ্কৃত পথটী সকল সময়ের পক্ষেই কষ্টকর এবং বিপজ্জনক এবং বর্ষের মধ্যে সমধিক সময় তাহা বরফের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধা দর্শনে জারগণ বালটিক সমুদ্র দিয়া, “চতুর বিদেশীয় শিল্পী” আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবাসী একশ্রেণীর বুদ্ধিমান লোকেরা বর্ত্তমানকালে যেমন ভাবেন যে, আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশের বন্য বর্ব্বরদিগকে যুদ্ধাস্ত্রাদি দেওয়া কোনমতে ভাল নহে, সেইমত সে সময়ে লিভোনিয়নগণ যে, পূর্ব্ব উপকূল অধিকার করিয়াছিল, তাহারা জারগণের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। পশ্চিম য়ুরোপে গমনের অন্যান্য সমস্ত পথই প্রতিযোগীদিগের প্রদেশ মধ্য দিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তেই বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারিত। উপরোক্ত অবস্থায় পতিত হইয়াই স্বভাবতই সেই বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিবার জন্য বালটিক সমুদ্রের পূর্ব্বোপকূল অধিকার করাই জারের বৈদেশিক রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হয়।

পোলাণ্ডের পরই সুইডেন, রুষীয়ার দুর্দ্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সুইডেন পূর্ব্বেই বালটিকের পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থান—নেভার যে মহানায় এক্ষণে সেন্টপিটার্সবর্গ

স্থাপিত, সেই স্থান পর্য্যন্ত—অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং বহুকাল হইতেই আরও দেশজয়কামনা তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল। যে অশান্তি এবং বিপ্লবের সময়ে পোলগণ রুষীয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে সুইডেন, উত্তর-পশ্চিমদিক হইতে রুষীয়াকে আক্রমণ পূর্ব্বক কতকটা রাজ্য গ্রাস করিবার আশা করিতে থাকে। অব্যবস্থিতচিত্ত ১২শ চার্লস এ বিষয়ে যে চেষ্টা করেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের সহিত তুলনায় রুষীয়া সামরিক বলানুষ্ঠান সম্বন্ধে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল; কিন্তু অন্য দুইটী বিষয়ে তাহার বিশেষ সুবিধা ও বল ছিল অর্থাৎ তাহার প্রজাসংখ্যা সমধিক এবং শাসনশক্তি এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন জন্য জাতীয় বল একত্র সংমিলিত করিতে পারিত। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সফলতালাভের জন্য তাহার পক্ষে কেবল য়ুরোপের আদর্শে সৈন্য সৃষ্টি করা প্রয়োজনীয় ছিলমাত্র। পিটার দি গ্রেট, সেইরূপ সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, শেষ প্রার্থনীয় পুরস্কারলাভ করেন। ইহার পরই পোলাণ্ডের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতা অতি দ্রুতগতি সাধিত হইতে থাকে, এবং যখন সেই দুর্ভাগ্য প্রদেশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, সেই সময়ে রুষীয়া স্বভাবতই পোলাণ্ডের সমধিক অংশ আত্মসাৎ করিয়া লয়। এই সময়ে সুইডেনও রাজনৈতিক অবনতিপ্রাপ্ত হইলে, তাহার বালটিক-প্রদেশের অধিকৃত স্থানগুলি ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইয়া যায়। শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী ফিনল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ডচি, যাহা ফিনল্যাণ্ডের মোহানা হইতে পোলার সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রেডরিকসামের সন্ধি অনুসারে তাহা রুষীয়াকে প্রদত্ত হয়।

উক্তপ্রকারে যে সীমান্ত বৃদ্ধি হয়, তালিকাকারে তাহার পরিমাণ ভাল রকম জানিতে পারা যায়। তৃতীয় আইভান, যিনি স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র সংমিলিত করেন এবং তাতারদিগের অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করেন, নিম্নলিখিত তালিকাটী তাঁহার সময় হইতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে পিটার দি গ্রেটের সিংহাসনারোহণ সময় পর্য্যন্তের সীমান্ত বিস্তৃতির পরিমাণ প্রকাশ করিতেছে,—

						রুষীয় বর্গ মাইল।
১৫০৫	খ্রীষ্টাব্দে	জারের	অধিকৃত	ভূ-পরিমাণ প্রায়		৩৭০০০
১৫৩৩	”	”	”	”	...	৪৭০০০
১৫৮৪	”	”	”	”	...	১২৫০০০
১৫৯৮	”	”	”	”	...	১৫৭০০০
১৬৭৬	”	”	”	”	...	২৫৭০০০
১৬৮২	”	”	”	”	...	২৬৫০০০

উক্ত ২৬৫০০০ রুষীয় বর্গ মাইলের মধ্যে য়ুরোপে ৮০০০০ এবং আসিয়ায় ১৮৫০০০ ছিল। যদিও পিটার দি গ্রেট বিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব-

বর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জারগণ যত নূতন প্রদেশ অধিকার করেন, তিনি তত করেন নাই। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে সাম্রাজ্যের পরিমাণ য়ুরোপে ৮২০০০ বর্গ মাইল এবং আসিয়ায় ১৯৩০০০ বর্গ মাইল ছিল। তৎপরে কিরূপ রাজ্য বিস্তৃত হয়, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা প্রকাশ ঃ—

	য়ুরোপ এবং ককেশসে রুষ বর্গ মাইল।		আসিয়ায় রুষ বর্গ মাইল।
১৭২৫ খ্রীঃ রুষসাম্রাজ্য-পরিমাণ প্রায়	৮২০০০	...	১৯৩০০০
১৭৭০ ” ” ” ”	৮৪০০০	...	২১০০০০
১৮০০ ” ” ” ”	৯৫০০০	...	২১০০০০
১৮২৫ ” ” ” ”	১০৫০০০	...	২১০০০০
১৮৫৫ ” ” ” ”	১০৬৬৬৩	...	২৪৫০০০
১৮৬৭ ” ” ” ”	১০৬৯৫১	...	২৪৮৪৭০

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যে ২৪২১০ রুষীয় বর্গ মাইল পরিমিত জমি রুষীয়ার অধীন হয় এবং যাহা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌কে প্রত্যর্পণ করা হয়, উক্ত তালিকায় তাহা ধরা হয় নাই। অধুনা রুষীয়া, মধ্য আসিয়ায় যে সকল নূতন প্রদেশ অধিকার করিয়াছে, আমার নিকট তাহার কোন তালিকা নাই। *

রুষীয়া একবার যে প্রদেশটা প্রথম গ্রাস করে, তাহা সহজে আর পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, পিটার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর রুষীয়া, চারিবার নবার্জ্জিত প্রদেশ প্রত্যর্পণ করিয়াছে। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যকে মাজাণ্ডিরাণ এবং আস্ত্রাবাদ, এবং ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ককেশসের বহুল অংশ প্রদান করে, এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পারিসে যে সন্ধি হয়, তদনুসারে ডানিউবের মোহানা এবং বেসারাবিয়ার কতক অংশ প্রত্যর্পণ করে, এবং আমেরিকাতে তাহার অধিকৃত যে প্রদেশ ছিল, তাহা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড ষ্টেটসের গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করে। অল্পদিন পূর্ব্বে রুষীয়া, খিবাবাসীগণের নিকট হইতে যে একটু প্রদেশ অধিকার করিয়া লয় এবং তাহা আবার বোখারাকে প্রদান করে, উক্ত তালিকার সহিত তাহাও ধরিতে হইবে।

রাজ্যসীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাসংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে রুষীয়ায় যে প্রথম জনসংখ্যা গৃহীত হয়, সেই সময় হইতে জনসংখ্যা নিম্নলিখিত প্রকারে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—

---

* অবরুসেফ, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবর্গে ভোয়েন্নো-ষ্টাটিষ্টিসস্কি বরনিক নামে যে তালিকা প্রকাশ করেন, উক্ত তালিকা তাহা হইতে গৃহীত।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ।
১৭৪২ " " " ১ কোটি ৬০ "
১৭৬২ " " " ১ কোটি ৯০ "
১৭৮২ " " " ২ কোটি ৮০ "
১৭৯৬ " " " ৩ কোটি ৬০ "
১৮১২ " " " ৪ কোটি ১০ "
১৮১৫ " " " ৪ কোটি ৫০ "
১৮৩৫ " " " ৬ কোটি
১৮৫১ " " " ৬ কোটি ৮০ "
১৮৫৬ " " " ৭ কোটি ৪০ "

রুষীয়ার রাজ্যবিস্তারশক্তি যতদূর অধিক, নবাধিকৃত প্রদেশের লোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তাধীন এবং রুষীয়ভাবাপন্ন করিবার শক্তি তদপেক্ষা অনেক কম। রুষীয়া, বালটীকপ্রদেশ, পোলাণ্ড এবং ফিনল্যাণ্ড অধিকার করিয়া, সেই সেই দেশের লোকদিগের হস্তে সমধিক পরিমিত শাসনক্ষমতা দান করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও ফিনল্যাণ্ডের নিজের স্বতন্ত্র রাজকর্ম্মচারী, স্বতন্ত্র মুদ্রা, এবং স্বতন্ত্র কষ্টমহাউস বা বাণিজ্যশুল্কসংগ্রাহক কার্য্যালয় আছে; এবং তথাকার অধিবাসীর মধ্যে রুষীয় সংখ্যা শতকরা দুইজনেরও কম। এমন কি, যে যে প্রদেশে স্বতন্ত্র শাসনক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে দেখাইয়াছি যে, সেখানে নানাজাতীয় লোক বাস করিতেছে। রাজ্যের যে যে স্থানে রুষীয় এবং বিদেশীয়গণ বিভিন্ন উপায়ে জীবিকার্জ্জন করে, অর্থাৎ যেখানে একজাতি কৃষিকার্য্য করে, এবং অন্যজাতি পশুপালন করে, সেখানে উভয়জাতির একত্ব হয় নাই। আবার যেখানে সেরূপে একত্বপ্রাপ্তির কোন বাধা নাই, সেখানে আবার ধর্ম্মরূপ প্রাকার দ্বারা সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে। যে সকল জাতির পৌত্তলিকা ব্যতীত আর কোন প্রকার উচ্চ ধর্ম্ম নাই, তাহারাই সহজে গোঁড়াখ্রীষ্টান এবং রুষীয় হইয়া যায়; কিন্তু মুসলমান, রোমান ক্যাথলিক, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ কোনমতেই রুষীয় হয় না। এমতে আমরা রুষীয়ার জারের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতি দেখিতে পাই, এবং তাহারা প্রায়ই পরস্পর অতি নিকটে বাস করে। তুরানীয়জাতিসমূহের উল্লেখ করিয়াও বলিতে পারি যে, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইটালীয় এবং ইংরাজের মধ্যে যেমন সমধিক পার্থক্য বিরাজমান, রুষীয়ার অধিবাসীগণের মধ্যে রুস-জার্ম্মাণ, পোল, ফিন, জর্জিয়ান, এবং আর্ম্মেনীয়দিগের মধ্যে সেইমত প্রভেদ বর্ত্তমান।

সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালী এবং স্থানীয় স্বত্বানুগ্রহের তিরোধান, সর্ব্বত্র একবিধ সামরিক কার্য্যপ্রণালী প্রচলন, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র রুষীয়ভাষাকে রাজকীয় ভাষারূপে প্রচলন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে একমতবিস্তারকার্য্যে

ক্ষীণ চেষ্টা প্রভৃতি উপায়ে গত কয়বর্ষ হইতে সকল জাতীয় প্রজাকেই রুষীয় ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এরূপ উপায়াবলম্বনের ফলস্বরূপ প্রথমটা অবশ্যই মহান অসন্তোষ উৎপাদিত হয়, কিন্তু শেষটা এতদ্বারা কতদূর সফলতা লাভ হইবে, সে সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। যাহা হউক, উক্তপ্রকার অভিলাষটা কিন্তু বিশেষ বিবেচ্য এবং যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, উক্ত অভিলাষ দেখা দিয়াছে, তাহাও বিশেষ মনোযোগ দানের বিষয়। বিদেশীয়দিগের—বিশেষতঃ জার্ম্মাণদিগের প্রাবল্যের বিরুদ্ধে দেশহিতৈষিতামূলক বৈরিতাসাধন জন্যই অনেকের মনে উক্তপ্রকার অভিলাষের উৎপত্তি হইয়াছে। কতকগুলি রাজনীতিজ্ঞ দার্শনিক বলেন, পূর্ব্বে সকলপ্রকার বিদেশীয়গণের উপর যে অনুগ্রহ প্রদত্ত হইয়াছিল, এই অভিলাষ, সেই অনুগ্রহের বিরুদ্ধে নবজাগরিত জাতীয় আত্মবিবেকজ্ঞানের প্রতিবাদস্বরূপ। কতকগুলি লোকের মধ্যে আবার এই ভাবটী অন্য মূর্ত্তিতে উপস্থিত। তাঁহারা বলেন যে, দাসদিগকে মুক্তিদানকালে যে সকল কল্পনা এবং প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, সাম্রাজ্যের দূরাঞ্চলে অবিলম্বে সেইগুলি প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। কৃষকদিগকে ভূমি দান করা হউক, তাহারা যাহাতে গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন-স্বত্ব পায় এমত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, এবং ভূস্বামীগণের অধীনতা হইতে তাহাদিগকে একেবারে মুক্ত করা বিহিত, শিল্পী এবং কলকারখানার শ্রমজীবীদিগকে মূলধনীদিগের অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা বিধেয়; এবং প্রাচীন শাসনের স্থলে অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে শাসন-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তদনুযায়ী নূতন শাসনপ্রণালী প্রচলন করা হউক।

উক্ত নবমতাবলম্বী শাসকগণ প্রায়ই ইংলণ্ডের নীতির সহিত আপনাদিগের নীতির তুলনা করিয়া, আত্মনীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "তোমরা—ইংরাজ জাতি, এতদূর ধনীপ্রভুত্বপ্রিয়রোগে আক্রান্ত যে, তাহা আর আরোগ্য হইবার নহে এবং এখনও পর্য্যন্ত তোমরা সেই প্রাচীন সামন্ত্যনীতির ভাবে বিজড়িত রহিয়াছ। তোমাদিগের আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলিয়া, তোমরা গর্ব্ব করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের সেই সাম্য এরূপ যে, তাহা হইতেই নিতান্ত জঘন্য বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত কোন অত্যাচারী, কেবলমাত্র আইনের কতকটা প্রণালী মান্য করিয়া চলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে অতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেও সক্ষম হয়। তোমরা যে অবাধাপ্রাপ্ত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং রক্ষা কর, তাহার দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তির একবারে পতনসাধন হয় এবং সবলের দ্বারা তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ধনীপ্রভুত্বমূলক গর্ব্ব এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয়তা তোমাদিগের স্বদেশের রাজনৈতিক জীবনের মূলসূত্রস্বরূপ, এবং তোমরা যে যে দেশকে আপনাদিগের ক্ষমতাধীনে আনয়ন কর, তোমরা স্বভাবতই সেই সেই দেশে সেই মূলনীতিসূত্র প্রয়োগ করিয়া থাক। আমরা—রুষীয়গণ, ইহার বিপরীতে খাঁটী প্রজাপ্রভুত্বপ্রিয়, এবং আধুনিক উন্নত কল্পনাবলীর প্রতিনিধি। আমরা বলি যে, তোমরা

যাহাকে আইনের চক্ষে অভেদ বল, তাহা যথেষ্ট নহে, এবং সমাজের মধ্যে যে, প্রভেদ বিরাজমান, সেই প্রভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই আইনের অবশ্য কর্ত্তব্য। সকলপ্রকার সামন্ত্যপ্রণালীই আমাদিগের বিশেষ ঘৃণ্য এবং আমরা যেখানে দেখিতে পাই, সেই স্থান হইতেই যে কোনপ্রকার সামন্ত্য সম্বন্ধ নিষ্ঠুররূপে তিরোহিত করিয়া দিই। এই খানেই নবজীত প্রদেশসম্বন্ধে ইংলণ্ড এবং রুষীয়ার নীতির মধ্যে গভীর পার্থক্য বিরাজমান। ইংলণ্ড, সর্ব্বত্রই সামন্ত্য শাসননীতির সম্মানরক্ষার জন্যই স্থানীয় অধিবাসীগণ যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সেই বন্ধনশৃঙ্খলকে নূতন দৃঢ়রূপে গঠন করিয়া দেয়; অন্যপক্ষে রুষীয়া, উক্তপ্রকার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া, অত্যাচারিত কৃষক এবং প্রজাসাধারণকে স্বাধীনতাদান করে। অতএব যে দেশ ইংরাজদিগের শাসননীতিসূত্রপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, যদি ভাগ্যক্রমে রুষীয়া সেই দেশে উপনীত হয়, তাহা হইলে, সেই দেশের নিম্নশ্রেণীর সমধিকসংখ্যক লোক, রুষীয়াকে উদ্ধারকারী জ্ঞানে সসম্মানে গ্রহণ করিবে।” এই শেষোক্ত কথাটী আমাদিগের ভারতসাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, এমত স্থির করা যাইতে পারে।

“স্বাধীন ইংলণ্ড” অত্যাচারী, এবং “যথেচ্ছাচারী রুষীয়া” স্বাধীনতাদাতারূপে দেখা দিবে, এই কথাটা নিঃসন্দেহ অনেক লোকের পক্ষে হেয়ালির মত এবং বিসদৃশ বোধ হইবে; কিন্তু ইহার মধ্যে যে, কিছুমাত্র সত্য নাই, আমি এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। পরিবর্ত্তনের বিশ্বজনীন বিধির মধ্যেও স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার-সম্বন্ধীয় কল্পনা বিরাজমান। এরূপ সময় আসিবারও বড় অধিক বিলম্ব নাই, যে সময়ে হুইগসম্প্রদায়ের স্বাধীনতাসম্বন্ধীয় চিরপোষিত মতবাদ এবং প্রজাপ্রভুত্বমূলক সংস্কার নিতান্ত অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইবে এবং বর্ত্তমান উদারমতাবলম্বীদিগের মতবাদও কোন না কোনদিন কতকটা বাহ্যিকমাত্র বলিয়া গণ্য হইবে। সে যাহাই হউক, একথা কিন্তু সত্য যে, ব্রিটিস হাউস অব কমন্স নামক মহাসভার দ্বারা নহে, রুষীয়ার স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, রুষীয় কৃষকগণ আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিতে অধিকারী; এবং একথাও সত্য যে, রুষীয়ার নবজীত কতকগুলি প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাপুঞ্জ এরূপ কতকগুলি সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে যে, ব্রিটিসশাসনে তাহারা তাহা পাইতে পারিত না। নবজীত প্রদেশসমূহে রুষীয় শাসনের যে, অতীব ভয়ানক ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রুষীয় সম্রাটের শাসননীতিজাত নহে, সেই শাসননীতি পরিচালনার জন্য যে যন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, সেই যন্ত্রের মধ্যেই সেই ত্রুটী বিরাজমান। রুষীয়ায় নিতান্ত অধিক চিনোভনিক বা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত বুদ্ধিমান এবং সরল লোক, তাঁহারা দূরাঞ্চলীয় প্রদেশে যেন নির্ব্বাসিতের ন্যায় গমনপূর্ব্বক কাজ করিতে ভাল বাসেন না, এবং তাঁহারা সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলের অতি নিকটেই উচ্চপদ সংগ্রহ করিতে সহজেই সক্ষম হয়েন। তাহার ফল এই হয় যে, অযোগ্য

এবং কলঙ্কিতচরিত্র লোকদিগের হস্তে দূরাঞ্চলের শাসনভার সমধিক পরিমাণে অর্পিত হয়। ফিনল্যাণ্ড ও বালটীক প্রদেশের অধিবাসীগণ কেন যে, উক্তশ্রেণীর শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে শাসিত হইতে আপত্তি করে এবং স্থানীয় প্রাচীন শাসনস্বত্ব (এখনও সেই স্বত্ব প্রচলিত আছে) রক্ষা করিতে বিশেষ জিদ করে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এবিষয়ে জার্ম্মাণদিগের নিকট হইতে রুষীয়ার শিক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জার্ম্মাণী স্বীয় সর্ব্বাংশে যোগ্য রাজপুরুষদিগকেই আলসাক এবং লোরেণে পাঠাইয়া থাকেন।

অতীত সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এখন এ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, আমরা বলিতে পারি যে, যদি আমরা রুষীয়ার ইতিহাসটী যথার্থ বুঝিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে, বুঝিতেছি যে, রাজ্যসীমা বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এই— স্বেচ্ছাক্রমে উপনিবেশ স্থাপন, আত্মরক্ষা (বিশেষতঃ পশুপালজাতির হস্ত হইতে), এবং সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তারের অভিলাষের ন্যায় মহোচ্চ রাজনৈতিক লক্ষ্য। দেশটী যেরূপ ভৌগোলিক অবস্থায় স্থাপিত, তাহার দ্বারা এবং স্বেচ্ছাচার-শাসনপ্রণালী প্রচলিত থাকাতেই উক্ত বিস্তৃতিসাধনের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টিদান করিবার পূর্ব্বে রাজ্যসীমা বিস্তৃতির আর যে দুইটী অতিরিক্ত কারণ আছে, সে সম্বন্ধে আমার পক্ষে দুই এক কথা বলা ভাল। সেই কারণদ্বয়ের মধ্যে একটী মৃতপ্রায় হইয়াছে, এবং অন্যটী নূতন কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ কেবলমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রকাশক রাজ্যগ্রাস-কামনা একটী এবং অন্যটী জাতির বাণিজ্যগত উন্নতিসাধন-কামনা।

কোন একটা নূতন দেশ জয় করিলে, তদ্দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হইবে কি না, সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, অন্যান্য জাতি যেমন নির্ব্বুদ্ধিতামূলক অন্যায়রূপে অন্য রাজ্যগ্রাসকামনা করে, রুষীয়াও সেইমত কামনাশূন্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতবর্ষ (যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যের অধিবাসী অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক) অধিকার করিবার কামনা কতকগুলি সৌখীন রাজনীতিজ্ঞদিগের পক্ষে যেন মোহিনী আকর্ষণীস্বরূপ এবং সম্ভবতঃ রুষীয়ায় এমত কল্পনাকারী লোকও থাকিতে পাবেন, যাঁহারা ভাবেন যে, সমগ্র আসিয়া অধিকার করিতে পারিলে, অতীব গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সেইসকল লোকের উক্তপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতামূলক স্বপ্ন এবং নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কথাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগদান প্রয়োজনীয় নহে। যে সকল লোক প্রকৃত রাজনৈতিক জীবনের কোন অংশ গ্রহণ করে না, তাহারা প্রায়ই রাজনৈতিক স্বপ্ন দর্শনে নিযুক্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের স্কন্ধে দায়িত্বভার অর্পিত হইবামাত্রই তাহারা তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। যে কোন লোকের উপর রাজকীয় দায়িত্ব থাকে, সে লোক কখনই উক্তপ্রকার অসার প্রস্তাবে লিপ্ত হয় না। বিশেষ চিন্তাশীল রুষীয়গণ এক্ষণে বেশ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, রাজ্যসীমা বিস্তারের উপর প্রকৃত জাতীয় মহত্ব নির্ভর করে না,

এবং নূতন দেশ জয় করা প্রায়ই সুবিধাজনক না হইয়া, ভারস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে।

ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জাতির বাণিজ্য-স্বার্থবৃদ্ধির উদ্দেশ্যটী অবশ্যই বলবান এবং সেই উদ্দেশ্যের বল হ্রাস না হইয়া, বরং আরও বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। রুষীয়া এক্ষণে একটী মহান শিল্পী এবং বণিকজাতি হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, এবং রুষীয়ার বিশ্বাস যে, তাহার বিশাল প্রাকৃতিক উপায়াবলী এবং অধিবাসীগণের উদ্যমের সহায়তায় উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া লইতে পারিবে। ইহার সঙ্গে রাজ্য-বিস্তৃতির কি সংশ্রব আছে, ইংরাজেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়াই এসম্বন্ধে রুষীয়দিগের মনোগত ভাবটী কি, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করা ভাল।

গ্রেট ব্রিটেন এক্ষণে শিল্প এবং কলকৌশল সম্বন্ধে এতদূর সফলতালাভ করিয়াছে যে, সে বিষয়ে তাহার সমগ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়াছে এবং সেইসূত্রে তাহাদিগের মধ্যে ভয়ানক ঈর্ষা এবং দ্বেষের উদ্রেকসাধন করিয়া দিয়াছে। অন্যান্য জাতি সেই দ্বেষ এবং ঈর্ষার পক্ষসমর্থন জন্য একপ্রকার বিচিত্র মতসূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, ইংলণ্ড, স্বীয় রাজনৈতিক জয়লাভসূত্রে কম উন্নত জাতিগুলির ভয়াল রক্তশোষক হইয়াছে। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ না থাকায়, ইংলণ্ড, প্রবঞ্চনামূলক স্বাধীন বাণিজ্যনীতির পক্ষসমর্থন করিতেছে এবং স্বীয় কলকারখানাজাত এত অধিক পরিমিত দ্রব্যে বিদেশসমূহ প্লাবিত করিতেছে যে, তাহাতে অন্যান্য দেশের স্থানীয় শিল্প এবং কলকারখানাগুলি অনিবার্য্যরূপে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টার এবং লণ্ডনের শিল্পী এবং কলকারখানার অধ্যক্ষগণ এবং বণিকগণ আপনাদিগের হৃদয়ের গর্ব্বের সহিত প্রাচীন ঋষি ওয়ালারের বিচিত্র বাক্যে বলিতে পারে—

"অতি গুরুতর ধাতু, যদিও কাঞ্চন,
কিন্তু হেথা জলোপরি, করে সঞ্চারণ;
যে সকল শস্য কাটে, ভারতীয়গণ,
সে সকল শস্য মোরা, করি আহরণ।
অপরে যেখানে করে, বীজ বিক্ষেপণ,
গভীর চষিয়া করি, ফল সঙ্কলন।"

এমতে সকল জাতিই ইংলণ্ডকে কর দিতেছে। কিন্তু চিরদিনই এরূপ থাকিতে পারে না। স্বাধীন বাণিজ্যের প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়াছে এবং নিন্দিত হইয়াছে। অন্যান্য জাতি, ব্রিটিস-অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের পক্ষে রক্ষামূলক বাণিজ্যশুল্কের বিশেষ উপকারীশক্তি জানিতে পারিয়াছে।

রুষীয়াতে এই মতবাদ যত প্রকাশ হইয়া থাকে, অন্য কোন দেশে তত প্রকাশ হয় না, এবং তাহারা এইসূত্রে কতকটা অযুক্তিসিদ্ধ কিন্তু স্বাভাবিক ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি নিতান্ত উদারমতাবলম্বী রাজনীতিজ্ঞ, যখন প্রতিপক্ষে থাকেন,

তখন তাঁহারা যেমন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার লোপসাধক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিতরূপে আক্রমণ করেন, এবং তাঁহারাই আবার যখন শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, সে সময়ে যেমন তাঁহারা নিজেই আবার সেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সীমারোধকনীতি অবলম্বন করেন, সেইমত রুষীয়গণও স্বভাবতই আমাদিগের শিল্প এবং বাণিজ্যগত প্রাবল্যের বিরুদ্ধে সক্রোধ উক্তিতে আক্রমণ করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, স্বভাবতই সেই উপায়ে বাণিজ্যগত প্রাধান্যলাভ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বেশ জানেন যে, স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করিতে যাইলে নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগের রাজ্যের সর্ব্বত্র বাণিজ্যশুল্ক গ্রাহক কার্য্যালয়রূপ দুর্গশ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং বিদেশজাত বাণিজ্যদ্রব্যগুলির পক্ষে সেই দুর্গাবলী ভেদ করিয়া যাওয়া কড়ই কঠিন ব্যাপার। রুষীয়গণ উক্ত নূতন উপায়ে নবজীত দেশের প্রজাগণকে ম্যাঞ্চেষ্টার এবং বার্ম্মিংহামের নিষ্ঠুরভাবে অর্থ শোষণ হইতে রক্ষা করিয়া, মস্কাউ এবং সেন্টপিটাসবর্গের কলকারখানার অধ্যক্ষদিগের দয়ার অধীনে রক্ষা করেন। ম্যাঞ্চেষ্টার সুলভমূল্যে বিক্রয় করিলেও মস্কাউ দুর্ম্মূল্যে যে বিক্রয় করে, তাহা লোকদিগের পক্ষে নিতান্ত অল্প ক্ষতিসাধক এবং কম ভারবোধ হয়। *

বাণিজ্যসম্বন্ধীয় উক্ত মতবাদ যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, রুষীয়া স্বীয় রক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি শীঘ্রই উঠাইয়া দিতেছে না, এবং সেই জন্যই আমরা তাহার রাজ্যবিস্তার কামনার প্রতি দৃষ্টি দান করিতে যাইলে, রুষীয়া স্বীয় বাণিজ্য-স্বার্থবিস্তার জন্য যে কামনা করিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিদান করা কর্ত্তব্য। সাম্রাজ্যের পক্ষে যত পরিমিত দ্রব্যের প্রয়োজন, রুষীয়ায় এক্ষণে তত পরিমিত দ্রব্য প্রস্তুত হয় না, সুতরাং সেই শিল্পবাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্ত রুষীয়া অন্ততঃ নিশ্চয়ই কোন নূতন রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে না; কিন্তু বর্ত্তমানেও অন্য কোন কারণে যদি রুষীয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তার করে, তাহা হইলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যগত সুবিধা সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকে। খিবার ব্যাপারে আমরা অল্পদিন পূর্ব্বে এসম্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। খিবার খাঁ যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আন্তর্জাতিক দায়িত্বপালন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কখনই যুদ্ধ ঘটিত না; কিন্তু রুষীয়া যখন যুদ্ধে জয়ী হয়, তখন সন্ধিপত্রের মধ্যে বাণিজ্যগত সুবিধার জন্য কয়েকটী ধারা সন্নিবেশ করিতে বিস্মৃত হয় না।

---

* এমত অনেক রুষীয় আছেন, যাঁহারা উক্ত মত সমর্থন করেন না এবং এরূপ কতকগুলি রুষীয় আছেন, যাঁহারা স্বাধীন বাণিজ্যনীতির বিশেষ পক্ষসমর্থক, এ কথা এস্থলে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। শেষোক্ত কয়জনের মধ্যে আমি এম, বেজোব্রাজফ এবং মস্কাউ গেজেটের সম্পাদক এম, কাটকফের নামোল্লেখ করিতে পারি। ইংরাজি সংবাদপত্র সকল নিতান্ত ভ্রান্তিক্রমেই কাটকফকে ইংলণ্ডের ভয়ানক ঘৃণাকারী শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকেন।

রুষীয়ার রাজবিস্তৃতি-চেষ্টা বিশ্লেষণ করা হইল, কিন্তু কি কারণসমষ্টি লইয়া এই চেষ্টা হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে সেগুলি কিরূপ ফল প্রসব করিবে, এক্ষণে তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করা যাউক। এই তত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে প্রথমে সামান্য সহজ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, ক্রমশঃ এই সমস্যার জটিল অংশের প্রতি দৃষ্টি দান করা যাইবে।

উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলে রুষীয়ার রাজ্যবিস্তৃতির ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। উত্তরাঞ্চলে কেন্দ্রপ্রদেশে যতদিন না একটা নূতন বাসযোগ্য স্থান আবিষ্কৃত হইতেছে, ততদিন সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, এবং পশ্চিমদিকেও অগ্রসর হওয়া সেইমত সম্ভব নহে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড অধিকার করায় রুষীয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে স্বীয় প্রাকৃতিক সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং রুষীয়া যে, উত্তর স্কাণ্ডেনেভিয়ার অনুর্ব্বর পর্ব্বতমালা আত্মসাৎ করিবার কামনা করে, ইহা কখনই অনুমান করা যায় না। জার্ম্মাণীর অভিমুখে নূতন দেশ আত্মসাৎ করা প্রার্থনীয় বা সম্ভবপর নহে। রুষীয়া কখনই আপনার পশ্চিম সীমান্তে অসন্তুষ্ট জার্ম্মাণদিগকে অবস্থিত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন না এবং যদিই তাহার সেরূপ ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে সক্ষম নহে, কারণ জার্ম্মাণী স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে সবিশেষ বলশালী।

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের উক্ত প্রশ্নটী কিন্তু সেরূপ সহজ নহে। রুষীয়ার আমেরিকায় যে অধিকার ছিল, সম্প্রতি তাহা বিক্রয় করায়, তদ্বারা চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, রুষীয়া বেরিংপ্রণালীর এইদিকেই অবস্থান করিতে বিজ্ঞতার সহিত মনন করিয়াছে; এবং যদিও রুষীয়া জাপানের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কোনটী গ্রাস করিবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র সুবিধা নাই। সত্য বটে, রুষীয়া সম্প্রতি আমুরপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী শাখালীন, যাহা পূর্ব্বে জাপানের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এস্থানটী অধিকার করায়, কেবল নির্ব্বাসিত অপরাধীদিগকে পাঠাইবার সুবিধা হইয়াছে মাত্র, এবং যদি রুষীয়া এতদভিমুখে আরও অগ্রসর হয়, তাহা হইলে, আবশ্যকমত তাহা সহজেই নিবারিত করা যাইতে পারিবে। সমুদ্রের যে শাখাবাহু সমধিক গভীর, এবং যাহার মধ্য দিয়া সহজেই লৌহময় রণতরী যাইতে পারে, সেই শাখাবাহুটী এদিকে রুষীয়ার বিস্তৃতিশক্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছে। রুষীয়া কর্ত্তৃক চীনসাম্রাজ্য গ্রাস করা কিন্তু সেরূপ সহজে নিবারিত করা যাইতে পারে না। কিরূপে এবং কবে তাহা করা যাইতে পারিবে, একমাত্র চীনসম্রাটের উপর তাহা সমধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। ইতিমধ্যেই রুষীয়া, চীনের সীমান্তে এতবড় প্রদেশ অধিকার করিয়াছে যে, তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে বহুবর্ষ লাগিবে, সুতরাং চীন-সম্রাট যতদিন পর্য্যন্ত তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগকে রুষীয়প্রদেশে অত্যাচার করিতে না দিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত রুষীয়া এতদভিমুখে আর নূতন প্রদেশ গ্রাস করিবে না। যাহা হউক

এমনও হইতে পারে যে, চীন-সম্রাট, স্বীয় রুষীয় প্রতিবাসীর সীমান্তের পুলিশের কার্য্য করিতে অর্থাৎ যাহাতে চৈনেয় প্রজারা রুষীয়ার সীমার ভিতর প্রবেশ করিয়া উপদ্রব-অত্যাচার না করিতে পারে, এমত কার্য্যসাধন করিতে অসক্ষম হইয়া পড়িবেন, সুতরাং সেরূপ অবস্থায় রুষীয়া, সীমান্তে প্রবল সৈন্যশৃঙ্খল স্থাপন অপেক্ষা নূতন প্রদেশ গ্রাস করা অল্প কষ্টকর এবং কম ব্যয়সাধ্য জ্ঞান করিবে। বাস্তবিক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে রুষীয়া একটী ক্ষুদ্র চৈনেয় প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে, এবং চীনসম্রাট যতদিন না তথায় শান্তি স্থাপন করিবার উপযুক্ত পরিমিত সৈন্য পাঠাইতেছেন, রুষীয়া, ততদিন সেই প্রদেশটী ত্যাগ করিতে পারিবে না। যে দেশ যত ঘনবসতিপূর্ণ, সে দেশ আত্মসাৎ করিলে, ব্যয় তত অধিক হইয়া থাকে। কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন জন্য যেখানে নূতন ভূমি আত্মসাৎ করিবার প্রয়োজন ঘটে, সেখানে ঘনবসতিপূর্ণপ্রদেশ আত্মসাৎ করিবার কামনা অপেক্ষা উক্ত প্রকার স্থান আত্মসাৎ করিবার কামনা অত্যন্ত প্রবল হয়, কারণ সেখানকার লোকসংখ্যা কম থাকায়, ভূমি উর্ব্বরা থাকে এবং উপনিবেশীদিগের বাস জন্য যথেষ্ট স্থানও পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে উক্ত উদ্দেশ্যে জমির প্রয়োজন হয় না,—দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন চীনের সীমান্তে উক্তপ্রকার জমির আবশ্যক নাই,—সেখানে ঘনবসতি অনুসারে আত্মসাৎ করিবার বাসনা প্রবল হয়। যে দেশে মনুষ্যের বসতি নাই, এবং যাহা উপনিবেশ স্থাপন জন্য অধিকার করা হয় না, সে দেশটী কেবলমাত্র গলগ্রহস্বরূপ বোধ হয়, কারণ সে দেশের জন্য ব্যয় যথেষ্ট হয়, অথচ কোন আয় হয় না; অন্যপক্ষে যে দেশে মধ্যবিধ ঘনবসতি থাকে, সেখানে নূতন করদাতা পাওয়া যায়, এবং জাতীয় শিল্পবাণিজ্য বিস্তৃতির সুবিধাও হয় এবং সেইসূত্রে শাসনব্যয় বাদে সমধিক লাভ হইয়া থাকে। যদি আমরা এখানকার প্রত্যেক প্রদেশের সবিস্তার অবস্থার সঠিক বিবরণ এবং জনসংখ্যাদির পূর্ণ তালিকা প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে রুষীয়ার মধ্য আসিয়া অভিমুখে রাজ্যবিস্তৃতি-কামনা সহজেই অঙ্কে গণনা করিয়া দিতে পারিতাম।

আমরা এক্ষণে এই সমস্যার এরূপ অংশে আসিয়াছি, যাহা চীনের স্বার্থ-সম্মান রক্ষা অপেক্ষা সমধিক গুরুতর বলিয়া আমাদিগের পক্ষে বিবেচ্য—সে অংশটী হিন্দুকুশ এবং আফগানস্থান অভিমুখে রুষীয়ার অগ্রসর হওয়ন। জগতের এই প্রদেশের সকল বিষয়ের অবস্থাসম্বন্ধে আমার জ্ঞান এরূপ যথেষ্ট নহে যে, আমি এই প্রশ্নটীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মীমাংসা করিতে পারি, কিন্তু এসম্বন্ধে সংক্ষেপে আমি এরূপ কতকগুলি সাধারণ মূলনীতির উল্লেখ করিতে পারি যে, যাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাঁহারা সেই মূলনীতি অনুসারে আপনাদিগের মতের শেষ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন।

রুষীয়ার নূতন রাজ্যগ্রাস করিবার অতৃপ্ত ভয়াল ক্ষুধা আছে এবং আমাদিগের ভারতসাম্রাজ্যের প্রতি রুষীয়া গোপনে গোপনে তীব্র দৃষ্টি দিতেছে বলিয়াই রুষীয়া এতদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, সাধারণে এমত বলা হয়। অনেক লোক মনে করে

যে, জার একদিন প্রাতঃকালে স্বীয় মন্ত্রীকে বলিতে পারেন যে, "আপনাকে এতদূর পর্য্যন্ত জয় করিতে হইবে, ইহার অধিক নহে।" এবং সেইসূত্রেই রাজ্যাক্রমণের সকলপ্রকার বাধা ও গোলযোগ সন্তোষপ্রদরূপে মীমাংসিত হইয়া যাইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ মনে করেন, তাঁহারা কিন্তু উক্তমতে মত দেন না, তাঁহারা আর একটা নূতন মতাবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন যে, বর্ত্তমান জার জয়াভিলাষী নহেন, এবং তাঁহার ভারতবর্ষ জয় করিবার ইচ্ছাও নাই। তাঁহাদিগের মতটা এই পর্য্যন্ত সত্য, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের চিরচলিত কুসংস্কার পরিহার করিতে সক্ষম না হওয়ায়, তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী আর একরকম মীমাংসা করিয়া বসেন। এক সময়ে যেমন একটা ভূত, একজন মনুষ্যের উপর ভর দিয়াছিল; ভূতটা সেই মনুষ্যকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলে, শেষ এক শূকরপালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই সমস্ত শূকরকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া যায়, সেইমত রাজ্যগ্রাসাকাঙ্ক্ষারূপ ভূতটা সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাটকে ত্যাগ করিয়া, তুর্কস্থানস্থ রুষীয় সেনানায়কদিগের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এবং মনুষ্যের অবাসযোগ্য যে পতিত প্রদেশ, রুষীয়াকে ব্রিটিস-সীমান্ত হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, ভূতটা সেই সেনানায়কদিগকে নির্দ্দয়রূপে সেই দিকে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, এমত অনুমান করা হয়। যদিও উক্তমতবাদীরা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রতি ন্যায়সঙ্গত সম্মানপ্রদর্শন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহাঁরা সেই ভূতটাকে ছাড়িতে চাহেন না, এবং প্রাকৃতিক কারণের বেদীর সমক্ষে সেই উপকারী প্রাচীন পরিচিত ভূতটাকে বলিদান করিতে প্রস্তুত নহেন।

তুর্কস্থানস্থ কতকগুলি সেনানায়ক, আপনাদিগের পদোন্নতিসাধনের উপায় সংগ্রহ এবং প্রীতিমূলক উত্তেজনা প্রকাশ জন্য সততই যুদ্ধকামনা করেন, ইহা খুব সম্ভবপর, এবং জেনেরল সেরেনাইয়েফ যেমন একটা স্মরণীয় ঘটনাস্থলে সম্রাট-প্রদত্ত উপদেশের সীমাতিক্রম পূর্ব্বক সেচ্ছানুসারে কাজ করিয়াছিলেন, উক্ত সেনানীদিগের মধ্যে কয়েকজন সেনানী সেইমত কাজ করিতে প্রস্তুত, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু যিনি রুষীয়াকে বিলক্ষণ চিনেন, তিনি কখনই এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করিবেন না যে, উক্ত সেনানীরা বরাবরই আপনাদিগের উপরিতন প্রভুগণের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করেন এবং সম্রাটের ইচ্ছা এবং স্বার্থ না থাকিলেও তাঁহারা বলপূর্ব্বক সম্রাটকে নূতন রাজ্য গ্রাস করিতে বাধ্য করিয়া দিতে পারেন। যদিও সম্রাটের যথেচ্ছাচার শাসনশক্তি, শাসনবিভাগের প্রত্যেক বিষয়ে স্বীয় ক্ষমতা পূর্ণরূপে চালনা করিতে পারে না, কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন সেনানী যাহাতে কোন নূতন প্রদেশ অধিকার করিতে না পারেন, সে বিষয়ে এখনও প্রবল ক্ষমতা রাখে। সেনানীরা যে সকল কারণ প্রকাশ করেন, আমি পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি।

আসিয়িক সীমান্তের সমধিক স্থলেই সেই পুরাতন প্রশ্ন অর্থাৎ সীমান্তে প্রবল সৈন্যশৃঙ্খল স্থাপন করা সুবিধা, কি রাজ্যগ্রাস করিয়া লওয়া সুবিধা, এই প্রশ্ন

অনুসারেই কার্য্য হইতেছে। ককেশসের উত্তরস্থ বিস্তৃত পতিত প্রদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে যে, অনাক্রমণনীতি অবলম্বিত হয়, তাহার বিঘ্নবাধা এবং ত্রুটীগুলি বিশদরূপেই প্রকাশ হইয়াছিল। আমি এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ আমি নিজে তাহার অনেকগুলি বিষয় জ্ঞাত আছি এবং বিবাদমান উভয়পক্ষের নিকট হইতে অনেক কথাও শুনিয়াছি। পুরাকালে স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডারগণ যেমন পশুচুরি করিয়া আনা বিশেষ গৌরবের কাজ জ্ঞান করিত, সারকেশীয় এবং কাবারদিনসীগণ সেইমত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া, রুষীয় প্রজাদিগের উপর উপদ্রব অত্যাচার করা, কেবল যে বিধিসঙ্গত বোধ করিত এমত নহে, বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য জ্ঞান করিত। তাহাদিগের সেই আক্রমণ অত্যাচার রহিত করিবার জন্য রুষ গবর্ণমেণ্ট আজফ সমুদ্র হইতে কাসপিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত কোশাক সৈন্য রক্ষা করেন। এরূপে আত্মরক্ষা করা যেমন ব্যয়সাধ্য ছিল, সেইমত বিশেষ উপকার হইত না। সকলপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইলেও বহুল অতাচারী অজ্ঞাতসারে বা বলপূর্ব্বক সীমান্তভেদ করিয়া আসিত এবং প্রায়ই বহুল লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া সফলতার সহিত চলিয়া যাইত। বহুবর্ষ ধরিয়া অভিজ্ঞতা লাভের পর শেষ রুষীয়গণ স্থির করে যে, এরূপ আক্রমণ-অত্যাচার নিবারণ করিতে হইলে, অত্যাচারী জাতিকে জয় করিয়া, তাহাদিগকে কঠোর শাসনাধীনে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই তথ্যটী শিক্ষাপ্রদ। কিউবান এবং টেরেকের ন্যায় নিতান্ত উর্ব্বরা এবং সজলা প্রদেশে সৈনিক-উপনিবেশ স্থাপননীতি যদি একান্ত ব্যয়সাধ্য এবং অকার্য্যকর প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যে মধ্য আসিয়ার সীমান্ত অত্যন্ত বৃহৎ এবং যাহার অধিকাংশ স্থান কৃষক-উপনিবেশ স্থাপনের একেবারে অনুপযুক্ত, তথায় সৈনিক-উপনিবেশ স্থাপম করা কতদূর অসন্তোষজনক তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। ইতিমধ্যেই সেখানে জনরব চলিত হইয়াছে যে, তুর্কমানদিগকে চিরদিনের জন্য দমন করা শীঘ্রই প্রয়োজন হইবে।

অত্যাচারী এবং লুণ্ঠনকারী জাতিগুলি যখন জানিতে পারে যে, তাহাদিগের স্বদেশের মধ্যেই তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক দণ্ডদান করা হইবে, এবং তাহাদিগের অন্যত্র আশ্রয় লইবার কোন স্থান থাকিবে না, তখনই তাহাদিগকে শান্তিরক্ষা করিতে বাধ্য করা যায়। আমার বিশ্বাসমত এই মতটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, একটা বিস্তৃত অবাসযোগ্য স্থলে চীনের বৃহৎ প্রাকারের ন্যায় সীমান্তচিহ্নস্বরূপ কিছু না পাইলে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও রুষীয়া এবং ব্রিটিস-সীমার মধো একটা নিরপেক্ষ সীমাচিহ্ন স্থাপনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যদি উভয়রাজ্যের সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ মনুষ্যের বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে, চোর এবং আইনভঙ্গকারী দুশ্চরিত্র লোকেরা সেই সীমার পঞ্চাশৎ ক্রোশের মধ্যেই আশ্রয় লইবে, এবং কোন সভ্যজাতিই সেরূপ লোকদিগকে প্রতিবাসীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি সীমান্তে সেরূপ দুশ্চরিত্র চোরাদিপূর্ণ স্থান রক্ষা করা হইত, তাহা হইলে, রুষীয়া অবশ্যই

ন্যায়সঙ্গতরূপে ইংলণ্ডকে বলিতে পারিত যে, "এই দুশ্চরিত্র লোকদিগকে আমার সীমান্তের দ্বারে রক্ষা করার বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিতেছি। হয় আপনি এই অধিবাসীগণের মধ্যে শান্তি রক্ষা করুন, নয় আমাকে তাহা করিতে দিউন।"

রুষ-ভয়াক্রান্ত ব্যক্তি সভয়ে প্রশ্ন করিতেছেন, "তবে রুষীয়ার এই রাজ্যাক্রমণ কোথায় নিবৃত্তি পাইবে? আমাদিগের সীমান্তের নিকট তবে কি তাহার সীমান্ত স্থাপন জন্য তাহাকে অবশ্য আসিতে দিব, এবং দুইটী জাতির সীমান্ত পাশাপাশি থাকিলে, যে সকল বিবাদবিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী, সেইসূত্রে আমরা কি সেই বিপদ-বিবাদের মুখে পতিত হইব?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, যে গবর্ণমেণ্ট আপনার সীমান্তের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, এবং স্বীয় প্রজাপুঞ্জ যাহাতে প্রতিবাসী রাজার প্রজাদিগের উপর অত্যাচার-উপদ্রব করিতে না পারে, এমত শাসন করিতে ক্ষমবান, রুষীয়া যতদিন না সেই দেশের সীমান্তের নিকট আসিয়া পৌঁছে, ততদিন অবশ্যই সে অগ্রসর হইতে থাকিবে। মধ্য আসিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটীই যখন চিরদিনের জন্য উক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে সক্ষম নহে, তখন কোন না কোন দিন যে, রুষীয় এবং ব্রিটিস-সীমা একত্র মিলিত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কোথায় সেই মিলন হইবে, তাহা আমাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি আমাদিগের এমত ইচ্ছা হয় যে, আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিতে দিব না, তাহা হইলে, অবশ্যই আমাদিগকে সেই স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে। দুইটী জাতি পরস্পর পাশাপাশি থাকিলে যে, বিবাদ বিসম্বাদ অবশ্যই উপস্থিত হয়, সে সম্বন্ধে আমি বলি যে, দুইটী প্রবল জাতির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য থাকিলে, সেই ক্ষুদ্র রাজ্যটী নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না, এবং কেবলমাত্র দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির পরস্পর ঈর্ষার উপরই সেই ক্ষুদ্র রাজ্যটী আত্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, সুতরাং সেইসূত্রে যে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বিপদ উপস্থিত হয়, দুইটী প্রবল জাতি পাশাপাশি থাকিলে, তদপেক্ষা কম বিবাদ এবং বিপদ ঘটে। জার্ম্মাণী, কখনই সময়ে সময়ে হলাণ্ড বা রুষীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে যায় না, অথচ তাহাদিগের রাজ্যসীমা কৃত্রিমভাবে রক্ষিত, অন্যপক্ষে ফ্রান্স এবং অষ্ট্রীয়ার মধ্যে বিস্তৃত প্রদেশ থাকিলেও সেসূত্রে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ রহিত হয় না। বলবান রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য রাখিলে, শান্তিরক্ষিত হয়, এই প্রাচীন মতটা এখন অসার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, এবং যদিই এই মতটা অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলেও আমরা যে স্থানের কথা বলিতেছি, সেখানে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, কারণ রুষীয় সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিস ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য বলা যাইতে পারে, এমত অন্য একটা রাজ্য নাই।

আমাদিগের উভয়ের রাজ্যসীমা পাশাপাশি থাকুক বা না থাকুক, বিবাদ-শত্রুতা উপস্থিত হইলে, রুষীয়া কোনদিন ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে এবং সেই সূত্রে আমাদিগকে মহা বিরক্ত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা অবশ্যই সম্ভব,

পর। ইহা অবশ্যই আমাদিগের সতত স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমাদিগের ভারতসাম্রাজ্য নিরাপদে রক্ষা করা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ইংলণ্ডে সাধারণ-মতবাদের মধ্যে যে, নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রকাশক ভীতি দেখা দেয়, তাহা কিন্তু উক্ত, কথাটা ন্যায়সঙ্গত করিয়া দিতেছে না। যে কোনরূপে আক্রমণ করিলেও সামরিক উক্তি-মত আমাদিগের অবস্থা এবং বল আমাদিগের শত্রুদিগের অপেক্ষা এরূপ অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ যে, যদি আমরা সেই আক্রমণ নিবারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে ভারত-বর্ষ রক্ষা করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। ভীতলোকেরা বলিতে-ছেন, "কিন্তু দেশীয় অধিবাসীগণ! তাহারা সকলে একজন মনুষ্যের ন্যায় আমা-দিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে!" এই অশুভ অনুমানের যদি কোন ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে, আমি এইমাত্র যাহা বলিলাম, তদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দেশীয় অধিবাসীগণ যদি সেরূপ ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়াই থাকে, তাহা হইলে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরা যে সুসভ্য শাসননীতির জন্য গর্ব্ব করিয়া থাকি, তাহা কেবল মহাভয় প্রদর্শনে শাসন করিবার জন্য এবং তাহা শুনিতে উত্তম মাত্র। বাস্তবিক তাহা সত্য হইলে অবিলম্বেই আমাদিগের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন করা বিহিত। এই কথার উত্তরে রুষভয়ভীত এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানগণ হয়ত বলিবেন যে, আমাদিগের শাসনপ্রণালী অতি প্রশংসনীয়, কিন্তু কোন সুশাসননীতিই বিদেশীয়দিগের চতুরতামূলক ষড়যন্ত্র রহিত করিতে পারে না। এরূপ উক্তি বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু যাদ আমাদিগের ভারতীয় প্রজাদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে সীমান্তের বহির্দ্দেশস্থ দেশীয় অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেও এই উক্তি সম্ভবতঃ সত্য হইতে পারে, এবং আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কথামত বলিতে পারি যে, "সে ক্রীড়ায় দুইজনই খেলা করিতে পারে।" বাস্তবিক আমরা সময়ে সময়ে আমাদিগের সামরিক এবং রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে কতকটা নম্রতা প্রকাশ করি, এবং বিদেশীয়গণের সাধারণ্যে বিশ্বাস যে, আমাদিগের ধনাধিক্য, আমাদিগের প্রাচীন নৈতিক উদ্য-মকে ভিতরে ভিতরে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে, আমরা বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, এবং আমাদিগের বীরত্ব আর কিছুই নাই। আমাদিগের কতক-গুলি সংবাদপত্রও এই বিশ্বাসটা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভুল। আমরা যেরূপে ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ দমন করিয়াছি, আমরা যে কখন কখন আপনাদিগকে প্রকৃত খ্রীষ্টান এবং হিতবাদী-ভাবপূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত এমত জ্ঞান করি, সেই বিদ্রোহদমন কার্য্যটী খ্রীষ্টান এবং হিতবাদীর উপযুক্ত পরি-চায়ক না হইলেও আমাদিগের যে এখনও সমধিক উদ্যম সঞ্চিত আছে, সেই দমন প্রণালী তাহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। জগদীশ্বর করুন, আমরা যেন সভিনের ন্যায় বৃথা অন্ধ আত্মপ্রশংসাকারী বা বৃথা আত্মগর্ব্বকীর্ত্তনকারী না হই, অথবা যেন নিতান্ত আত্মবিশ্বাসের দ্বারা আমাদিগের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন ন্যায়সঙ্গত সতর্কতাবলম্বন করিতে বিস্মৃত না হই। কিন্তু ইহা যেন

আমরা না ভুলিয়া যাই যে, আমরা ধৈর্য্য এবং আত্মনির্ভরহারা হইলে মহা দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইবে, এবং সেইসূত্রে বিপদকালে—ভয়ের সময়ে আমরা এমত ভ্রান্তির কাজ করিয়া বসিব, এবং এরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিব যে, তজ্জন্য ভবিষ্যতে আমরা লজ্জিত হইব।

হিন্দুকুশ এবং আফগানস্থান হইতে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইলে, আমরা এমত একটী প্রদেশে আসিয়া পড়ি যে, তথাকার কতকগুলি লোক ভাবে যে, রুষীয়া শীঘ্রই আক্রমণ করিবে। সেই প্রদেশটী পারস্যের উত্তরাংশ। রুষীয়া, কাসপিয়ান সমুদ্রে যেরূপ প্রবল একাধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রতীরস্থ যে কোন প্রদেশ সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারে, কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে বর্ত্তমানে রুষীয়ার সেদিকে রাজ্যবিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং এই মুহূর্ত্তে যে প্রদেশের উপর সমগ্র য়ুরোপের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আমরা অবিলম্বে তথায় যাইতে পারি।

কনষ্টাণ্টিনোপল অভিমুখে রুষীয়ার রাজ্যগ্রাস-কামনাটী, রুষীয়জাতি যতদিন সৃষ্ট হইয়াছে, ততদিনের পুরাতন এবং রুষীয় সম্রাজ্য সৃষ্টি অপেক্ষাও পুরাতন। বৈজন্তীয় সাম্রাজ্য, স্বীয় শাসনশক্তির অন্তিম অবস্থায় সীমান্তের অনেক জাতিকে রাজনীতির দ্বারা এবং মূল্যবান উপঢৌকন দ্বারা হস্তগত করিয়া রাখিতেন এবং তজ্জাতীয় দুর্দান্ত অধিপতিগণ, যাহাতে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেই জন্য তাঁহাদিগের সহিত সম্রাট-পরিবারের কুমারীগণের বিবাহ দিতেন। নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিয়েপারের উপত্যকায় যে রুষ-শ্লাভজাতি বাস করিত, সেই জাতি, উক্ত সীমান্তস্থ জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতর জাতি ছিল। কায়েফের প্রিন্স ভালডিমার, যিনি এক্ষণে রুষীয় ধর্ম্মসমাজে সেণ্ট বা সাধুরূপে মান্য, তিনি উক্তপ্রকারে খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রজারা তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল। রুষীয়া উক্তরূপে কনষ্টাণ্টিনোপলের ধর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন একঅংশে পরিণত হয়, এবং রুষীয় প্রজাগণ সেই সময় হইতে জারগ্রাড অর্থাৎ কনষ্টাণ্টিনোপলকে সাম্রাজ্যের রাজধানী জ্ঞানে বিশেষরূপে মান্য করিত।

তাতারগণ যে দীর্ঘকাল ধরিয়া রুষীয়ায় আধিপত্য করিতে থাকে, এবং যে সময়ে পশুপালজাতি আসিয়া নিয়েপারের তীরপ্রদেশ অধিকার করিয়া, রুষীয়া এবং দক্ষিণ-য়ুরোপের, মধ্যে প্রাকারস্বরূপ অবস্থান করিতে থাকে, সে সময়ে রুষীয় প্রজাগণ গ্রীক-গোঁড়া ধর্ম্মজগতের রাজধানীকে (কনষ্টাটিনোপল) কেবলমাত্র মনে মনে স্মরণ ও মান্য করিতে থাকে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই রাজধানী তাহাদিগের চক্ষে অন্যরূপে দৃষ্ট হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলের সহিত মস্কাউর পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল, সে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে সময়ে তুরস্কগণ কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু মস্কাউ, তাতারদিগের—তুর্কজাতির উত্তরীয় প্রতিনিধিগণের—অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করে। সেইসূত্রে মস্কাউর এবং সমগ্র রুষীয়ার গ্রাণ্ড প্রিন্স সে সময়ে গ্রীক-

গোঁড়াধর্ম্মের প্রধান রক্ষক হয়েন, এবং কনষ্টান্টিনোপলের জারদিগের একপ্রকার স্থলাভিষিক্ত হয়েন। তিনি আপনার সেই পদ দৃঢ় করিবার জন্য প্রাচীন সম্রাট-পরিবারের এক কুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ জার উপাধি গ্রহণ এবং তাঁহাদিগের আদিম পূর্ব্বপুরুষ রুরিক, সিজার আগষ্টাসের বংশধর, এরূপ এক গল্প সৃষ্টি করিয়া, এবিষয়ে আরও অগ্রসর হয়েন।

কনষ্টান্টিনোপলের প্রতি রুষসম্রাটের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় উক্তপ্রকার দাবী, ব্যবহারাজীব এবং রাজদূতগণের পক্ষে নিতান্ত অস্পষ্ট এবং দুর্ব্বল বিবেচিত হইবে। ২য়া ক্যাথারাইন, যিনি বৈজয়ন্তীয় সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার-প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, যিনি আপনার এক পৌত্রকে অল্প সময়ের গ্রীকভাষা শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত রুষীয়ার কোন সম্রাটই কনষ্টান্টিনোপলাধিকার-স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তা করেন নাই; কিন্তু জারের পক্ষে জারগ্রাড শাসন করা কর্ত্তব্য, এবং মুসলমানগণ যে সেণ্টসোফায়া নামক খ্রীষ্টান ভজনাগারটী অপবিত্র করিয়াছে, সেই ভজনাগারটী পুনরায় গোঁড়া ধর্ম্ম সমাজের হস্তে প্রত্যর্পণ করা বিধেয়, এই মতটী রুষীয় লোকদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়। সে মতটী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। যে সময়ে প্রাচ্যে কোনপ্রকার ভয়ানক বিগ্রহ হয়, সে সময়ে রুষীয় কৃষকেরা ভাবে যে, বসফরসের তীরস্থ পবিত্র নগর পুনরুদ্ধার করিবার এবং তাহাদিগের সমধর্ম্মাবলম্বী যে সকল ভ্রাতা, তুরস্কের অধীনতায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যে বিচিত্র আকর্ষণী শক্তি কনষ্টান্টিনোপলের সহিত রুষীয়ার সংযোগসাধন করিতেছে, ইহা তাহার ধর্ম্মগত অংশমাত্র।

উপরোক্ত ধর্ম্মগত কারণ ব্যতীত আর একটী সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার কারণ (তাহা প্রায়ই ধর্ম্মগত কারণের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত) বিরাজমান, সেটীকে উপযুক্ত কথার অভাবে এক মূলোৎপন্ন সমজাতীয়গণের মধ্যে একত্ব সম্পাদনাকাঙ্ক্ষা বলিতে পারি। প্রথম নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর অনুকূলে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়; এবং তাহার কিছুকাল পরেই কম্পারেটিব ফিললজি নামক নূতন ব্যাকরণশাস্ত্রপ্রচার এবং অন্যান্য প্রাবল্য উপস্থিত হওয়ায়, রাজনৈতিক মতসূত্রবাদীগণ, এক মূলোৎপন্ন সকলজাতীয় সমস্ত লোককে একশ্রেণীতে আবদ্ধ করিবার মহান কল্পনা উপস্থিত করেন। তাঁহারা ভাবেন যে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় রাজ্যগুলিকে তিনটীদলে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রোমানিক, টিউটনিক এবং শ্লাভোনীয়ান; এবং এই তিনটী জাতির একত্র রাজনৈতিক সংমিলনরূপ মূলসূত্রটী মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া, প্রত্যেক জাতিকে যথেষ্ট জাতিগত স্বত্বক্ষমতা দিবে। সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে এই মতটা নব নব আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি করিয়া দেয়। পশ্চিমে কিন্তু এই মতটা লোকসাধারণের মনে দৃঢ়রূপে স্থান পায় না, কারণ ইটালি ব্যতীত অপর সমস্ত

জাতিই অন্ততঃ জাতীয় স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত এবং তাহারা বিজাতীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। আর যদিই তাহারা কোনপ্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিত, তাহা কিন্তু বিদেশীয়দিগের উৎপীড়ন নহে, সেই জন্যই তাহাদিগের মনে সামান্য পরিমিত দেশহিতৈষিতামূলকভাবেরও আবির্ভাব হইত না। অন্যপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে এই মতবাদের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। যে শিক্ষা-জ্ঞানগত উদ্রেকের দ্বারা পাশ্চাত্য জাতিসকল আন্দোলিত হইতেছিল, যদিও অগণিত স্লাভজাতীয় তাহার কিছুই জানিত না, কিন্তু কতকগুলি লোক য়ুরোপীয় চিন্তাতরঙ্গে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং সেই সকল লোকের দ্বারাই নব নবকল্পনাগুলি স্লাভনীয়ায় প্রবিষ্ট হয়। যে জাতি বহুপুরুষ হইতে বিদেশীয়দিগের অধীনতায় বাস করিয়া আসিতেছে, অথচ যাহারা আপনাদিগের পুরাকালীন স্বাধীনতার কথা বিস্মৃত হয় নাই, সেই জাতির মধ্যে এই মতবাদ কিরূপ ভাবের উৎপত্তি করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কবিগণ, জাতির অতীত গৌরব এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় কীর্ত্তন করিতে থাকেন, এবং তাঁহদিগের সেই উত্তেজক বাক্যগুলি অনেকের হৃদয়েই স্থান প্রাপ্ত হয়। যে স্লাভনীয়া, বহুকাল হইতে নীরবে অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিয়াছে, সেই স্লাভনীয়া হইতে স্বর্গাভিমুখে সুদীর্ঘ ক্ষীণ বিলাপধ্বনি উঠিল—“কতকাল ?—প্রভু, আর কতকাল ?” সেই বিলাপধ্বনি শোকপূর্ণ হইয়াছিল, কারণ জাতি যে পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, এবং সহস্র সহস্র অত্যাচার সহ্য করিতেছিল, তাহা হৃদয়ে দারুণ বেদনা দান করায়, সেই বেদনাটী বিশেষরূপে অনুভব করিত, সুতরাং সেই তাপিত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতেই সেই শোকধ্বনি উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা উৎকণ্ঠার সহিত—সান্ত্বনার সহিত অমিশ্রিত ছিল না, এবং সেই সান্ত্বনাও আশার সহিত মিশ্রিত ছিল। জগদীশ্বর, তাঁহার সেই মনুষ্যগণকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই, এবং যখন তিনি ভাল বোধ করিবেন, তখনই তাহাদিগের একজন উদ্ধারকারী পাঠাইবেন। ভবিষ্যতে উজ্জ্বল এবং সুখময় যুগ আসিবে, এই ভবিষ্য আশাটী অনেকেই বিশ্বাস করিতে থাকে। ছোটটীর সহিত বড়টীর তুলনা করিতে হইলে, কিছুকালপূর্ব্বে অনেক ধীরমস্তিষ্ক ইংরাজ, যাঁহাদিগের অনুযোগের কারণ অতি সামান্য মাত্র ছিল, তাঁহারা যে কীর্ত্তন করিতেন, “বৎস, শুভদিন আসিতেছে !” ইহা যাঁহারা শুনিয়াছেন, কবিদিগের উক্ত যে গীতি, দীর্ঘকাল হইতে নিগৃহীত সাহসী স্লাভজাতি কবে উত্থিত হইয়া, “জার্ম্মাণ, হাঙ্গেরীয়ান, তুর্কদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবে,” ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল, সেই গীতি, অধীরচেতা স্লাভজাতির হৃদয়ে কিরূপ অনুরাগ—উৎসাহের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাঁহারা সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। নিগৃহীত জাতির সেই আর্ত্তনাদ—যে আর্ত্তনাদের সহিত সেই জাতির পূর্ব্বগৌরবস্মৃতি এবং ভাবি শুভদিনের আবির্ভাব জন্য সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিদান বিজড়িত, তাহা হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই সমস্ত স্লাভজাতির সংমিলিত বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি

এবং কনষ্টান্টিনোপলে সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী-স্থাপনরূপ কল্পনা সহজেই সমুদিত হয়।

আমরা এখানে যে সকল মহান আকাঙ্ক্ষা এবং মৌখিক রসাভাসের আবির্ভাব দেখিতে পাই, পশ্চিম য়ুরোপীয়গণের নিকট সেগুলি একেবারেই অপরিচিত ছিল, আর যদিই তাঁহারা সেগুলি বিদিত ছিলেন, এমত বোধ হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা সেগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু রুষীয়গণ যদি এই আগ্রহ উৎসাহের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইত, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই বিচিত্র বোধ হইত, কারণ শ্লাভজাতির মধ্যে একমাত্র রুষীয়গণই এই সকল আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়া লইতে ক্ষমবান হইয়াছিল, এবং কোন একটা মহান অস্পষ্ট কল্পনা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কিরূপ বিশেষ প্রাবল্য বিস্তৃত হয়, তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝে। সমগ্র শ্লাভজাতির একত্র সংমিলন হইলে রুষীয়ার প্রতি যখন প্রধান নেতৃত্বভার অর্পিত হইল, তখন রুষীয়া তৎপ্রতি অতি সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সচরাচর সাধারণ্যে রুষীয়দিগের মধ্যে শ্লাভজাতীয় সোহার্দ্দ্যভাব অতি সামান্য বটে, কিন্তু সেই ভাবটী সমধিক পরিমাণেই রুষীয়দিগের মধ্যে সংগোপনে অবস্থিত, এবং তাহা অশান্তির সময়ে সহজেই জাগরিত হইয়া উঠে।

যে কারণের বলে রুষীয়া, বসফরাস অভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে আমরা সেই রাজনৈতিক কারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এখানেও আবার আমরা সেই রাজ্যবিস্তার-সমস্যার মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। রুষীয়া এতদভিমুখে স্বীয় সীমান্ত বিস্তার করিবার কি যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য আছে?

রাজ্যবিস্তৃতির যে দুইটী উদ্দেশ্যের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহা এক কথায় সমাপ্ত করা যাইতে পারে। ডানিউব এবং বালখান প্রদেশের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি ইতিমধ্যেই সমধিক ঘনবসতিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার সুবিধাও নাই এবং আত্মরক্ষা করিবার জন্যও রুষীয়ার এই স্থান অধিকারের আবশ্যক নাই। যদি এই প্রদেশে কেবল রাজ্যবিস্তৃত করাই রুষীয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বে যে, "মহোচ্চ রাজনৈতিক লক্ষ্যের" উল্লেখ করিয়াছি, সে উদ্দেশ্যটী তন্মূলক।

সামুদ্রিক মহাশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ জলযুদ্ধে প্রবল বলশালী হইবার কামনা অনেক দিন হইতেই রুষীয়ার হৃদয়ে বিরাজমান এবং সেই জন্যই ক্রমাগত সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্য-সীমা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্বপ্রদেশে রুষীয়া এবিষয়ে সফল হইয়াছে, কিন্তু পোলার সমুদ্র বা বালটীক তাহার সেই কামনাটী পূর্ণরূপে সফল করিয়া দিতে পারিতেছে না, সুতরাং সেই জন্যই রুষীয়া স্বভাবতঃ ভূমধ্যসাগরের দিকে দৃষ্টিদান করিতেছে। রুষীয়া অতিকষ্টে কৃষ্ণসাগরের উত্তর এবং পূর্ব্বকূল অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তদ্বারা তাহার মূল উদ্দেশ্য অর্দ্ধেক

পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে, কারণ কেবলমাত্র বসফরাস এবং ডার্ডেনেলেস দিয়াই কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে গমন করা যাইতে পারে, কিন্তু তুরস্কগণ আপনাদিগের যখন ইচ্ছা, তখনই সেই পথটী বন্ধ করে বা খুলিয়া দেয়।

এই প্রয়োজনীয় পথটী রুষীয়া আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিতে যে, সবিশেষ ইচ্ছা করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তুরস্ক একখানি মাত্রও রণতরী নিয়োগ না করিয়া, দক্ষিণাঞ্চলের সমগ্র বন্দর রোধ করিয়া দিতে পারে, সুতরাং অনেক কারণেই রুষীয়ার পক্ষে ইহা নিতান্ত অপ্রার্থনীয়। আমার বিশ্বাস যে, কেবল এই একমাত্র প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত কারণেই রুষীয়া কনষ্টাণ্টিনেপোল অধিকার করিতে অভিলাষী। সাধারণ্যে অন্যান্য যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়, সেগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে কল্পিত মাত্র। রুষ-রাজধানীটী নেভার তীর হইতে গোলডন হরণে উঠাইয়া লইয়া যাইবার কল্পনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন রুষ নীতিজ্ঞের মস্তিস্কে স্থান পায় না। রুষীয়া, ভারতবর্ষের সহিত আমাদিগের সংবাদাদি আদান প্রদান বা যাতায়াতের ভয়ঙ্কররূপে বাধাদান করিতে পারিবে, এবং ভূমধ্যসাগরে জলযুদ্ধ দ্বারা আমাদিগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে, এই যে কথাটা, প্রায়ই বলা হয়, (কিন্তু কথনও প্রমাণিত হয় নাই), ইহার প্রতি দৃষ্টিদানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ডার্ডেনেলেস অধিকার করিতে পারিলে, কেবলমাত্র কৃষ্ণসাগরেই রুষীয়ার প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে, ভূমধ্যসাগরে নহে; এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রুষীয় রণতরীসমূহ কৃষ্ণসাগরে বা শিবাষ্টপলের বন্দরে আবদ্ধ থাকিলে, আমাদিগের কিছু আসিবে যাইবে না। যেরূপই হউক, ইহার দ্বারা ভূমধ্যসাগরে বা ভারতবর্ষের সহিত আমাদিগের সংবাদাদি প্রেরণ বা যাতায়াতের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না।

১ম নেপোলিয়ন এবং অন্যান্য বড়লোকদিগের আর একটা বড় রকম সঙ্কেতোক্তি আছে যে, "যে রাজা, কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিতে পারিবেন, তিনিই জগতের অধিপতি হইবেন!" তুরস্কগণ যদি এই মতটা গ্রাহ্য করে, তাহা হইলে, ইহার দ্বারা তাহাদিগের জাতীয় গর্ব্বটা অতিরিক্ত পরিমাণেই বাড়িতে পারে। বাস্তবিক অনেক খ্রীষ্টানই এই মতটা মান্য করেন এবং এমতটা কোনমতেই খণ্ডন করা যাইতে পারে না, প্রায়ই এমত বলিয়া থাকেন। আমার নিজের পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি প্রায়ই এই উক্তিটী উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছি, কিন্তু আমি উচ্চ অঙ্গের রাজনীতির ভাষাটা বুঝি না, এবং এই দুর্ব্বোধ কথাগুলি সরল ইংরাজিতে অর্থ করিয়া দিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এমতএকটী লোকও পাই নাই। এই মতটা সত্য হউক আর নাই হউক, ইহার প্রতি দৃষ্টিদান করা কর্ত্তব্য। এই যে মতটী পশ্চিম-য়ুরোপে সাধারণ্যে বিস্তৃতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, নিশ্চয়ই ইহা রুষীয় এবং ব্রিটিস্ নীতিজ্ঞদিগের চিত্তে প্রাবল্যবিস্তার করিবে।

প্রাচ্য প্রশ্নের বর্ত্তমান অবস্থায় রুষীয়ার লক্ষ্য, কার্য্য এবং গতি কিরূপ, তাহা এক্ষণে পরিষ্কাররূপে অবগত হইবার চেষ্টা করা যাউক। আমি পূর্ব্বে যে তিনটী

মূলকারণের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ ধর্ম্ম, এক মূলোৎপন্ন সমজাতীয় সংমিলনকামনা এবং বিশুদ্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সেই তিনটীই কার্য্যক্ষেত্রে নীত হইয়াছে, এবং সেই তিনটীরই প্রতিদ্বৈধিক সম্প্রদায় আছে। আমরা মোটামোটী বলিতে পারি যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যটা সাধারণ লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে, শিক্ষিতশ্রেণী দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, এবং রাজপক্ষ কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশম্বদ। এই কথাগুলি যেন ঠিক শব্দানুসারে বিবেচিত না হয়। শিক্ষিতশ্রেণীর হৃদয়েও উক্ত ধর্ম্মগত উদ্দেশ্য আছে, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি রাজপক্ষেরও বিশেষ দৃষ্টি আছে, অন্যপক্ষে বর্ব্বরতামূলক নিষ্ঠুরতার দ্বারা উৎপীড়িতদিগের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি সমগ্র জাতিকে দৃঢ়রূপে বিচলিত করিয়াছে। সুবিধার জন্য এস্থলে এই উক্তিটী আমরা প্রায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

বোসিনা এবং হারজিগোভিনার হত্যাকাণ্ড হইতেই বিভ্রাটের সূত্রপাৎ হয়, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার প্রতি রুষীয়ার তাদৃশ দৃষ্টি আকৃষ্ট বা সহানুভূতি উত্তেজিত হয় না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালের এক অপরাহ্নে মস্কাউর একটী গুপ্ত বাটীতে কতকগুলি রুষীয় এই হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যস্থ একব্যক্তি, যিনি এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"প্রচলিত প্রবাদবাক্যের ন্যায় আমরা সকলেই জানি যে, এক ফারদিং মূল্যের বাতির দ্বারা মস্কাউ নগর ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। হারজিগোভিনায় এই যে, আগুণ জ্বলিতেছে, ইহার এককণায় রুষীয়া আবার সেইমত ভস্মীভূত হইবে, আমি এমত বিশেষ ভয় করিতেছি।"

"কি নির্ব্বোধ!" দলস্থ আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "কি নির্ব্বোধ! যে সময়ে করসংগ্রহ করা হয়, সে সময়ে তুরস্কের প্রদেশসমূহে প্রায়ই অশান্তি দেখা দেয়। যেখানে অশান্তি উপস্থিত, তুরস্ক তথায় কেবলমাত্র কয়েকদল সৈন্য পাঠাইলেই আমরা আর এই হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে কিছুই শুনিতে পাইব না। তুরস্ক যদি যথোপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য না পাঠায়, তাহা হইলে, অষ্ট্রীয়া, সীমান্তে কয়েকদল সৈন্য পাঠাইবে, এবং সেইসূত্রে সেই একই ফল দর্শিবে। অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রিসমাজ, কখনই প্রতিবাসী শ্লাভ অধিবাসীগণের মধ্যে অশান্তি-বিগ্রহ থাকিতে দিবেন না। যাহাই হউক, শীঘ্রই এই অশান্তি নিবারিত এবং বিস্মৃতিগর্ভে পতিত হইবে।"

প্রথম বক্তা পুনরায় বলিলেন, "সেটা কিন্তু তত নিশ্চিত নহে। কয়েক মাস ধরিয়া হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, এবং এখনও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। শীতকালে তুরস্কের সৈন্যদল কিছুই করিতে পারিবে না, এবং বসন্তকাল আসিলে, অন্যান্য শ্লাভজাতি সম্ভবতঃ বাধা দান করিতে যোগ দিবে। যদি অষ্ট্রীয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে বিভ্রাট আরও বাড়িবে, কারণ সেইসূত্রে তাহার নিজের শ্লাভজাতিপূর্ণ প্রদেশে অসন্তোষ উপস্থিত হইবে, এবং যদি শ্লাভ-প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা হইলে

রুষ গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই অগ্রসর হইবে। যদি শীতকালের মধ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত না হয়, তাহা হইলে প্রাচ্য প্রশ্নটী বিশেষরূপে উত্থিত হইবে, এবং তখন রুষীয়া অবশ্যই অস্ত্র ধারণ করিবে।"

"রুষীয়া অস্ত্র ধারণ করিবে! এ কল্পনাটা বড়ই উপহাস্য! আমরা যুদ্ধ চাহি না; আর যদিই আমাদিগের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেও এখন যুদ্ধ করিতে পারি না, কারণ আমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত নহি। সৈন্যদলের সংস্কারকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, নূতন প্রণালীমত নূতন সৈন্য সংগ্রহ কার্য্য এই সবে প্রচলিত হইতেছে, সেনানায়কের এখন বিশেষ অনাটন, সামরিক রেলওয়েগুলি এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে, যেগুলির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে, সেগুলির গাড়ী প্রভৃতি উপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমিত নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের রাজধনাগারের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বহুব্যয় করা অসম্ভব। আমাদিগের যদি যুদ্ধে জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আরও অন্ততঃ পাঁচ ছয় বর্ষের জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং সেই সময়ের মধ্যে আমরা দেশের আভ্যন্তরীণ বহুল প্রশ্নে মনোযোগ দান করিতে পারিব। যদি হারজিগোভিনায় সামান্য অগ্নি দেখা দিয়া থাকে, তাহা হইলে যাহারা নিকটে আছে, তাহাদিগকেই তাহা নির্ব্বাপিত করিতে দেওয়া হউক।"

প্রথম বক্তা বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, যদিও কোন একজন সাধারণ মনুষ্য আত্মস্বার্থের জন্য এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু রুষীয়া তাহা পারে না। দক্ষিণাঞ্চলের শ্লাভগণ, তুরস্কের অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগের স্বাভাবিক এবং একমাত্র রক্ষকস্বরূপে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি দিউন। তাহাদিগের ন্যায়সঙ্গত বিশ্বাস যে, রুষীয়া তাহাদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য দৃষ্টি দান করে এবং রুষীয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত। রুষীয়াকে ধন্যবাদ যে, মণ্টেনিগ্রো এবং গ্রীক, স্বাধীন এবং রৌমেনিয়া এবং সারভিয়া প্রায়ই স্বাধীন হইয়াছে। আমরা বিদ্রোহীদিগকে অবশ্যই সাহায্য দান করিব, অথবা স্পষ্টই বলিব যে, তাহারা যেন আমাদিগের নিকট সাহায্য প্রত্যাশা না করে। হয় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন, নয় বিশেষরূপে সাহায্যদান, এই দুইটী ব্যতীত ইহার মধ্যবর্ত্তী অন্য কোন উপায়ই আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কিন্তু একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা কখনই আমাদিগের ইতিহাস এবং দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারি না এবং শ্লাভজাতিকে অষ্ট্রীয়া বা ইংলণ্ডের সাহায্য লইতে বাধ্য করিতে পারি না। সেরূপ করিলে, আমাদিগের ঘোরতর কলঙ্ক হইবে, এবং যাহারা শ্লাভজাতির এবং বিশেষতঃ রুষীয়ার শত্রু, তাহাদিগকে তদ্দ্বারা জয়লাভ করিতে দেওয়া হইবে।"

দ্বিতীয় বক্তা বলিলেন যে, "এগুলি কথায় সত্য বটে, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষদর্শী লোক, এবং আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, 'বাটী হইতেই দান আরম্ভ হয়।'

পেইকো-পাবনোভিস এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদিগের যাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগের সাহায্যার্থ একটী সৈন্যও পাঠাইব না।"

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে রুষীয়ার সাধারণমতবাদ কিরূপ ছিল, উক্ত কথোপকথন তাঁহা উত্তমরূপেই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। হারজিগোভিনার হত্যাকাণ্ড কতকটা স্বার্থ এবং সহানুভূতির উত্তেজনা করিয়া দেয়, এবং অনেকে বলিতে থাকে যে, যে উৎপীড়িত রায়াগণ রুষীয়ার সহায়তা প্রতীক্ষা করিতেছে, রুষীয়ার পক্ষে তাহাদিগের জন্য কিছু করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই মহান প্রাচ্য প্রশ্নটী উত্থিত হইবে, ইহা কেহই প্রত্যাশা করে নাই এবং যাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এমত কোন কার্য্যে রুষীয়া হস্তক্ষেপ করে, অতি সামান্য লোকেই সেরূপ ইচ্ছা করিত।

হারজিগেভিনার সেই অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপন—অন্ততঃ যাহাতে তাহা বিস্তৃত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য রাজদূতগণের চেষ্টায় ১৮৭৫-৭৬ অব্দের শীতকালটী অতীত হয়। সেই চেষ্টা কিন্তু বিফল হইয়া যায় (যদি আমরা ভিয়েনার বৈদেশিক কার্য্যালয়ের গুপ্ত কাগজপত্র স্বাধীনভাবে পরিদর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই বিফলতার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম), এবং চারিদিকে উত্তেজনা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সারভিয়ার জাতীয় মহাসভা তথাকার রাজাকে অভিনন্দন দানকালে ব্যক্ত করেন যে, সারভিয়ার সীমান্তের বাহিরে তাহাদিগের যে, স্বজাতীয়গণ মহাকষ্ট পাইতেছে, সারভীয়গণ সে সম্বন্ধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে না, এবং বিদ্রোহীরা ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচার করিয়া দেয় যে, তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রহ করিতে চাহে, এবং আশা করে যে, রুষীয়া দক্ষিণাঞ্চলের শ্লাভগণকে রক্ষা করিবে। রুষীয়াতেও সাধারণের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তুরস্কের সৈন্যদলের বর্ব্বরতামূলক অত্যাচার-উৎপীড়নে যে সকল খৃষ্টান আবাসশূন্য এবং পথের ভিখারী হইয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও সাহায্যের জন্য সারভিয়া এবং মন্টেনিগ্রোর প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ, সেন্টপিটার্সবর্গ এবং মস্কাউর দাতাগণের নিকট আশু সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের সেই প্রার্থনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং ভজনাগারসমূহে গ্রাম্য পাদরীদিগের দ্বারা পঠিত হইবামাত্র "শ্লাভজাতির হিতকারী সমিতির" ধনাগারে সমুচ্চ দানস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই সমিতিটী সেই সময় হইতেই সাধারণ উদ্রেকের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া পড়ে।

উক্ত সমিতি আদিতে একটী হিতকারী সভাস্বরূপ এবং মস্কাউ, সেন্টপিটার্সবর্গ এবং কায়েফে ইহার তিনটী শাখা ছিল। সাধারণে যে ইহাকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের সভা বলিয়া জ্ঞান করিত, তাহা নিতান্ত ভুল। গবর্ণমেন্ট নিজে ইহার পোষকতা করিতেন, প্রকাশ্যরূপে ইহার অধিবেশন হইত, এবং সময়ে সময়ে ইহার কার্য্যবিবরণী প্রচারিত হইত।* উক্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে

---

* এই সভার কার্য্যে আমার সহানুভূতি আছে, ইহা জানিবার কোন কারণ না থাকিলেও ইহার মস্কাউস্থ শাখা সভার অবৈতনিক সম্পাদক কয়বর্ষ ধরিয়া ইহার কার্য্যবিবরণী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে দিয়াছিলেন।

এই সভা প্রধানত দক্ষিণপ্রদেশের শ্লাভদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, বুলগেরীয় যুবকদিগকে রুষীয়ায় রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষাদান, এবং অষ্ট্রীয়া ও তুরস্কের গোঁড়া ধর্ম্মমতের ভজনাগার সমূহে নগদ টাকা ও ভজনাগারের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাবলী প্রেরণ করিতেন। ইহার সভ্য এবং প্রতিপোষকগণ (তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি ধার্ম্মিকা এবং হিতৈষিণী রমণীও ছিলেন), সকলেই প্রবল গোঁড়া ধর্ম্মাভাবাপন্ন এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্লাভোফিল মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক, বুলগেরীয় এবং শ্লাভজাতির অন্যান্য শাখার মধ্যে বিদ্রোহ-ভাবোদ্দীপন এবং অত্যাচার এবং কুশাসনের দ্বারা যে সকল রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা উৎপাদিত হইয়াছিল, সেইগুলি পরিবর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং সভা, তুরস্ক ও অষ্ট্রীয়ার বহুল শ্লাভকে এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়া দেন যে, তাহারা যেন রুষীয়াকে রক্ষকস্বরূপ জ্ঞান করে, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই রুষীয়া তাহাদিগের সহায়তা করিবে। এমতে উক্ত সভা অপ্রত্যক্ষরূপে রাজনৈতিক প্রধান্য বিস্তার করে, কিন্তু ইহা গুপ্ত সভার ন্যায় ছিল না, এবং রুষীয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্বন্ধে ইহার কোন প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবসাধন কামনাও ছিল না। রুষীয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবমূলক কামনা আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত এই সভার কোন প্রকার সংশ্রব বা সহানুভূতি কোন কালে ছিল না। বাস্তবিক এই সভার মতটা এতদূর অগ্রবর্ত্তী উন্নত যে, ইহা সাধারণো জাতীয়তা, স্বদেশহিতৈষিতা, ধর্ম্ম এবং বিশেষতঃ প্রাচ্য গোঁড়া ধর্ম্মকে অতীত যুগের পুরাতন বালকত্বপ্রকাশক জ্ঞান করিত। ইহার সভ্যগণ নিতান্ত সোস্যালিষ্ট র‍্যাডিক্যাল, ইহাঁরা সম্পূর্ণ নূতন মূলনীতিসূত্রমত সমগ্র মানবজাতিকে পুনর্গঠিত করিতে চাহেন, এবং ইহাঁরা জাতীয় আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অকৃত্রিম সামাজিক উন্নতির বিষম বাধাস্বরূপ জ্ঞান করেন। এইশ্রেণীর লোকদিগের সহিত নিতান্ত গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বী বিশেষ রাজভক্ত শ্লাভনীয় সমিতির কোন বিষয়ে মতের মিল হইতে পারে, এরূপ অনুমান নিতান্তই যুক্তিশূন্য।

সুলতানের সহিত তাঁহার খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের মহা সংগ্রামের সম্ভাবনা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, উক্ত সমিতি ততই নিশ্চিত রাজনৈতিক মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল দুরবস্থাপন্ন লোকদিগের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করা হয়, তাহাদিগকে বিস্মৃত না হইয়া, এই সভা, বিদ্রোহীদিগকে সৈন্য, অস্ত্র, এবং অর্থদান দ্বারা সাহায্য করিবার আয়োজন করিতে থাকে, এবং জেনেরল সেরেনায়েফ, যিনি মধ্য আসিয়ায় সমরসূত্রে বিশেষ সামরিক যশ-গৌরবার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি যাহাতে বেলগ্রেডে গমন পূর্ব্বক প্রিন্স মিলানের অধীনে নিযুক্ত হয়েন, তজ্জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। তখন সকলে ভাবেন যে, "রুষীয়ার নামের যে সম্মান রাজনৈতিক চক্রান্তে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল, জেনেরল সেরেনায়েফের আত্মস্বার্থ ত্যাগ দ্বারা তাহা অবশ্যই শ্লাভজাতির মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রুষীয়দিগের আত্মসম্মান বৃদ্ধির দ্বারা রুষীয়সমাজের নৈতিক উচ্চতা সাধিত হইবে।" উক্ত উক্তির শেষ কথা

গুলি প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজদিগের পক্ষে যতই কেন বিসদৃশ বিবেচিত হউক না, কিন্তু বর্ত্তমান রুষীয়গণ এই প্রকৃটা বিশেষরূপে পোষণ করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ২রা তারিখে সারভিয়া, তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, এবং জেনেরল সেরেনায়েফ ও কতিপয় রুষীয় সেনানায়কের অধীনে সারভীয় সৈন্যদল নিশ অভিমুখে তুরস্ক রাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। মস্কাউর নিশ্চিন্ত প্রত্যয়কারী লোকেরা ভাবে যে, সৈন্যদল বুলগেরিয়ায় প্রবেশ পূর্ব্বক খ্রীষ্টান অধিবাসীগণকে উত্তেজিত করিয়া শীঘ্রই কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রাকারের নিকট উপনীত হইবে; কিন্তু সারভীয় সৈন্যদল সীমান্ত হইতে কয়েক ক্রোশ না যাইতে যাইতেই তাহাদিগের গতিরোধ হইয়া যায়, এবং তখন তাহারা আক্রমণের পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করে। রুষীয়া, শ্বাসহীন উৎকণ্ঠার সহিত অসমকক্ষ দুই দলের যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে থাকে। প্রথমে প্রকাশ হয় যে, সারভীয়গণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরে সংবাদ আইসে যে, একজন রুষীয় সমরে পতিত হইয়াছেন। নিকোলাস কারীফ, যিনি পূর্ব্বে রুষীয়ার গার্ডনামক সৈন্যদলের একজন নায়ক ছিলেন, এবং মস্কাউ ও সেণ্টপিটাসবর্গের সমাজে বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন, তিনি স্বীয় অধীনস্থ সৈন্যদলকে জাইচার নামক স্থানে বীরত্বের সহিত পরিচালিত করিবার সময় গুরুতররূপে আহত হয়েন এবং প্রকাশ পায় যে, তুর্কগণ পৈশাচিকমূর্ত্তিতে তাঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। কারীফের সহিত যাঁহাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল, এই সংবাদে তাঁহাদিগের হৃদয় স্বভাবতই দৃঢ়রূপে বিচলিত হয়। বিশেষ বিচিত্র এই যে, নিম্নশ্রেণীর যে সকল রুষীয়, কখনও তাঁহার নাম শুনে নাই, তাহাদিগের হৃদয়ে আরও গভীর আবেগ দেখা দেয়। এই হত্যাকাণ্ডটী সাধারণের কল্পনার দ্বারা এরূপ অতিরঞ্জিতরূপে প্রকাশ হইতে থাকে যে, যে সকল প্রাচীন স্মৃতি এবং প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল হইতে মৃতপ্রায়রূপে অবস্থিত ছিল, সেগুলি নূতন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়। অন্যান্য রুষীয় সেনানীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে থাকেন, সুতরাং উক্ত আবেগ আরও বর্দ্ধিত হয়। ইত্যবসরে তুরস্কগণ একটী "মহা ভুল" করিয়া বসেন। যে সময়ে মোরাভা এবং টীমকের প্রতি সকলের দৃষ্টি অর্পিত ছিল, সেই সময়ে পশ্চাদ্দেশ হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হয়, এবং মারিটসার শান্তিপূর্ণ তীরস্থ বুলগেরীয় গ্রামগুলি যে সকল ভীতিপ্রদ দৃশ্য প্রদর্শন করে, তাহাতে প্রত্যেক মনুষ্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়েন।

রুষীয় নিম্নশ্রেণীর লোক বা কৃষকগণ প্রাচ্য প্রশ্নের আনুষঙ্গিক জটিলতা সম্বন্ধে কিছুমাত্রই জ্ঞাত নহে। রায়াদিগের স্কন্ধে সাধারণ্যে অতিরিক্ত করভার অর্পিত, বিচারবিভাগের অবিচার, ভজনাগারে ঘণ্টাবাদ্য করিবার ক্ষমতালোপ, এবং সৈন্যদলে প্রবেশ নিষেধ, এই কয়টী বিষয়েই অনুযোগ হইতে থাকে, কিন্তু রুষীয় কৃষকগণ এসকল কিছুই জানে না, এবং যদিই এই সকল তথ্য জানিত তাহা হইলেও

তাহার ক্রোধটা ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইত না। সুলতান যে, রায়াগণকে সেনাদলে গ্রহণ করেন না, এই বিধিকে রুষীয় কৃষকগণ বিশেষ মূল্যবান জ্ঞান করিত, এবং অবিচার, মধ্যবিধ কুশাসন, এবং অতিরিক্ত করভার সম্বন্ধে রুষীয় কৃষকগণের স্বাভাবিক ভীতিটা, প্রত্যক্ষ সম্ভোগসূত্রে অভ্যাসগুণে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। এমতে তুরস্কের সাধারণ কুশাসন, রুষীয় কৃষকদিগকে বিচলিত করিতে পারিত না। কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত প্রাণ লইয়া সংগ্রামের কথা—হত্যাকাণ্ড, ক্রীতদাসত্ব-প্রণালী, এবং বন্য মুসলমানদিগের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে খ্রীষ্টান গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করণের কথায় রুষীয় কৃষকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হয়। যে প্রাচীন বীরত্বের বলে তাহারা যে পশুপাল জাতির নিকট হইতে আসিয়িক পতিত বিস্তৃত প্রদেশ এক এক ইঞ্চ করিয়া অধিকার করিয়াছিল, তাহাদিগের সে বীরত্ব এখনও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই, এবং ক্রিমিয়ায় দাসত্বের বাজার হইতে তাহাদিগের যে কয়জন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দাসত্বের যে হৃদয়ভেদী কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারা এখনও তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নাই। পুরাকালে রুষীয় মুঝিকগণ যখন শুনিত যে, "তাতারগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে! আমাদিগের স্বজাতীয়গণকে হত্যা করিতেছে," তখনই যেমন তাহারা দ্রুতগতি কুঠারহস্তে সাহায্যার্থ প্রধাবিত হইত, বর্ত্তমানকালের মুঝিকগণও সেইমত ডানিউবের পারবর্ত্তী স্বজাতীয় গোঁড়া ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলে সাহায্যার্থ প্রস্তুত হয়।

তাতারদিগের বর্ব্বরতা এবং গ্রামাদি বিধ্বস্তকারী বুসুরমানীদিগের * প্রতি বিষম ঘৃণাপ্রকাশ সম্বন্ধে শিক্ষিতশ্রেণীর কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বা প্রবাদগত স্মৃতি নাই, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি সহৃদয়তাপ্রকাশক মনোভাবটা যথেষ্ট আছে, সুতরাং "বুলগেরীয় হত্যাকাণ্ডের" পর, তাঁহাদিগের হৃদয়েও কৃষকদিগের ন্যায় ভাবের আবির্ভাব হয়। রুষীয় উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর চিরপ্রচলিত মনোগত ভাব, ধারণা এবং কল্পনা যাঁহারা রক্ষা করিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের পক্ষে যতই বিচিত্র বোধ হউক না কেন, আমি বলি যে, রুষীয় শিক্ষিতশ্রেণী যতটা সহৃদয়তাপ্রকাশক, এমত আর কোনশ্রেণী আছে, আমি এমত জানি না। মনুষ্যজাতির প্রতি উক্ত প্রকার সহৃদয়তাপ্রকাশটা অবশ্যই অনুক্ষণ অক্ষতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, এবং সময়ে সময়ে ইহা কতকটা উদ্বেলিত হইয়াও উঠে বটে, কিন্তু যে সময়ে ইহা দেখা দেয়, তখন ইহা এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, সেই সময়ে উক্ত শিক্ষিতগণকে বহুল পরিমাণে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিবার জন্য চালিত করে। এই এক

---

* ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ কালে রুষীয় কৃষকগণ, মুসলমানদিগকে বুসুরমানী বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান শাস্ত তাতারদিগের প্রতি ইহাদিগের কোন প্রকার শত্রুতা নাই, ইহা আমি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি, কেবল বিধ্বস্তকারী মুসলমানদিগের প্রতিই ইহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা আছে।

বলের উপর আবার একমূলোৎপন্ন সমজাতীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কামনা ছিল। এগুলি যে, নিতান্ত অস্ফুট ছিল এবং আছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অপ্রবলশক্তিশালী নহে। যে কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যগণ যুদ্ধ করিবে—প্রাণত্যাগ করিবে, সেটা কতক পরিমাণে অস্ফুট থাকিলেও মন্দ নহে।

ইহার এই ফল হয় যে, কয়েক হাজার ভলণ্টিয়ার (স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত) সৈন্য—তাহাদিগের সংখ্যা ঠিক কত যদিও তাহা জানি না, সম্ভবতঃ ৪০০০—রুষীয়া হইতে সারভিয়ায় গমন করে, এবং সাহায্যার্থ এককালীন প্রায় ত্রিশ লক্ষ রুবল মুদ্রা অর্থাৎ ইংরাজি ৪০০০,০০০ পাউণ্ড (৪০০০০০০০ টাকা) চাঁদা সংগৃহীত হয়। *

যদিও সারভীয়গণ কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না, তথাপি কিন্তু মস্কাউতে মহা উত্তেজনা এবং আনন্দ দেখা দেয়। তখন বলা হয়, "শ্লাভ-প্রশ্নটী এখন রাজদূতদিগের দুর্ব্বল হস্ত হইতে লোকসাধারণের প্রবল হস্তে আসিয়াছে, এবং এবং তাহা শীঘ্রই অতীব সন্তোষপ্রদরূপে মীমাংসিত হইবে। রুষীয়ার উদার আগ্রহ, হৃদয়হীন জীর্ণ পাশ্চাত্য-য়ুরোপকে লজ্জা দিতেছে। আমরা এবং শ্লাভগণ, অভিন্ন এক এবং তাহাদিগের মুক্তিসাধন করা আমাদিগের ঐতিহাসিক দৌত্যের একটী প্রধান অংশস্বরূপ। তাহারা আমাদিগের ভ্রাতা, এবং শ্লাভজগৎ, শত্রুস্বরূপে পাশ্চাত্যের সহিত যে মহান সংগ্রাম চালাইবেই, তাহারা সেই সংগ্রামে আমাদিগের স্বাভাবিক মিত্রস্বরূপ যোগ দিবে। এই শত্রুতা এক্ষণে সকলেই বেশ জানিয়াছেন, কারণ প্যশ্চাত্য জাতিগুলি, তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে, অন্যপক্ষে সাহসী বীর সেরেনায়েফ, সারভীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিতেছেন, এবং তাঁহার অধীনে বহুল রুষীয় যুদ্ধ করিতেছে। শ্লাভদিগের প্রার্থনীয় কাজটা, আমাদিগেরও প্রার্থনীয় কাজ, এবং জগদীশ্বরের সহায়তায় আমরা আমাদিগের উৎপীড়িত ভ্রাতাদিগকে বিদেশীয়গণের কঠোর অধীনতাশৃঙ্খল হইতে উন্মোচন করিব।"

মস্কাউতে উক্তবিধ মতবাদ প্রকাশ হইতে থাকে। সেণ্টপিটার্সবর্গের অনেকে অন্যবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন, এবং তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে বলিতে থাকেন,—

"যদিও আমরা হৃদয়ের সহিত তুর্কদিগের কুশাসন এবং অত্যাচারের নিন্দা করিতেছি, এবং উৎপীড়িত খ্রীষ্টানদিগের প্রতি অকৃত্রিমভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন

---

* এই টাকার মধ্যে মস্কাউস্থ সভা ৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ৫৮৩৫৪২ রুবলমুদ্রা ব্যয় করেন। নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিষয়ে ব্যয় করা হয়,—

বোসিনা এবং হারজিগোবিনার দুস্থপরিবারবর্গের এবং হারজিগোবিনার সাহায্যার্থ	১৩৫৫৮৩
সারভিয়াস্থ রুষীয় ভলণ্টিয়ারগণ	১৪০০০০
সারভিয়ার পীড়িত এবং আহতগণ	৪৭০৫২
বুলগেরিয়ায় দাতব্য উদ্দেশ্যে	৩৮০৫৮
বুলগেরিয়া এবং বোসিনা হইতে যাহারা সারভিয়ায় পলাইয়া আশ্রয় লয়	১৩০৪০

করিতেছি, কিন্তু বর্ত্তমানে শ্লাভজাতির মুক্তিদানরূপ বিরাট কার্য্যে রুষীয়ার হস্তক্ষেপ করা উচিত, আমরা এমত বিবেচনা করি না। সেরূপ মহান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, বহুল উপকরণ এবং অর্থের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমাদিগের তাহা নাই। আমাদিগের সত্তিনিষ্ট এবং 'সামান্য-বিয়ারমদ্য হিতৈষীগণ' (ভাসনিক পেট্রিয়টি) যেন এখন স্বদেশের দিকে কতকটা দৃষ্টিদান করেন। তাঁহারা যাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতেছেন, তাহাদিগের জন্য যুদ্ধ করিতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা সেই ভ্রাতাদিগকে আদৌ চিনেন না বা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। শ্লাভজাতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও কল্পনাটা এখনও নিতান্ত অস্ফুট হইয়া আছে, এবং আমাদিগের স্বদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে এত অধিক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উপস্থিত যে, সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি দৃষ্টিদান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। প্রকৃত তথ্যস্বরূপ আমাদিগের হারজিগোবিনীয়গণ গুরুতর ভারাক্রান্ত, এবং অশিক্ষিত কৃষকস্বরূপে রহিয়াছে। অপরিচিতগণের সাহায্য জন্য তাহাদিগের সেই গুরুকরভার আরও বৃদ্ধি করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য? যেরূপই ঘটুক না কেন, আমরা এক্ষণে যাহা করিতেছি, তাহা না করাই আমাদিগের বিহিত। যদিই আমাদিগকে সাহায্য দিতে হয়, তাহা হইলে আইনসঙ্গত নিয়মিত উপায়ে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য। সারভিয়াতে যে, ভলণ্টিয়ার সৈন্য পাঠান হইয়াছে, ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিধি ভঙ্গ করা হইয়াছে, এবং এইসূত্রে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, যখন আমরা নিজেই স্বাধীনতা পাই নাই, তখন অপরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে যাওয়া কতদূর উপহাস্য হইবে।"

উক্ত যুক্তিগুলি অনেকটা বলবৎ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পক্ষ যুদ্ধ চাহেন, সে পক্ষ এ কথায় ভুলেন না, এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দেন,—

"যখন আমাদিগের ভলণ্টিয়ারগণের রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তখন দর্শন-শাস্ত্রানুসারে 'শ্লাভ-কল্পনা' আলোচনা করিবার কথা বলিবার কি ইহা উপযুক্ত সময়? যে সময়ে তুর্কগণ, সারভিয়া বিধ্বস্ত করিয়া, তথাকার অধিবাসীগণকে হত্যা করিবার জন্য মহাভয় দেখাইতেছে, এবং যে সময়ে চিরদিন রুষীয়ার প্রকৃত অনুরক্ত সাহসী মণ্টেনিগ্রোবাসীগণ, নিষ্ঠুর ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদলের হস্ত হইতে বীরত্বের সহিত আপনাদিগের স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, সেই সময়ে কি না আমাদিগের হৃদয়হীন অল্পবিদ্যায় গর্ব্বিতগণ বলিতেছেন যে, ইহাদিগকে সাহায্য করা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগের সাহিত্য এবং ইতিহাসটা আরও উত্তমরূপে আলোচনা করা আবশ্যক! সারভীয় এবং মণ্টে-নিগ্রীণগণ এই বিশ্বাসে সমরে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, রুষীয়া শীঘ্রই তাহাদিগের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে সেণ্টপিটার্স বর্গস্থ দার্শনিকগণ, তাহাদিগের নিকট আমাদিগকে ধীরভাবে বলাইতে চাহেন যে, 'আমরা এখন প্রস্তুত নহি,'

সুতরাং তোমরা আমাদিগের সাহায্য প্রত্যাশা করিও না। আমরা এখনও স্লাভ-প্রশ্নটী ভালরকম আলোচনা করিতে পারি নাই। আয়ব্যয়সংস্কার এবং অন্যান্য যে সকল প্রশ্ন, আমাদিগের বিশেষ মঙ্গলমূলক, তৎসমস্তের প্রতি আমাদিগকে অগ্রে মনোযোর্গ দিতে হইবে। হয়ত ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে—যে সময়ে তোমাদিগের দেশ বিধ্বস্ত, তোমাদিগের পুত্রগণ উৎপীড়িত এবং নিহত এবং তোমাদিগের ভার্য্যা ও কন্যাগণের সতীত্ব নষ্ট হইবে, সেই সময়ে তোমরা আমাদিগের সহানুভূতির যে দাবী করিতেছে, তাহা সযত্নে বিবেচনা করিয়া দেখিব।' যে উদার রুষীয়া, যাহাদিগকে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং যাহারা এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে উৎকণ্ঠার সহিত আমাদিগের সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছে, সেই রুষীয়া তাহাদিগকে কি এমন কথা বলিতে পারে?”

সারভিয়াকে যে, অরাজকীয়ভাবে অনিয়মিতরূপে সাহায্য প্রদান করা হইতেছিল, সামরিক এবং রাজনৈতিক চক্ষে তাহা বিফল বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। রুষীয় কৃষকশ্রেণী হইতে যে সকল লোক ভলণ্টিয়ার অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকরূপে ধর্ম্মোদ্দেশে উত্তেজিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ধর্ম্মোদ্দেশে সমরকারীর ন্যায় বীরত্বপ্রকাশ করে এবং কতকগুলি সেনানায়কও বীরত্বের সহিত প্রশংসনীয়রূপে কর্ত্তব্য পালন করেন; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করে, এবং রুষীয়ার নাম যাহাতে ঘৃণ্য এবং কলঙ্কিত হয়, তাহারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগে তাহাই করিতে থাকে। অন্যপক্ষে যেমন আশা করা গিয়াছিল, সারভীয় সৈন্যদল সেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে না, এবং সেই জন্যই তাহাদিগের উপরিতন রুষীয় সেনানায়কগণ তাহাদিগের প্রতি সতত বিশেষ সদয়ব্যবহার করেন না। রক্ষিত এবং রক্ষকদিগের মধ্যে এই যে, শত্রুতামূলক মনোভাবের উৎপত্তি হয়, রুষীয় সংবাদপত্রগুলি কিছুকাল তাহা সযত্নে চাপিয়া রাখেন; কিন্তু সত্যটা ক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সুতরাং সেইসূত্রে জনসাধারণের মনে অন্য ভাবের উৎপত্তি হয়। সেই সময়ে সারভীয়দিগের প্রতি রুষগণের পূর্ব্ব সদয়ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, এবং আর একটী বিখ্যাত বক্তৃতাকালে তাহারা মণ্টেনিগ্রোবাসীগণের মত নহে এমত অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। সেইসূত্রে “সেণ্টপিটার্সবর্গের দার্শনিকগণ” আবার অগ্রসর হইয়া, জয়যুক্তস্বরে বলিতে থাকেন,—

“সারভিয়ায় আমাদিগের ভলণ্টিয়ারদিগের কার্য্যের ইতিহাস পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, স্লাভজাতির মুক্তিসাধন জন্য যে নৈতিক উপায়ের এবং বলের প্রয়োজন, রুষীয়ার তাহা নাই। সভ্যশ্রেণী সকলের অধিকাংশই শোচনীয় আদর্শস্বরূপ অসার। তাহাদিগের পক্ষে বেলগ্রেড বা আলেকজিলাজে গমন করা দুশ্চরিত্র এবং লাম্পট্য জীবনের একটা আনন্দজনক ঘটনা মাত্র। সেরেনায়েফের অধীনে যে সকল রুষীয় সৈনিক আছে, তাহাদিগের দুর্নীতি, কেবলমাত্র আদর্শ রুষীয়া মাত্র। সারভীয়গণ, অবশ্য তাহাদিগের উদ্ধারকর্ত্তাদিগকে দণ্ড দিতে পারে

না, কিন্তু একাধিক জন রুষীয় সেনানায়ক, আপনার অধীনস্থ সৈন্যের দ্বারা হত হইয়াছেন। অন্য জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি এবং স্বাধীনতা স্থাপন করিবার আমরা উপযুক্ত লোক!"

সারভীয়গণ রণক্ষেত্রে যে বাধাদান করিতেছিল, তাহা একেবারে বিফল হইয়া যায়, কিন্তু জারের যুদ্ধঘোষণাপত্র দ্বারা বিজয়ী তুর্কগণের অগ্রসর হওন রহিত হয়, এবং কয়েক সপ্তাহ পরে প্রধান প্রধান রাজগণের প্রতিনিধিগণ কনষ্টাণ্টিনোপলে কনফারেন্স নামক মন্ত্রণাসমিতিতে সমবেত হয়েন। সেই মাননীয় সমিতির কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা বা সমালোচনা করিতে, এবং শেষ যে রাজনৈতিক প্রস্তাবাদি উপস্থিত করা হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু রুষীয়ার সাধারণ মতবাদটা তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ হইয়া দাঁড়ায়, আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতে পারি। মস্কাউ এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গ উভয়ত্রই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, যে সময়ে উক্ত মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইতেছিল, সেই সময়ে ব্রিটিসরাজদূত গোপনে গোপনে তুরস্ককে সমরে উত্তেজিত করিয়া দেন, এবং রুষীয়া যাহাতে য়ুরোপের চক্ষে নিতান্ত অবনত হইয়া পড়ে, লর্ড বিকন্সফিল্ড দৃঢ়রূপে সেই উদ্দেশ্যের অনুগামী হইয়া চলেন। মন্ত্রীসমাজের কয়েকজন সভ্য, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যে ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহাতে সেই বিশ্বাসটা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। মন্ত্রীসমাজ, রুষীয়ার পলায়নের জন্য কিরূপ স্বর্ণসেতু নির্ম্মাণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন যখন তাহা প্রকাশ করেন, তখন সেই কথাটা রুষীয়গণ অপমানের তুল্য জ্ঞান করে এবং জারকে তখন জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য রুষীয়সাধারণে দৃঢ়রূপে আহ্বান করিতে থাকে।

জনসাধারণের এই মহা উত্তেজনার সময়ে রুষীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ কার্য্য করেন এবং কিরূপ লক্ষ্য রাখেন, এখন আমাদিগকে তাহা আলোচনা করিতে হইবে। অতএব এখন সকলপ্রকার দাহ্যমান পদার্থপূর্ণ আগোরা ত্যাগ করিয়া, ধীর স্থির মন্ত্রণাকক্ষে "শেষ কপর্দ্দক ব্যয় এবং শেষ রক্তবিন্দুদান" সম্বন্ধে বক্তৃতাকারী উত্তেজিত বাগ্মীদিগের দ্বারা যে সকল দায়ী ধীরচেতা নীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা উপায়-সুযোগ নির্দ্ধারণের ভারপ্রাপ্ত, এবং যাঁহারা আয়ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত, কর, জাতীয় ঋণ, এবং রাজনৈতিক দৌত্যের গোলযোগ প্রভৃতি নীরস বিষয়ের চিন্তা করিয়া থাকেন. তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের যাওয়া যাউক। লোকসাধারণের হৃদয়ে যেরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, উক্ত নীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাগণ সেইরূপ ভাবাক্রান্ত হইলেও এবং জাতীয় বিধিসঙ্গত—তৎসহ কতকগুলি অবিধিসঙ্গত—আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতি বিশেষ কার্য্যকরী সহানুভূতিমূলক মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত থাকিলেও যে দেশহিতৈষিতা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসাহ-আগ্রহ, যে অনিবার্য্য ভবিষ্যফলের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে ঘৃণা করে, তাঁহাদিগের পক্ষে তৎপ্রতি দৃষ্টিদান করা প্রয়োজন ছিল। মোট হিসাবটা প্রস্তুত করিয়া, জমা এবং খরচ দুইটার প্রতি

দৃষ্টিদান করা তাঁহাদিগের যেমন কর্ত্তব্য ছিল, সেইমত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রার্থনীয় এবং অপ্রার্থনীয় ভবিষ্য ব্যয়ের উপর দৃষ্টিদান করাও আবশ্যক ছিল।

সাধারণের তখন ঐই বিশ্বাস হয় যে, সেন্ট পিটার্সবর্গের মন্ত্রিসমাজ প্রথম হইতেই পরে কি কি করা হইবে, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট তালিকা ভিতরে ভিতরে নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, তবে প্রকাশ্যে তাঁহারা যে সরল রেখা হইতে দূরে অবস্থান করিতে থাকেন, তাহা কেবল সাধারণ-সহানুভূতি আকর্ষণ এবং বিদেশীয় রাজগণকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য চতুরতা করিতে থাকেন মাত্র। সে সময়ে পিটার দি গ্রেটের উক্তি সম্বন্ধে এবং সেই মহান সংস্কারকের পরবর্ত্তী সম্রাটগণ যেভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক সেই উপদেশটী কার্য্যে পরিণত করিয়া আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইতে থাকে; এবং যে সকল আকস্মিক এবং উত্তেজক প্রাবল্য অন্যান্য রাজ্যের বৈদেশিক নীতির উপর সবিশেষ ক্ষমতা চালনা করে, রুষ গবর্ণমেন্ট সেরূপ প্রাবল্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এমত প্রকাশ করা হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর অনেক লোক এই উক্তিটা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু যাঁহারা রুষীয়ার গত দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এই মতের পোষকতা করিবেন না। একটা বিখ্যাত ঘটনায় সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ, একখানি যুদ্ধের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবামাত্র একটী অবোধ মক্ষিকার দোষে সেই পত্রে কালি পতিত হওয়ায়, সাম্রাজ্ঞী সেইসূত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে ক্ষান্ত হয়েন। একথাটা সত্য কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু এই কথাটার বিশেষ বৈচিত্র্য আছে, এবং অতি সামান্য সামান্য কারণ হইতে অনেক প্রধান প্রধান জাতীয় ঘটনাগুলির উৎপত্তি হয়, ইহা যিনি লিখিতে ইচ্ছা করেন, আমি সজ্ঞানে তাঁহাকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ জন্য রুষীয়ার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে বলিতেছি। রুষীয়ার বৈদেশিক নীতির একটা যুক্তিযুক্ত ক্রম আছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেই ক্রমটী কোন একটা স্বতন্ত্র ধারণা বা বিশ্বাসসম্ভূত অথবা শাসনকর্ত্তাদিগের ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় অন্তর্দ্দৃষ্টিদানশক্তি হইতে উদ্ভূত নহে। বরং ঘটনাবলী, এবং যে সকল স্থায়ী প্রাবল্যগুলিকে শাসনকর্ত্তাগণ বুঝিতে পারেন না এবং প্রায়ই সেই প্রাবল্যগুলির বাধাপ্রদান করেন, সেই অবস্থা এবং প্রাবল্যগুলি হইতেই সেই ক্রম আসিয়া দেখা দেয়। যদিও রুষ গবর্ণমেন্ট কোনকালেও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলির বা প্রকাশ্য সাধারণ সভাগুলির জিদের অধীন হয়েন নাই, কিন্তু অন্যবিধ অযুক্তিযুক্ত প্রাবল্যের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া আসিয়াছেন। রুষীয়ার যথেচ্ছাচারী সম্রাটগণ কিছু সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা নহেন, অথবা মূর্ত্তিমান মূলনীতিসূত্রও নহেন, তাঁহারা রক্তমাংসবিশিষ্ট মানব, এবং যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমরা তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করি, ততই আমাদিগের এরূপ প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁহাদিগের রক্ত এবং মাংস সাধারণ নরদিগের অপেক্ষা মূলতঃ ভিন্ন নহে। স্বেচ্ছাচার শাসনশক্তিটা "দেবতারাও যে ভয়াল, ভাগ্যের অধীন হয়েন তৎস্বরূপ"

আলেকজাণ্ডার, যিনি সমুচ্চ প্রতিভাস্বরূপ বা অটল মতবাদী ছিলেন না, তাঁহার মত লোকের হস্তে সেরূপ যথেচ্ছাচার শাসনশক্তি পতিত হইলে, সে শক্তিটা তখন গ্রীক জিউসের ন্যায় মূর্ত্তিধারণ করে—গ্রীক জিউসের স্থির বিচারশক্তি এবং দৈব ধীরতা যেমন প্রায়ই মানবদিগের মনোবৃত্তিসম্ভূত কামনার দ্বারা বিচলিত হইত এবং তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যেমন তৎক্ষণাৎ স্বীয় বজ্র নিক্ষেপ করিতেন, উক্ত যথেচ্ছাচারশক্তিও সেইমত করিয়া থাকে।

যে সকল ঘটনাবলী হইতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সকল ঘটনাসম্বন্ধে রুষ গবর্ণমেণ্ট কিরূপ নীতিপ্রয়োগ করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, উক্ত কথাটী যেন অবশ্য অবশ্য আমাদিগের স্মরণ থাকে। রাজপুরুষদিগের প্রাবল্যেই প্রজাসাধারণের মধ্যে উদ্রেক-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই তাহা চালিত হয়, এই সহজ সূত্রটী যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে, আমাদিগকে অসীম গোলযোগ এবং পদে পদে প্রতিবাদের মুখে পতিত হইতে হইবে; অন্যপক্ষে যদি আমরা এই সহজ তথ্যটী স্বীকার করিয়া লই যে, "রুষীয় শাসকগণ আমাদিগের ন্যায় মনোবৃত্তিযুক্ত লোক" হওয়ায়, তাঁহারা কতকটা রাজনৈতিক কারণে এবং কতকটা চারিদিকের নৈতিক কারণের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই প্রকৃত পন্থাটী অবিলম্বেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যাঁহারা সেণ্ট পিটাসবর্গের রাজনৈতিক কার্য্যের গুপ্ত মূল চালকযন্ত্রটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিলক্ষণরূপেই জানেন যে, মানসিক আবেগ এবং আকস্মিক প্রাবল্যটা, ভ্রান্তপদক্ষেপসূত্রে শেষটা সমর-ঘোষণাকার্য্যে অনেকটা অংশ অভিনয় করিয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া, সিংহাসনের চতুর্দ্দিকস্থ রাজনৈতিক আকাশটা ক্রমাগত ভয়ঙ্কররূপে সমান্দোলিত হইতে থাকে। কোন কোন সময়ে রাজনৈতিক তাপমানযন্ত্রের পারদ যথাস্থানে ধীর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে হঠাৎ নামিয়া পড়িত, এবং রাজনৈতিক প্রবলবাত্যার আকস্মিক আবির্ভাবের লক্ষণ প্রকাশ করিত। সে সময়ে সকলেই জ্ঞান করিতে থাকে যে, রুষীয়ার পক্ষে সৈন্য এবং রাজস্বের বিশেষরূপে সংস্কার জন্য কয়েকবর্ষ ব্যয় করা কর্ত্তব্য; এবং সে সময়ে ইহাও সেইমত পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায় যে, রুষীয়া, যাহাকে উৎসাহদান করিয়া আসিয়াছে, এবং যে, রুষীয়ার আশ্রয়-সহায়তা প্রতীক্ষা করিতেছে, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে, রুষীয়া কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হওয়াতেই মহান প্রাচ্যপ্রশ্ন উপস্থিত না করিয়াই অন্য কোন উপায়ে স্লাভদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে, এমত কোন মধ্যবর্ত্তী উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য বারম্বার রাজদূতদিগের অবলম্বনীয় রাজনৈতিকযন্ত্র পরিচালিত করা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন দৃশ্যমান ফল প্রকাশ পায় না, বরং তদ্বিপরীতে রুষ গবর্ণমেণ্ট, অনুত্তেজিত অবস্থায় যে কাজটী যাহাতে করিতে না হয়, এমত ইচ্ছা করিতেন, সেই কার্য্যেই ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। যুদ্ধের

পক্ষাবলম্বী সম্প্রদায় যদিও উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত ঘোষণা করিতে থাকেন যে, রুষীয়া, যুদ্ধ করিতে ইতস্তত করিয়া আপনাকে অবনত এবং কলঙ্কিত করিতেছে, সম্রাট তথাপিও এমত আশা অবলম্বন করিয়া থাকেন যে, মহান যুদ্ধ নিবারিত হইতে পারে। সম্রাট স্বভাবতই প্রশান্ত এবং বহুলপরিমিত সহজজ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত ছিলেন, সুতরাং তিনি যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহার দায়িত্ব কিরূপ সমধিক, তাহা তিনি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং কল্পনাপ্রিয় পরিণামচিন্তা-শূন্য প্রজারা তাঁহাকে যে বর্ব্বর উত্তেজনামূলক প্রস্তাবমত কাজ করিতে বলে, তিনি আদৌ তাহা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি স্বীয় শাসনের প্রথমেই অনেক মহান কার্য্য করিয়াছিলেন—সেই কার্য্যগুলির জন্য য়ুরোপের ইতিহাসে তাঁহার নামটী অবশ্যই উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবে—এবং যদিও তাঁহার চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়, কিন্তু তথাপি এমত কতকগুলি কারণে তিনি এরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন যে, অনিশ্চিত মহান কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। যে প্রাচ্যপ্রশ্ন মীমাংসার জন্য ইতিপূর্ব্বে রুষীয়াকে বহুল অর্থব্যয় এবং যথেষ্ট রক্তপাত করিতে হইয়াছে, সেই প্রশ্নটী পুনরায় উপস্থিত করিবার যে, উপযুক্ত সময় আইসে নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা বুঝিবার কোন বাধা ঘটে না। রুষ সাম্রাজ্যটী অনতিপূর্ব্বে অনেকগুলি বিরাট সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তখনও পরিবর্ত্তন-অবস্থায় পতিত ছিল। যদিও সেসূত্রে রাজস্বের তাদৃশ বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু প্রজাপুঞ্জ সে সময়ে গুরুকরভারে আক্রান্ত ছিল, এবং বহুব্যয়সাধ্য দীর্ঘস্থায়ী সমরের ব্যয় পূরণ করিতে পারে, ধনাগারের সেরূপ উন্নত অবস্থাও ছিল না। সৈন্যদলকে সবে মাত্র সেই সময়ে নূতন প্রণালীতে সংগঠন করা হইয়াছিল, এবং সেই নবসৃষ্ট সৈন্যদলের যোগ্যতাও সে সময়ে পরীক্ষিত হয় নাই। অন্যান্য যে সকল রাজ্য এই প্রাচ্যপ্রশ্নে সংলিপ্ত ছিল, সে সকল রাজ্য অন্য কোন বিভ্রাটে আবদ্ধ ছিল না, এবং যদি দেশ জয় করিবার কোন কামনা করা হয়, তাহা হইলে সেই সকল রাজ্য কখনই উদাস দর্শকের ন্যায় অবস্থান করিবে না, ইহাও বিবেচিত হয়। এমন কি সে সময়ে কেবলমাত্র তুরস্কের সহিতও যুদ্ধ করা প্রার্থনীয় বোধ হয় না। যদিও সেরূপ যুদ্ধে রুষীয়া শেষটা নিশ্চয়ই সফলতালাভ করিবে, কিন্তু মহান বিপদ এবং বহুল অর্থ এবং সৈন্যনাশ ব্যতীত সে সফলতা সঞ্চিত হইবে না, এমত অনুমিত হইতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরগুলি অবিলম্বেই শত্রুপক্ষের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং ডানিউবের তীরস্থ দুর্গগুলি, আক্রমণাভিলাষী সৈন্যদলের পক্ষে বিষম বাধাস্বরূপ অবস্থান করিতে থাকিবে। সম্মুখস্থ শত্রুর অপেক্ষা অষ্ট্রীয়া যে পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে, তাহা আরও বিপজ্জনক এবং যুদ্ধজয়ের ফলস্বরূপ তুরস্কের নিকট হইতে যে কিছু প্রদেশ পাওয়া যাইবে, সেসম্বন্ধে অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে নীরবে সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে, এরূপ অনুমিত হইতে থাকে। আমরা যদি এইগুলি স্মরণ করি, তাহা হইলে সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি যে, রুষ গবর্ণমেণ্ট সততার সহিত সারভিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোকে যুদ্ধে ক্ষান্ত রাখিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বোস্নিয়া ও হারজিগোভিনায় যাহাতে আশু শান্তি স্থাপিত হয়, বাস্তবিক সেরূপ ইচ্ছাও করিয়াছিলেন।

কেহ এমত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তবে কেনই বা জার পরিষ্কার এবং অভ্রান্ত ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন না এবং তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে উদ্রেক-উত্তেজনা হয়, তিনি তাহা কেনই বা বিশেষরূপে দমন করেন না?

উক্ত প্রশ্নের সাধারণ্যে এই উত্তর দেওয়া হয় যে, সেই উদ্রেক-উত্তেজনা এত প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়াছিল যে, সম্রাট তাহা দমন করিতে পারিতেন না, এবং সাধারণ্যে যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাগণ যেমন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসননীতি-প্রশ্ন হইতে প্রজাদিগের মনোযোগ অন্যত্র অর্পিত করাইবার জন্য সময়ে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন, জারের পক্ষেও সেইমত যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিহিলিষ্ট নামক ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহীদিগের এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী সভাগুলির অস্তিত্বই রুষ গবর্ণমেণ্টকে দেখাইয়া দেয় যে, রাজ্যের ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত রাজনৈতিক আবেগস্রোত বিলক্ষণ চলিতেছে, সুতরাং যে উপায়টী সম্পূর্ণ নিরাপদজনক বলিয়া প্রমাণিত, সেই উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। এই যুক্তিটা অতীব প্রশংসনীয় বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার শেষ সিদ্ধান্তটা ভ্রান্ত, কারণ ফ্রান্সের নেপোলিয়নের স্বেচ্ছাচারিতা এবং রুষীয়ার সম্রাটের যথেচ্ছাচারিতা যে তুলনায় সমান বলিয়া জ্ঞান করা হয়, সেটা কেবল কল্পনা মাত্র। নেপোলিয়ন কেবল ফ্রান্সের উপর প্রবল সৈন্যবল চালনা করিয়া কৃত্রিম স্বেচ্ছাচারিতাশক্তি পাইয়াছিলেন মাত্র, অন্যপক্ষে রুষ-সম্রাটের যথেচ্ছাচারশাসনশক্তিটী স্বাভাবিকরূপে সৃষ্ট, বহুশতাব্দী হইতে পূজিত এবং কেবল মূর্খ কৃষকসাধারণের দ্বারা নহে, শিক্ষিতশ্রেণীর সমধিকাংশের দ্বারা সম্মানিত। রুষীয়ার জারগণ আজিও কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় রাজ্যশাসন করিতেছেন, এবং তাঁহারা প্রজাদিগের ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টিদান না করিয়াই আপনাদিগের যেমন ইচ্ছা সেইমত শাসন করিতে ক্ষমবান। বর্ত্তমান সম্রাট বরাবরই প্রজাসাধারণের মতবাদ এবং কামনার প্রতি সুদৃষ্টিদান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোনপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে উক্ত মতবাদ বা কামনার অধীন হয়েন নাই। যে সময়ে হারজিগোভিনার বিদ্রোহীগণ এবং তাহাদিগের সারভিয়াস্থ বন্ধুগণ, প্রাচ্যপ্রশ্ন উপস্থিত করে, তখন তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে শ্লাভদিগের উপর সহানুভূতি প্রকাশ না করিতে দিতে পারেন না বটে, কিন্তু তিনি মনে করিলে, শ্লাভজাতির সাহায্যার্থ নিয়োজিত সভাগুলির সমস্ত শাখাই স্থগিদ করিতে, ভলণ্টিয়ার সৈন্যসংগ্রহ নিবারণ করিতে এবং প্রজাসাধারণের প্রকাশ্যে উত্তেজনা প্রদর্শন নিষেধ করিতে পারিতেন।

কিন্তু ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্রাট কতকটা এই উদ্রেকে যোগদান করিতে বলপূর্ব্বক বাধ্য হয়েন। দক্ষিণাঞ্চলের শ্লাভদিগের আকাঙ্ক্ষাগুলি যতই কেন ভ্রান্তিমূলক হউক না, সেগুলি কিন্তু নানা উপায়ে রুষীয়ার রাজনৈতিক প্রাবল্য বর্দ্ধিত করে, এবং রুষীয়ার যে সম্রাট স্বীয় রাজ্যের প্রাধান্য রক্ষা এবং বিস্তার

কারতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই তৎপ্রতি দৃষ্টিদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেই জন্যই শ্লাভজগতে কোন একটা মহান উদ্রেক ঘটিবামাত্রই রুষীয়ার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে তাহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে। আমার বিশ্বাস যে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যপ্রশ্নটী পুনরায় উপস্থিত করা হয়, রুষীয়ার এমত ইচ্ছা ছিল না। সেন্ট পিটার্সবর্গস্থ রাজনীতিজ্ঞগণ কিছুদিন হইতে মনে করিতে থাকেন যে, হত্যাকাণ্ডটা শীঘ্রই নিবারিত হইবে, এবং "কার্য্যমূলক ঔদাস্য" প্রভৃতি প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত গোলযোগ এবং বিভ্রাট বিদূরিত করা যাইতে পারিবে। যখন তাঁহাদিগের সেই ভ্রান্তিমূলক অনুমান ব্যর্থ হইয়া যাইল, এবং পীড়িত মনুষ্য (তুরস্ক), সারভিয়ায় অপ্রত্যাশিতরূপে বিষম সামরিকশক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন জার, অনির্দ্দিষ্ট দায়িত্বের ভার কতদূর গুরু, তাহা যেমন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, সেইমত প্রধান প্রধান রাজগণের মতের ঐক্য রক্ষার দ্বারা সেই গুরুভার হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিতে থাকেন। তৎপরে জুনিসের পতন ঘটে, সুতরাং সেইসূত্রে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। তিনি যদি সারভিয়াকে অসি এবং অগ্নি দ্বারা বিধ্বস্ত হইতে দিতেন, তাহা হইলে শ্লাভজাতির সকল সম্প্রদায়ের নিকটই রুষীয়দিগের নামটা নিতান্ত ঘৃণ্য এবং ভৎর্সনার যোগ্য হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তিনি তখনও যাহাতে যুদ্ধ না ঘটে এমত সম্ভবমত ইচ্ছা করিতে থাকেন, সেই জন্যই তিনি সে সময়ে সকলপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এমত প্রকাশ করিয়া দেন।

যে সকল কার্য্য রুষ গবর্ণমেণ্টকে সমর করিতে বাধ্য করিয়া ফেলে, তন্মধ্যে মস্কাউর ক্রিমলিনে সম্রাটের বক্তৃতা একটী। মাননীয় সম্রাট প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি উৎপীড়িতদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, এবং যদি তিনি সমগ্র য়ুরোপকে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এ বিষয় ধার্য্য করাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজে একাকীই করিবেন এবং তুরস্ক যদি স্বীয় খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলেই যুদ্ধ রহিত হইবে। কিন্তু তুরস্ক সেরূপ অনুগ্রহপ্রকাশ করিতে একেবারে অসম্মত হওয়ায়, শেষ সমর বিঘোষিত করা হয়।

যুদ্ধের প্রারম্ভে রুষীয়া কতিপয় সমরে জয়লাভ করে। আসিয়ার আর্দ্দাহান অধিকার এবং কারস আক্রমণ করা হয়। য়ুরোপে রুষ সৈন্যদল কিছুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া, ডানিউব পার হইয়া গিয়া, বুলগেরিয়ার প্রাচীন রাজধানী টারনোভা অধিকার করে। যে সময়ে রুষীয় জনসাধারণে সৈন্যদলের দ্রুতগমনমূলক সফলতায় মহানন্দ প্রকাশ করিতে থাকে; সেই সময়ে সংবাদ আইসে যে, দ্বিতীয় প্রাকারস্বরূপ বালখান ভেদ করা হইয়াছে এবং জেনেরল গুরকো দ্রুতগতি আড্রিয়ানোপল অভিমুখে গমন করিতেছেন। ষ্টাম্বুল বলপূর্ব্বক হঠাৎ অধিকার করিয়া লইতে পারা যাইবে না কি? সেরূপে কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করা সম্ভব ভাবিয়া, সামরিক আগ্রহটা প্রবল হইয়া উঠে, এবং সমরপক্ষের লোকেরা আপনাদিগের সমরনীতিটা যে ন্যায়সঙ্গত উক্ত তথ্যাবলম্বনে তাহা বিস্ময়রবে প্রকাশ করিতে থাকেন। যে

কোন বিষয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়কারী লোকেরা ভাবে যে, পীড়িত লোকটা (তুরস্ক) অবশেষে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে এবং প্রাচ্যপ্রশ্নটা এতদিনে মীমাংসিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পীড়িত লোকটা কেবল ক্ষণিক নিদ্রা গিয়াছিলমাত্র, এবং শীঘ্রই সে আপনার জীবনীশক্তির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে প্রবর্ত্ত হয়। রুষীয়ার যে বিজয়ী সৈন্যদল, আসিয়া মাইনরের মধ্যে অগ্রসর হইতেছিল, শীঘ্রই তাহারা জেভিন নামক স্থানে পরাস্ত হইয়া, শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিতাড়িত হয়। য়ুরোপেও রুষ সৈন্যদল কয়েক স্থলে ক্রমাগত পরাস্ত হইতে থাকে; রুষ সৈন্যদল যে প্লেভনা আক্রমণ করিতে যায়, তাহাতে তাহাদিগের যেমন বহুল ক্ষতি হয়, সেইমত তাহারা পরাস্ত হইয়া পলায়; তাহারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিলেও সেইমত শোচনীয় ফলপ্রাপ্ত হয়; গুরকোর বিখ্যাত আক্রমণটা সমরনীতি এবং রাজনীতির চক্ষে ভ্রমাত্মক কার্য বলিয়া প্রকাশ পায়; টুঞ্জার তীরে বুলগেরীয়গণ প্রথমে তুর্কগণকে হত্যা করে, শেষ তুর্কগণ বুলগেরীয়গণকে হত্যা করিতে থাকে; জনসাধারণে রণক্ষেত্র হইতে আগত পত্র দ্বারা জানিতে পায় যে, বুলগেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের লোকেরা আপনাদিগের মুক্তিদাতাগণের প্রতি কিছুমাত্র প্রীতি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে না; সেণ্ট পিটার্সবর্গের সংবাদপত্রসমূহের সংবাদদাতাগণ প্রকাশ্যরূপে প্রচার করেন যে, যে দীন এবং উৎপীড়িত রায়াদিগের শোচনীয় দশার জন্য এত দয়ার উদ্রেক হয়, সেই রায়াগণ রুষীয় কৃষকদিগের অপেক্ষা ধনবান এবং উৎকৃষ্ট অবস্থাপন্ন।

এই অপ্রীতিজনক তথ্যগুলি স্বভাবতই জনসাধারণের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দেয়, এবং যে সম্প্রদায় শান্তির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা যুদ্ধের বিপক্ষে মত দিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকেন, "ও সভিনিষ্টগণ! তোমাদিগের সেই গর্ব্বিত জয়লাভ এবং জয়গর্ব্বপ্রকাশক উক্তিগুলি এখন কোথায়? যে পীড়িত লোককে তোমরা তাহার অমতে তাহাকে সমাধিস্থ করিতে চাহিয়াছিলে, সেই পীড়িত লোকটাকে এখন তোমরা কি ভাবিতেছ? তোমরা—সংবাদপত্রের সম্পাদক নায়কগণ!—তোমরা যে আপনাদিগকে এবং জনসাধারণকে নিজে কশাঘাত করিয়া, মহাক্রুদ্ধ হইয়া, যে সময়ে যুদ্ধ করিবার কোন কারণ ছিল না, সেই সময়ে যুদ্ধের জন্য মহা চীৎকার করিয়াছিলে; কিন্তু এখন, তোমরা তুষ্ট হইয়াছ ত? তোমরা যে হাজার হাজার পরিবারকে অনাথ করিয়া দিয়াছ, তাহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিদান কর, এবং রাজ্যের প্রতিপ্রান্তে যে রোদনধ্বনি উত্থিত এবং প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তৎপ্রতি কর্ণপাত কর! এ সকল কেন করা হইল? যাহারা আমাদিগের সাহায্য চাহে না এবং আবশ্যক বোধ করে না, সেই লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ইহা ঘটিল। বুলগেরীয়গণ, তোমাদিগের স্বদেশের কৃষকদিগের অপেক্ষা অধিক সঙ্গতিশালী, এবং তাহারা বিংশতিবর্ষকাল তুরস্কের শাসনে থাকিলে যত না কষ্টপ্রাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হইত, এই নিষ্ঠুর সমরসূত্রে কয়মাসের মধ্যে তদপেক্ষা সমধিক কষ্টপ্রাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

অক্টোবর মাসের মধ্যসময়ে রুষীয়ার সৌভাগ্য-জোয়ার আবার ফিরিয়া আসিল, এবং পরবর্ত্তী কয়মাসকাল, যতদূর ন্যায়সঙ্গত আশা করা যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত সফলতালাভ হইতে লাগিল। আসিয়া মাইনারে মুক্তার পাশা, আলাজা ডাগ নামক স্থানে যে দৃঢ়রূপে অবস্থিত ছিলেন, সেখান হইতে তিনি বিতাড়িত হয়েন, আক্রমণকারীগণ বিশেষ ক্ষতি সহ্য না করিয়া কারস্ অধিকার করিয়া লয়েন এবং আরজারুম আক্রমণে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে বুলগেরিয়া হইতে সেইমত শুভসংবাদ আইসে। ১০ই ডিসেম্বরে ওসমান পাশা আত্মসমর্পণ করেন এবং যে প্লেভনা রুষীয়দিগের মধ্যে দুর্ভাগ্যের পরিচায়কস্বরূপ প্রবাদ কথায় পরিণত হয়,* রুষীয় এবং রৌমানীয় সৈন্যদল সেই প্লেভনা অধিকার করিয়া লয়। তুরস্কের দ্বারা বাধাদানের ইহাই প্রথম মহান পতন ঘটে। ভয়ানক তুষার এবং বরফ পতিত হইতে থাকিলেও দ্বিতীয়বার বাল্‌খান ভেদ পূর্ব্বক রুষীয় সৈন্যদল, দুর্দ্দমনীয় স্রোতের ন্যায় মারমোরাসমুদ্র এবং বসফরাস অভিমুখে ধাবিত হয়। যুদ্ধ স্থগিদ সম্বন্ধীয় সন্ধিবন্ধন শেষ হইবার পূর্ব্বেই রুষ সৈন্যদল প্রায় কনষ্টাণ্টিনোপলের নিকটে উপনীত হয়।

এইমত ক্রমাগত সফলতালাভসূত্রে রুষরাজ্যের সর্ব্বত্র পুনরায় আগ্রহ-উদ্যমের আবির্ভাব হয়, কিন্তু যুদ্ধারম্ভের প্রথমে লোকসাধারণের মনোভাব যেরূপ ছিল, এসময়ে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। যদিও এ সময় পর্য্যন্ত বুলগেরীয়া, বোসিনা, এবং হারজিগোভিনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদান এবং যাহাতে তাহাদিগের স্বাধীনতার প্রতি কোনপ্রকারে আর হস্তক্ষেপ করা না হয়, এরূপ প্রতিভূ লইবার জন্য অনেক বলা হইতে থাকে, কিন্তু "শ্লাভীয় কল্পনা" অর্থাৎ সমগ্র শ্লাভজাতির মুক্তিসাধনপূর্ব্বক রুষীয়ার অধীনে রক্ষা করিবার প্রস্তাবটা এসময়ে সর্ব্বপশ্চাতে—অন্ততঃ দূরবর্ত্তী মধ্যস্থলে গিয়া পড়ে, এবং সর্ব্বাগ্রে প্রশ্ন করা হয় যে,—আমরা যে, লক্ষ লক্ষ অমূল্য জীবন নষ্ট এবং লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলাম, তাহার বিনিময়ে আমরা কি ক্ষতিপূরণ পাইব? তখন বলা হয় যে, যে জন্য যুদ্ধ করা হয়, তাহার ফল অবশ্যই আমরা করায়ত্ব করিয়া লইব, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্যান্য রাজগণের কার্য্য দৃষ্টে শিক্ষালাভ করিয়া, আমাদিগের নিজের স্বার্থের দিকে দৃঢ় দৃষ্টি রাখিব। অকৃত্রিম নিঃস্বার্থভাবে রায়াদিগের মুক্তিসাধনরূপ মহান কার্য্য দ্বারা (যদিও রাজদূতগণ এই প্রস্তাবটীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করেন, কিন্তু লোকসাধারণের মধ্যে সমধিকাংশই এই প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করেন) য়ুরোপকে লজ্জাদান করিবার যে কল্পনা করা হইয়াছিল, সেই কল্পনাটী এই সময়ে সম্পূর্ণ উপহাস্য বলিয়া নিন্দিত হইতে থাকে, এবং যাঁহারা এসময়েও সন্দেহ করিতে থাকেন যে, আর এখনও সেই কল্পনার অধীন হইয়া আছেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন যে,

---

* আমার স্মরণ হয়, একদা একজন রুষীয় বণিক, স্বীয় একজন প্রতিবাসী বণিককে ভয়ানক অর্থকষ্টে পতিত হইতে দেখিয়া বলেন যে. "ইভান এগোরিয়া, কিছুকাল বেশ চালাইয়াছিলেন. এখন তিনি প্লেভনায় পতিত।"

কেবলমাত্র ভ্রান্তিমূলক বীরত্বপ্রকাশ ও সম্মানের জন্য, সম্রাটের স্বরাজ্যের আর্থিক স্বার্থ ত্যাগ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। রুষীয়া একাকী বহুব্যয়ে যখন প্রাচীন শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছে, তখন আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাচ্যপ্রশ্নের মধ্যে তুরস্ক লইয়া যতদূর কথা, ততদূর চূড়ান্তরূপে মীমাংসা করিয়া লইবে, এমত স্থির করা হয়।

তুরস্ক বাস্তবিক একেবারে অবনত—অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তখন এমত বোধ হইতে থাকে যে, জার যেরূপ সন্ধি-প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, সুলতান তাহার কোন বিষয়ের কোন আপত্তি না করিয়া, তাহাতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু রুষীয় রাজদূতগণ, জনসাধারণের অপেক্ষা তৎকালীন প্রকৃত অবস্থাটা বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই জানিতে পারেন যে, কেবলমাত্র একাকী সুলতানকে লইয়া সন্ধি করা যাইতে পারিবে না। পারিসের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী যে কোন রাজ্য এসময়ে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন, এবং যে নূতন বন্দোবস্ত করা হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য জিদ করিতে পারেন, এবং রুষীয়া যদি সেই রাজ্যকে এরূপে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না দেন, তাহা হইলে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ এবং সেই সমর দীর্ঘস্থায়ী হইবে, রুষীয় রাজনীতিজ্ঞগণ ইহাও বেশ জানিতেন। তাঁহারা এই বিপদ বুঝিতে পারিয়া, এবং এসময়ে তাঁহাদিগের স্বদেশের রাজধনাগার একেবারে শূন্য হইয়া যাওয়ায়, য়ুরোপীয় রাজগণের সহিত মহান সমরে লিপ্ত হইতে হইলে বিষম বিপদ ঘটিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সেই যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য সেণ্ট পিটার্স বর্গস্থ রাজদূতগণ, আপনাদিগের মতে যাহা নিতান্ত মধ্যবিধ দাবী বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইমত দাবী করিতে মনন করেন, এবং জেনেরল ইগনাটিয়েফ তদনুসারে এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। তাহা এরূপে প্রস্তুত করা হয় যে, তুরস্ককে ভিতরে ভিতরে একেবারে সারশূন্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। কিন্তু অন্যান্য রাজগণ হস্তক্ষেপ করিবার যাহাতে ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ প্রাপ্ত না হয়েন, তুরস্কের বাহ্যাকৃতি এমতভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থাও হয়।

উক্তবিধ উদ্দেশ্যে সান ষ্টিফানোর সন্ধিপত্র নির্দ্ধারিত এবং পবিবর্দ্ধিত করা হয়, কিন্তু উক্ত সন্ধিপত্রকারগণ যেরূপ ফল প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সেরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। যদিও এই সন্ধিপত্রে ষ্ট্রেট অর্থাৎ প্রণালীসকল সম্বন্ধীয় প্রশ্নে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করায় ইংলণ্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, এবং অষ্ট্রীয়া যাহাতে ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে মনে করিলে, বোসিনা এবং হারজিগোভিনা অধিকারভুক্ত করিয়া লইতে পারেন, সে বিষয়ে কোন প্রকার বাধা রক্ষা না করিয়া, অষ্ট্রীয়াকে শান্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেই সন্ধির ধারাগুলি দর্শন করিয়া, ইংলণ্ড এবং বিয়েনায় ভয়ানক ক্রোধবাত্যা উত্থিত এবং য়ুরোপের অন্যান্য রাজধানীতে ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রিন্স গর্টসেকফ অবিলম্বেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি একটা ভয়ানক ভ্রান্তির কাজ করিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভাবেন যে, অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজগণকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না দিবার একটা সহজ

উপায় অবলম্বনে এই বিভ্রাট হইতে উদ্ধার হইতে পারেন। কেবলমাত্র ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রীয়াই আপনাদিগের দাবির জন্য সমর উপস্থিত করিবেন মাত্র, সুতরাং সেই দুইটী রাজ্য একত্রিত হইলেই মহাবিপদ্ ঘটিবে, কিন্তু যদি দুইটীর মধ্যে একটীকে হস্তগত করিয়া অপরটীকে একক করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেই এই বিপদ নিবারিত হইবে, তিনি এমত ভাবেন। সর্ব্বপ্রথমে অষ্ট্রীয়াকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করা হয়, এবং জেনেরল ইগনেটিয়েফ আনন্দিতহৃদয়ে সেই কঠিন দৌত্যভার লইয়া বিয়েনায় গমন করেন, কিন্তু অষ্ট্রীয়ার রাজমন্ত্রী কাউণ্ট আণ্ড্রাসীকে অপ্রত্যাশিতরূপে দাবী করিতে দেখেন এবং কাউণ্ট আণ্ড্রাসী অন্যান্য রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনভাবে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দৃঢ়রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তৎপরে ব্রিটিস মন্ত্রীসমাজকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেই মন্ত্রিসমাজও সেইমত আপন পণ বজায় রাখিতে চাহেন অর্থাৎ সন্ধিপত্র সমগ্র য়ুরোপের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে হইবে এমত বলেন। এই কারণে য়ুরোপীয় রাজগণের সংমিলিত সমিতি প্রার্থনীয়, কি পুনরায় নুতন যুদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়, রুষীয়ার পক্ষে ইহা স্থির করা আবশ্যক হয়। রুষীয়ার পক্ষে অন্য কোন মিত্ররাজ্যের সহায়তা প্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা না থাকায়, রুষীয়া অগত্যা প্রথম প্রস্তাবটীই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। এমতে সান ষ্টিফানোর সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে বার্লিনে নুতন সন্ধিপত্র নির্দ্ধারিত এবং স্বাক্ষরিত হয়।

এই যে আন্তর্জাতিক গুরুতর ব্যবস্থা করা হয়, এসম্বন্ধে কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় এখনও আইসে নাই, কিন্তু আমরা ইহা নিরাপদে বলিতে পারি যে, যে সকল বিভ্রাট গোলযোগ তিনবর্ষ ধরিয়া য়ুরোপের রাজনীতিজ্ঞদিগের উদ্যম-আগ্রহকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিয়াছিল, এই সন্ধির দ্বারা সেই সকল বিভ্রাট-গোলযোগের কিছুদিনের জন্য মীমাংসা হইয়াছে মাত্র এবং আমরা এখনও চূড়ান্তমীমাংসা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি। ইংলণ্ড এবং রুষীয়া যে মহান প্রাচ্যপ্রশ্নের মীমাংসার জন্য আহূত হইয়াছে, এক্ষণে যাহাকে তুরস্ক বলা হয়, তাহা সেই মহান প্রশ্নের একটী সামান্য অংশ মাত্র। যদিও ক্ষেত্রটী এতদূর বিস্তৃত যে, তাহাতে উভয়রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু কোনকালেই আমাদিগের মধ্যে অর্থাৎ ইংলণ্ড এবং রুষীয়ার মধ্যে অমিল উপস্থিত হইবে না, ইহা অনুমান করা বালকত্বপ্রকাশ মাত্র। যাহা হউক, আমরা যেন ভ্রান্ত কল্পিত স্বার্থকে প্রকৃত স্বার্থ জ্ঞান না করিতে এবং অকারণে ভ্রান্তির জন্য যুদ্ধ না করিতে সতর্ক থাকি। ইত্যবসরে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মটী পরিষ্কার হইয়াছে ; রুষীয়াকে বিশেষরূপে আমাদিগের চিনিয়া লওয়া বিহিত, এবং সেইসূত্রে অনাবশ্যক বিবাদ রহিত করা কর্ত্তব্য। এই প্রার্থনীয় উদ্দেশ্যের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করিবার আশাতেই বর্ত্তমান গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। বীরবরণ ১৲ রাজ-জীবনী ১৷০, ভিক্টোরিয়া রাজসূয় ২৲ পাষাণপ্রতিমা ১৲ যৌবনে যোগিনী ১৲ কামিনীকুঞ্জ ।০, বিধবার দাঁতে মিশি ১৲ নবযুগ ৵০, মানবজাতির স্বত্ব এবং দায়িত্ব ও বাঙ্গালীজাতির দায়িত্বপালন /০ আনা, এবং সচিত্র রাজস্থান (৩৭ সংখ্যায় পূর্ণ) প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷৵০ আনা।

বীরবরণ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি,—

"গোপাল বাবু সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার এ নবন্যাসখানিও সর্ব্বথা তাঁহার যোগ্য হইয়াছে।" বঙ্গবাসী, ২৯এ বৈশাখ।

"নব্যসংস্কার, নব্যভাব, নব্যবস্তু, ও নব্য রাজনীতির সমাবেশ ইহাতে প্রতি-পাত্রতঃ আগাগোড়াই আছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে মাধুরীর লোকত্রয়সাধিনী চাতুরী, মলয়ার পবিত্রতা, বীরেন্দ্রের বৈচক্ষণ্য, মহত্ব বীরত্ব স্বজাতিবাৎসল্য ও উদারতা প্রশংসনীয়রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে।" এডুকেশন গেজেট, ১১ই শ্রাবণ, ১২৯১।

"সেই কাহিনী—স্বধর্ম্ম, স্বদেশ এবং স্বজাতি-ভক্তি-পরিপূর্ণ এবং বীরত্বের কথায় উদ্দীপিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কোমল রমণীপ্রেমের ফল্গুস্রোত আছে। সেই আশ্চর্য্য গল্পের কথা অল্প করিয়া বলিতেছি। * * * দুঃখের কথা সুখে ফুরাইল; রক্তপাতের পর স্বাধীনতার প্রসূন শোভা ইইল।" সাধারণী, ৬ই শ্রাবণ, ১২৯১।

"এখানি ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। উপন্যাস রচনায় যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার অধিকাংশ বীরবরণে আছে। বর্ণন-ক্ষমতারও বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।" সোমপ্রকাশ, ২৮এ শ্রাবণ, ১২৯১।

"আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। এখানি বঙ্গসাহিত্যে একখানি উপাদেয় উপহার। পুস্তকখানির প্রত্যেক পত্রে স্বদেশহিতৈষিতার স্রোত প্রবাহিত—বঙ্গদেশের পূর্ব্ব গরিমা প্রত্যেক পংক্তিতে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। যাঁহাদিগের স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমির প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা আছে, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বেঞ্জামিন ডিজরেলির রাজনৈতিক উপন্যাস পাঠে ইংলণ্ডে অনেক যুবকের রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা আশা করি, গোপাল বাবুর এই পুস্তক পাঠে অনেক দেশীয় যুবক বঙ্গদেশের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, তাহার দুরবস্থা মোচনে যত্নশীল হইবেন। গোপাল বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার, এই পুস্তক দ্বারা তাঁহার আরও যশের বৃদ্ধি হইবে।" আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই বৈশাখ, ১২৯১ সাল।

"বীরবরণ গ্রন্থখানিও বেশ সরস ও ঔপন্যাসিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে স্বদেশীপ্রেমের ছবি যেমন সুন্দরবর্ণে অঙ্কিত করা হইয়াছে, অপর দিকে প্রেমের চিত্রও সেইরূপ মনোহরবর্ণে ফলান হইয়াছে।" প্রভাতী, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

"উপন্যাসটী উপাদেয়, এবং রচয়িতা বঙ্গসাহিত্যসমাজের কবি, জীবন। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার কল্পনাগিরিচূড়া হইতে কবিত্ব-উৎসজাত হাস্য, বীর, বিভৎস, করুণাদিনির্ঝরিণী-প্রবাহলহরীনিচয়ের হিল্লোলে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সচ্চরিত্র, অসচ্চরিত্র, এবং ভারতীয় সতীত্ব প্রভৃতি প্রসূনচয় হেলাইয়া দুলাইয়া ভাসাইয়া ভাসাইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারের শোভাসম্বল বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা এই নবন্যাসপাঠে অপরিসীম প্রীতিলাভ করিয়া, রচয়িতাকে ধন্যবাদ দিতেছি। "তার পর কি হইল?" নবন্যাস, উপন্যাস, এমন কি ইতিহাসেরও প্রতি প্রীতি আকর্ষণের অবলম্ব। যাহা পাঠ বা শ্রবণে ইহার পর কি হইবে বা কি আছে, জানিবার জন্য মনের আগ্রহ জন্মায়, তাহাই উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষার মানদণ্ড। এ

পুস্তকে তাঁহা যথেষ্ট আছে। এতটা বলিয়াও তৃপ্তি হইল না, সর্ব্ব সাধারণে ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, তৃপ্ত হইব।"—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, ১২ই বৈশাখ।

"বীরবরণে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। বীরবরণের "বীরসেন", "দাতা-কর্ণ", "মাধুরী" ও "মলয়ার" চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে।" ভারতমিহির, ১১ই আষাঢ়।

"পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মনে হইল, যেন একটী সুখের স্বপ্ন দেখিলাম। ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য ভাবের চমৎকারিত্ব ও গল্পের রচনাচাতুর্য্য অতিসুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে চমৎকার উদ্দীপনা লক্ষিত হইবে। আমরা ভরসা করি, বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণ সকলে এই পুস্তকখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।" প্রজাবন্ধু, ২৫এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১।

"আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থের ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও ওজঃগুণসম্পন্ন। ছত্রভঙ্গজাতির জাতীয় জীবন কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, গোপালবাবু নিপুণতার সহিত সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।" [illegible]বার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৭ই মে, ১৮৮৫।

"একখানি বাল্যক্রীড়া নহে, সাধারণ লেখকদিগের নভেল নহে, একখানি প্রকৃত গ্রন্থ। সাহিত্যভাণ্ডারের একটী মহামূল্যরত্ন এবং জাতীয় উন্নতির একটী প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলিয়া আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিলাম না। ইহাতে জাতীয় উদ্দীপনার যেরূপ চমৎকার লিখন পরিপাটী দেখিলাম, এরূপ কোথাও দেখি নাই। বর্ত্তমান কালোপযোগী পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। বলা বাহুল্য পুস্তকখানি অভিনয়েরও সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। স্বাভাবিক দৃশ্যগুলিও অতি চমকার বর্ণিত হইয়াছে।" আলোক, ১৪ই আষাঢ়, ১২৯১।

"গ্রন্থকর্ত্তা একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক। এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। ভাষা প্রাঞ্জল, সুবোধ্য ও সুললিত। * * * বীরেন্দ্র তাঁহার উদ্ধার চেষ্টায় পথিমধ্যে আচার্য্যের সহিত যে সকল রাজনীতি সম্বন্ধে কথোপকথন করেন, তাহা পাঠ করিলে সহসা মৃতব্যক্তির দেহে উৎসাহ ও আশা স্থান পাইয়া থাকে। প্রবন্ধটী সুন্দররূপে শেষ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ হীনবীর্য্য বাঙ্গালিদিগের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকখানি পাঠের বিশেষ উপযোগী।" হানিমান, শ্রাবণ, ১২৯১।

"গ্রন্থকার সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। পাঠকেরা তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট গ্রন্থই আশা করিয়া থাকে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক সহযোগী উচ্চ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও অতি মহৎ দেখা যাইতেছে। তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া স্বদেশীয় লোকের মনে স্বদেশানুরাগস্রোত ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" মেদিনী, ১০ই শ্রাবণ, ১২৯১।

"আখ্যায়িকার যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, ইহাতে তাহার সকলই আছে। আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক দেহ উপন্যাসোচিত নানাবিধ কল্পনাকুসুমালঙ্কারে সুদক্ষতার সহিত সুশোভিত হইয়াছে। আমরা আজকাল যে কারণে সুকুমারমতি মহিলাদিগের হস্তে নভেল দিতে ভয় করি, বীরবরণে সে ভয়ের কোন কারণ নাই। ইহাতে যে প্রেমের অবতারণা করা হইয়াছে, সে প্রেম দেবভাবে পূর্ণ। আখ্যায়িকাখানি উদ্দীপনার প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চরিত্রসমাবেশে রচয়িতা প্রগাঢ় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বীরবরণ বঙ্গসাহিত্য সংসারের একটী উজ্জ্বল রত্ন। বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে এ রত্নের অবস্থান বাঞ্ছনীয়" হিন্দুরঞ্জিকা, ৯ই শ্রাবণ, ১২৯১।

"ভাষার বেশ পরিপাটী আছে। নব্য যুবকদের পাঠ্য নব ভাবেরও তাহাতে ত্রুটী দেখা যায় নাই। পুস্তক খানি পাঠ করিলে প্রীতিলাভ করা যায়।" পরিদর্শক।

"Babu Gopal Chandra is one of the few eminent writers amongst us, who have by their contributions improved the tone and style of modern vernacular literature. His name is a sort of guarantee for the success of any literary enterprise that he may undertake. The present work, we are glad to find, is in every way worthy of his reputation. But what makes it specially interesting to us is its political character. Our author has taken his plot from those stirring events in the history of Bengal, which led to the subversion of the Pal dynasty and the installation of the Sena family in its stead. One cannot contemplate those events without uttering a sigh for the past greatness of Bengal, for that singular spirit of patriotism and that power of organisation which Vira Sena and his exiled wife had evinced in rescuing the land of their birth from the miseries of mal-administration and the galling yoke of tyranny. Thus the plot itself is full of interest ; but Babu Gopal Chandra has invested it with additional charms, by his occasional dissertations on the laws which govern and control the rise, progress and decline of nations. We need not enumerate those laws in this place ; it will be sufficient for our present purpose only to remark that they are as immutable as the laws of nature, which hold good in every age and in every clime, as well in the days of Vira Sena as in those of our own. We often talk of unity ; we often talk of liberty and of political freedom ; but if the reader wishes to know, how these great id eas are to be realised in practice, let him spend a few hours in the study of the book before us, and he will then surely have acquired many a useful and precious truth in the science of politics. As regards our author's style, we need not say more than that it is clear, impressive and eloquent, well calculated to rivet the attention of the reader upon the subject-matter of the work, and sustain it throughout. In conclusion, we make bold to recommend the book to be placed in the hands of our young men and of our young women too, in the full hope that they will find in it a great deal to interest and instruct them, as regards their duty to society and to their country." The Bengalee, June, 7, 1884.

"The author has well maintained the reputation earned in his former works by giving a vivid description of facts and fictions blended together, and has taken great pains in inciting patriotism and unity.

Though of a non-military race he has succeeded in depicting the battlefield as minutely *and systematically as possible. The language is chaste and at the same time ,exciting* and full of well seasoned instructive metaphors. A rupee spent in purchase of the book will we hope, be well spent." The Sahas, September, 22, 1884.

"Babu Gopal Chandra Makerjee, who is already well-known for his valuable contributions to the enrichment of Bengali dramatic and general literature, has given to the public an interesting novel—the *Birabarana.* We wish we could make room for an exhaustive review of the book, which, being rich both in matter and manner, and free from extravangces of the imagination, and slip-spod expressions, will be calculated to enhance its author's reputation. The story is well told ; the characters are fairly well sustained ; and altogether we have not perused the book in vain." The Indian Empire.

রাজ-জীবনীসম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"রাজ-জীবনী পাঠ করিলে, মহারাণী যে কিরূপ উদারস্বভাবা, দয়ার্দ্রচিত্তা এবং অহঙ্কারশূন্যা তাহা বুঝিতে পারিবেন।" বঙ্গবাসী।

"প্রিন্স আলবার্টের চরিতের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে এবং প্রিন্স আলবার্ট বহুতর গুণসম্পন্ন ছিলেন, লেখকও যোগ্য ব্যক্তি। অতএব এই চরিতাখ্যান এতদ্দেশীয়দিগের পঠনীয়।" এডুকেশন গেজেট, ২৮এ মাঘ, ১২৮৯।

"বাঙ্গালার গ্রন্থমঞ্জুষায় এই এক নবীন পদার্থ, সকলেরই আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।" ঢাকা-প্রকাশ, ৯ই মাঘ।

"এই গ্রন্থপাঠে সুসভ্য ইংরাজজাতির সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি অধিকাংশ অবগত হওয়া যায়।" হিন্দুরঞ্জিকা।

এই জীবনীতে কেবল প্রিন্সের জীবনবৃত্তান্ত আছে, তাহা নহে, ইহাতে জননী ভারতেশ্বরীর পবিত্র জীবনীও সংগ্রথিত।" প্রভাতী, ১৪ই চৈত্র।

"শত শত নাটক এবং কবিতা অপেক্ষা আমরা এরূপ একখানি পুস্তকের অধিক আদর করিয়া থাকি।" ভারতমিহির।

"সমাজে এরূপ গ্রন্থের সমধিক আদর বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।" হালিসহর প্রকাশিকা।

"এখানি অতি সুপাঠ্য। ইহার ভাষা সাধু ও মিষ্ট।" মেদিনী।

"এই পুস্তক ভারতবাসী মাত্রের সুপাঠ্য।" মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

"রাজ-জীবনী"প্রথমশ্রেণীর পাঠকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে।" সাহস।

"যাঁহারা ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের গোপন-জীবনের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই পুস্তক অমূল্য। শিক্ষিত সভ্য বাঙ্গালী প্রত্যেকেরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্তব্য।" আনন্দবাজার পত্রিকা।

"The translator, however. has made additions to the work by giving translations of extracts from Her Majesty's published Journal and from other works. He has thus rendered the whole extremely readable and interesting. Our countrymen know very well that the Prince Consort bore an exemplary character, that his domestic life was one of singular purity and simplicity, and that he was a man of the highest culture and education. All this they know—generally. But the saying and doings of the Prince in private and public life, his steadfast devotion and loyalty to the Queen, reminding one of the love and devotion of the knights and preux chevaliers of ancient days, his deep love for and anxious care of his children, his attention to the poor, and his suavity and condescension towards those with whom he came into contact, were but little known, in detail, to the people of this country. The book under review, therefore, is peculiarly welcome and interesting, as furnishing these details. A perusal of it will show the reason why the Prince has been named "Albert the Good" and how well he deserved that appellation.

The translator, Babu Gopal Chandra Mookerjee, is well known to us as the author of the work entitled "Victoria-Rajsuya," or, the History of the Imperial Assemblage at Delhi, held on the 1st January, 1877, which was so favorably received by the Government and the public, as also of several dramas in Bengali, some of which were successfully brought upon the native stage." Hindoo Patriot, September 17, 1883.

"We welcome the appearence of this book. The life of the late Prince Consort, every detail, in fact, regarding the Royal family, should be known extensively all over India. The court of Queen Victoria is pure, as the poet sings, and all subjects of Her Majesty ought to know that the Queen, their Empress is ever auxious that the least details of her household should not be withheld from them, and that her heart should be laid bare before her people in all its sacred majesty and nobility. * * * The author has however, done the best in his power. His Bengali is chaste and his power of rendering a difficult expression in the corresponding vernacular considerable. The perusal of the whole work will leave nothing but a pleasurable impression of a life noble, amiable and extremely useful. For our part we are warm admirers of the late Prince Consort, and we venture to say that no Bengali will read these pages without being struck with the same admiration himself. * * * We sincerely hope the perusal of this book will benifit its readers in every way. It ought to have a large sale and it ought to be read in all the Vernacular Schools of Bengal." Liberal, December 17, 1882.

"The author Babu Gopal Chandra Mookerjee is already well-known to the republic of letters, as the author of the "Delhi Assemblage" and other works which have won for him a wide reputation. * * * we are bound to say, a better or more faithful translation of the original could hardly be expected. Our anthor's style is chaste and clear, his command over Bengali is considerable and he has been especially happy in coining technical Bengali equivalants for the political phraseology of the West. The publication of this work is a practical proof of the loyalty of Her Majesty's Indian subjects and we recommend it to all patrons of the Bengali language." Amrita Bazar Patrika.

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি,—

'ইহাতে কেবল সেই বিখ্যাত দিল্লীর দরবারের আমূল বৃত্তান্ত নহে, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের আদিম অবস্থা অবধি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছে। ফলতঃ ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।" এডুকেশন গেজেট।

"এতদ্ব্যতীত এই পুস্তকখানিতে পাঠক অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।" নববিভাকর।

"ভরসা করি শক্তিশালী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, বা করিবেন।" ঢাকাপ্রকাশ।

"সার কথায় এখানি সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় হইবে " প্রভাতী।

"দেশীয় রাজন্যবর্গের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত একস্থলে সমাবেশিত হওয়াতে ইহা নিতান্ত প্রীতিপ্রদ ও একটী তৎজ্ঞান-অভাবমোচক হইয়াছে।" শ্রীহট্টপ্রকাশ।

"এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, ভারতবর্ষ ও ব্রিটিস সাম্রাজ্য সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ হইতে পারে বলা বাহুল্য।" হিন্দুরঞ্জিকা।

"দিল্লী নগরীর বর্ণনা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।" বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

"It is a translation of Mr. Wheeler's Delhi Assemblage. The English version has of course merits of its own, but the Bengali version is worthy of the grand occasion which it chronicles."—Hindoo Patriot.

" * * * We have called it the Bengali version of Mr. Wheeler's book, but it is not exactly that. We have here almost all that Mr Wheeler gave us, and something more. The style is in the main, chaste and spirited." Sunday Mirror, Apr. 1880.

"The book is very interesting, inasmuch as it gives a good deal of information regarding the Princes and Chiefs of India." Bengal Magazine, December, 1879.

"He is an earnest, diligent, and intelligent worker in the department of literature. 'Victoria-Rasjuya' is at least one of those works which bespeak great industry and a desire to be useful to society." Oriental Miscellany, December, 1879.

" * * * the commencing poems are a happy selection, and are really excellent which speak highly of the author's taste and irrudition." National Paper.

পাষাণপ্রতিমা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"সমালোচ্য নাটকখানি সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য।' সোমপ্রকাশ।

"নাটকের সমস্ত গুণসমন্বিতও তাহার সন্দেহ নাই।" এডুকেশন গেজেট।

"আমরা পাষাণপ্রতিমা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি, ইহার লেখা ও কল্পনা অতি সুন্দর হইয়াছে।" ঢাকাপ্রকাশ।

"এই নাটকখানি উৎকৃষ্ট নাটকশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে।" শ্রীহট্টপ্রকাশ।

"এমন কি আমরা নাটকখানি রাত্রি নয় ঘটিকার পর পাঠ করিতে আরম্ভ করি এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, আদি অন্ত পাঠ করিতে বাধ্য হই। কোন ক্রমেই পুস্তকখানি পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।" হাবড়াহিতকরী।

"The author of the piece before us has written for the stage and like a practised dealer produces wares to suit the tastes of his customers." Hindoo Patriot.

"Pasan Pritima" and "Joubanay Jogini" are certainly above the average order of kindered books of the day. The historical dramas have been written with care and with an eye to stage and scenic effects. His language is chaste, his descriptions lively, his plot interesting, and his dialogue well-sustained, and, at times, spirited." Indian Mirror.

"The author has an essentially poetic cast of mind and shews considerable power in portraying the working of passions." Bengalee, May 16, 1878.

যৌবনেযোগিনী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"নাটকখানির নামটী যেমন সুমিষ্ট, ইহা পাঠ করিয়াও আমরা সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

"ইহার উপাখ্যান রচনার বিলক্ষণ পরিপাটী আছে।" এডুকেশন গেজেট।

"আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত নই যে, যৌবনেযোগিনী নাটকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" ঢাকাপ্রকাশ।

"যৌবনেযোগিনী অভিনয়-ভূমিতে দর্শকের মন আকর্ষণ করিবে।" ভারতমিহির।

"আমরা দৃশ্যকাব্যখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি।" হাবড়াহিতকরী।

"Its language is rich, plot deep and interesting, and descriptions faithul and spirited." Amrita Bazar Patrika, May 16, 1878.

"In this drama, there is much action much fighting, much bloodsheding. It is quite sensational." Bengal Magazine.

"The plot is very interesting and the descriptions are lively and full of spirit." National Paper, March 6, 1878.

"The author seems to possess considerable power. He can understand the interal working of the move of the passaions." Bengalee.

"The author seems to possess some insight into the human heart. It seems also the author possess considerable power of writing Bengali in high and excellent style." National Magazine.

"The plot is interesting. It is a good performance—the descriptions are lively and the style is clear." Bengal Magazine.

নবযুগ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"আমরা নাট্যরাসকখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি, নবযুগ—নবযুগের উপযুক্তই হইয়াছে। গ্রন্থকার জীবন্তভাবে মনু, সময়, ভ্রাতৃভাব, সাম্য, উদ্যম, সাহস, প্রকৃতি, জাতীয় আশা, একতা, ভারত এব ভারতের বিভিন্ন জাতিকে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে মনুর আবির্ভাব, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের অসাদৃশ্য দেখিয়া মনুর আক্ষেপ—প্রকৃতির ভারতপরিচয়, সমাজের সংহারশক্তির বর্ণনা, পড়িলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়। ভ্রাতৃভাব, সাম্য, উদ্যম, সাহস, জাতীয় আশা এবং একতার উক্তি মৃতেরও চৈতন্য সম্পাদন করে।

নবযুগ অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মাহাত্ম্য আছে। সিন্ধু পরিমাণ গরল হইতে বিন্দু পরিমাণ অমৃত উপাদেয়। গরল সিন্ধুর পার্শ্বে নবযুগ একবিন্দু অমৃত। অমৃতে কাহার অরুচি ?", চারুবার্ত্তা।

"নাটকখানি পাঠ করিয়া, আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এই পুস্তকখানি ভারতবাসী মাত্রের পাঠ করা উচিত।" পরিদর্শক।

"আমরা নবযুগ পাঠ করিয়া যে কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।" হিন্দু-রঞ্জিকা।

"এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি।" প্রতিকার।

"This so-called "Political Drama" was enacted on the stage the other day on the occasion of the celebration of the decennial jubilee of the Indian Association. The "New Era" has for its object to illustrate by means of symbolic characters the present political degradation of India, and the signs that are now visible of a renewal of its political life. The piece is written in a pleasant and, at times, pathetic and stirring style, and the ingenuity of its execution has divested it of the sickening sentimentality of the ceaseless cant "Bharater jai" which it has, for sometime past, been the fashion to sing, in season or out of season, in books and magazines, or on the stage or platform. The piece is thoroughly patrioic in its spirit, and loyal in the sentiment it embodies." Indian Mirror.

"It is written in a clear and vigorous style, and no one can rise from its perusal without being impressed by the deep sentiments of patriotism which run through it." Bengalee.

" * * * sets forth ingeniously the loyal and patriotic sentiments of Indian. The verses are smooth and elegant." Young India.

বিধবার দাঁতে মিশি সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি।

"ইহাতে সমাজ-চিত্রটী সুন্দর হইয়াছে।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

"গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তির এবং রচনানৈপুণ্যের উৎকৃষ্টতায় নাটকখানি প্রথমশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।" হালিসহর পত্রিকা।

"পুস্তকের লেখার ধরণে গ্রন্থকারকে সুলেখক বলিয়া বোধ হয়।" বরিশাল বার্তাবহ।

"We are glad to notice the publication of a very useful Bengalee drama called Bidhobar Datamishi by Gopal Chandra Mookerjee, who endeavours to point out the mainfold evils arising from wine and other forms of disipation amongst the 'enlightend' portion of the native community." Friend of India.

কামিনীকুঞ্জ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি,—

"এখানি সুন্দর সুখদ ও উত্তম গীতিকাব্য হইয়াছে।" শ্রীহট্ট প্রকাশ।

"গানগুলির সুর ও তান উত্তম।" সমাচার সার।

"অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।' সমাচার চন্দ্রিকা।

মানবজাতির স্বত্ব এবং দায়িত্ব ও বাঙ্গালীজাতির সেই দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"এই গ্রন্থের প্রতি পংক্তিতে গ্রন্থকারের গভীর গবেষণা ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" সময়।

"আমরা অনুরোধ করি, বঙ্গসমাজ এই বহিখানি পড়িয়া দেখিবেন।" চারুবার্তা।

"The methodical arrangement of the subject and its general treatment indicate the thoughtful spirit of the lecturer, and do credit to his patriotism." Indian Mirror.

Belvedere, Calcutta.
The IIth December, 1882.

SIR,—In reply to your letter of this day's date, I am to thank you for the copy of your work entitled "Raj-Jibani" which you have been good enough to send for the Lieutenant Governor's acceptance.

Yours faithfully
(Sd) F. C. BARNES.
Private Secretary.

From the Director of Public Instruction, Bengal.
To Babu Gopal Chandra Mukhopadhyaya.
Calcutta, the 12th December, 1882.

SIR,—In reference to your letter dated the 10th Instant, I have the honor to acknowledge with thanks the receipt of 50 copies of your work "Raj-Jibani" or the Bengali version of Sir Theodore Martin's "Life of His Royal Highness the Prince Consort" presented by you for the libraries of Government Zillah Schools.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient servant.
(Sd) A. W. CROFT.
Director of Public Instruction.

Extract from a letter from the Inspector of Schools, Western circle, to the Director of Public Instruction, Bengal, No. 1879. dated 9th july 1880.

Para 1.—In reference to your No 3303, dated the 19th May last, forwarding for report a copy of the Bengali work entitled *Victoria-Rajsuya*, I have the honor to state that the author, Babu Gopal Chunder Mookerjee, has given in it a lucid description of all the incidents in connection with the Imperial Assemblage at Delhi, on the Ist of January 1877, to celebrate the assumption of the title of Empress of India by Her Majesty the Queen, together with short histories of England and India, and brief notice of the Rajahs and Indian chiefs and Sirdars. The book contains valuable and useful information, e and it has been written in langauge which may be characterizd d as plain and graceful. * * * I am of opinion that the author is desrving of patronage.

No 563T. Dated Darjeeling, the 14th September 1880.
From—A. Mackenzie Esq, Secretary to the Govrnment of Bengal General and Revenue Departments
To The Director of Public Instruction.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No 5532 of the 2nd Instant, and its enclosures, and in reply to say that the Lieutenant Governor has no objection to the purchase of copies of the Bengali work entitled *Victoria-Rajsuya* for school libraries and for prizes.

CIRCULAR No 59.

Copy forwarded to all Inspectors and Joint-Inspectors, with spare copies for Deputy Inspectors, and to Head Masters of Zillah Schools, including the Schools at Baraset, Barrackpore, Deoghur, Utterpara, and Palamow, with the intimation that copies may be purchased for prizes and libraries from School funds.

Fort William,
The 22nd Sept. 1880.

A. W. CROFT.
Director of Public Instruction.